চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 6 March, 2019 ■ আগরতলা, ৬ মার্চ, ২০২০ ইং ■ ২২ ফাল্গুন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সংসদীয় কমিটির রিপোর্ট জমা

এডিসি'র নাম বদলে টিটিসি মিলবে না সরাসরি অর্থ

।। অভিজিৎ রায়চৌধুরী ।। নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ ।। এডিসিকে সরাসরি অর্থ প্রদান করা হবে না। সংবিধান সংশোধনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সংসদীয় কমিটির রিপোর্টে এডিসিকে সরাসরি অর্থ প্রদানের সুপারিশ করা হয়নি। আজ লোকসভায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সংসদীয় কমিটি সংবিধানের ১২৫তম সংশোধনীর জন্য রিপোর্ট জমা দিয়েছে। তাতে, ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ (টিটিএএডিসি)-এর নাম বদলে তিপ্রা আঞ্চলিক পরিষদ অর্থাৎ তিপ্রা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল (টিটিসি)-র সুপারিশ করেছে ওই কমিটি। শুধু তা-ই নয়, আসন সংখ্যা বৃদ্ধির প্রস্তাবেও সম্মতি রয়েছে কমিটির। তাই, আসন সংখ্যা ৩০ থেকে বাড়িয়ে ৫০ করার সুপারিশ করা হয়েছে। তবে, টিটিসি-কে সরাসরি অর্থ বরাদ্দ করা হবে না। বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী ত্রিপুরা সরকারের মাধ্যমেই অর্থ যাবে টিটিসি-র হাতে।

প্রসঙ্গত, রাজ্য বিধানসভায় এডিসির আসন সংখ্যা বৃদ্ধির প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। রাজ্য সরকার এডিসির আসন ৩০ থেকে বেড়ে ৫০ হোক চাইছে। তার মধ্যে ৪৪টি আসনে নির্বাচন হবে। রাজ্যপাল মনোনিত প্রতিনিধি থাকবেন ছয়জন।

সংসদীয় কমিটি উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যের মতামত সংগ্রহ করেছিল। মূলতঃ এডিসির অধিক ক্ষমতায়নে সংবিধান সংশোধনের তাগিদেই সংসদীয় কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ওই কমিটি উত্তর পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্যের জনজাতি নেতা ও জনজাতি ভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাথে বৈঠক করেছে। রাজ্য থেকে আইপিএফটি সহ একাধিক উপজাতি দল ও সংগঠন সংসদীয় কমিটির বৈঠকে যোগ দিয়েছে এবং মতামত পেশ করেছে।

বৃহস্পতিবার লোকসভায় রাজ্যসভায় বিরোধী উপনেতা আনন্দ শর্মার নেতৃত্বে গঠিত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে সংসদীয় কমিটি রিপোর্ট জমা দিয়েছে। তাতে, টিটিএএডিসি-র নাম বদলে টিটিসি করার সুপারিশ করা হয়েছে। পাশাপাশি, আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির সুপারিশ করেছে কমিটি। পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৩০ থেকে বাড়িয়ে ৫০ করার সুপারিশের সাথে কেন্দ্রীয় সরকারকে ত্রিপুরা সরকারের সাথেও আলোচনা করার পরামর্শ দিয়েছে কমিটি।

কমিটির বক্তব্য, আসন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট প্রথা থাকতে হবে। যেমন খুশি আসন সংখ্যা বাড়ানো বা কামানো উচিত হবে না। এতে সমস্যা হতে পারে।

এদিকে, পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থার কাঠামো আঞ্চলিক পরিষদেও যুক্ত করার সুপারিশ করেছে ওই কমিটি। এডিসি-তে এখন পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থার ধাঁচে কোনও কাঠামো নেই। সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে এই ব্যবস্থা যুক্ত করার সুপারিশ করেছে রাজ্যসভার উপনেতা আনন্দ শর্মার নেতৃত্বে গঠিত কমিটি। কমিটি আজ লোকসভায় সংবিধানের ১২৫-তম সংশোধনী বিল শীর্ষক রিপোর্ট জমা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাম জমানা রাজ্যের কালো অধ্যায়, তোপ দাগলেন শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ ।। ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকারের যুগকে 'রাজ্যের কালো অধ্যায়' বলে কটাক্ষ করলেন শিক্ষা মন্ত্রী রতন লাল নাথ। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় মানুষ শান্তিতে জীবনযাপনের পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। তাই, তাঁরা ক্ষমতায় বিজেপি-কে এনেছেন।

আজ সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষা মন্ত্রী বলেন, ''ত্রিপুরার মানুষ এখন সন্ত্রাসমুক্ত। নির্বাচনে তাঁরা বিজেপিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিয়েছিলেন। ৩ মার্চকে কালো দিবস বলে গৌতম দাশের মন্তব্য ত্রিপুরার জনগণের প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের স্বরূপ। এর তাঁর ক্ষমা চাওয়া উচিত, তোপ দাগেন শিক্ষামন্ত্রী। তাঁর দাবি, গৌতম দাশ মারাত্মক ভুল করেছেন। প্রসঙ্গত, গত ৩ মার্চ সিপিএম ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাশ সাংবাদিক সম্মেলন করে ওইদিনটিকে কালো দিন বলে সমালোচনা করেছেন।

আজ শিক্ষামন্ত্রী বাম জমানায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির তথ্যভিত্তিক উদাহরণ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ১৯৯৩ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত প্রায় ১১৪০ ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। এমনকি, ১৯৯৩ সালে দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকারের প্রথম বছরে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ডাকাতির রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছিল। ওই বছর ২০৬টি ডাকাতির ঘটনা ঘটেছিল। অবশ্য, ২০১৮ সালে মাত্র ১০টি ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। এদিন শ্রীনাথ দাবি করেন, বিজেপি ত্রিপুরায় সরকার গঠনের পর রাজ্যে ধর্ষণের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে।

এক তথ্য তুলে ধরে তিনি বলেন, '১৯৯৩-২০১৭ পর্যন্ত ৩৭৫৭টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে এবং শুধু ২০১৪ সালে ত্রিপুরায় ২৩৯ টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। সেই তুলনায় ২০১৮-১৯ সালে ৩৫৩টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে'। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় সর্বাধিক সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং জওয়ান বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে মারা গিয়েছেন। 'রাজ্যে সন্ত্রাসবাদের বিষয়টি বামফ্রন্ট সরকারের সাথে শুরু হয়েছে এবং যার জন্য সর্বমোট ৪৭৮২ জন খুন হয়েছিলেন, ৩,১৫৪ জন অপহরণ করেছিল, ৪২৫ জন কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং ত্রিপুরার পুলিশ ও টিএসআরের জওয়ান মারা গিয়েছিল এবং ৩৪৩ আহত হয়েছিলেন, বলেন তিনি। সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরায় বাম জমানায় ৮০২ টি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। অথচ, আজ বামেরাই বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকারের উপর আঙ্গুল তুলছেন। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হয়ে বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার গঠন হওয়ার পর একটিও রাজনৈতিক খুনের ঘটনা ঘটেনি। মানুষ এখন ত্রিপুরায় স্বাধীনভাবে শ্বাস নিতে পারছেন।

সংসদে হাঙ্গামা, লোকসভা থেকে বরখাস্ত সাত কংগ্রেস সাংসদ

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ (হি.স.)।। স্পিকার আগেই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, কিন্তু কর্ণপাত করেননি সাংসদরা। উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে হিংসাত্মক ঘটনা নিয়ে লোকসভায় হৈচৈ জিইয়ে রেখেছিলেন বিরোধী সাংসদরা। কার্যত বাধ্য হয়েই এবার কড়া সিদ্ধান্ত নিলেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। বৃহস্পতিবার লোকসভার ৭ জন কংগ্রেস সাংসদকে বরখাস্ত করেছেন স্পিকার ওম বিড়লা।

লোকসভা থেকে বরখাস্ত এই ৭ জন কংগ্রেস সাংসদ হলেন- গৌরব গগৈ, টি এন প্রথাপান, ডিয়েন কুরিয়াকোসে, আর উন্নিথান, মানিক্কাম টেগোর, বেন্নি বেহনান এবং গুরজিতসিং আউজলা। অসদাচরণের জন্য সম্পূর্ণ বাজেট অধিবেশন থেকেই বরখাস্ত করা হয়েছে এই ৭ জন কংগ্রেস সাংসদকে। গত সোমবার থেকে শুরু হয়েছে বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় ভাগ। গত তিন-দিনের মতো বৃহস্পতিবারও দিল্লি-হিংসার জেরে উত্তাল হয়ে ওঠে লোকসভা। এরপরই কড়া সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন স্পিকার ওম বিড়লা।

সাত কংগ্রেস সাংসদের সাসপেন্ড নিয়ে ক্ষোভ উগড়ে দিলেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী। বিষয়টিকে স্বৈরাতন্ত্র আখ্যা দিয়ে বর্ষীয়ান এই কংগ্রেস নেতার দাবি সাসপেন্ডের সিদ্ধান্ত অধ্যক্ষের নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের। যা কোনও ভাবেই মেনে নেবে না কংগ্রেস।

বৃহস্পতিবার অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেন যে বিগত দুইদিন ধরে সংসদে আসেননি লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে কংগ্রেস সদস্যদের সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত তার নয় কেন্দ্রীয় সরকারের। যা এখনও স্বীকার করা হচ্ছে না। কংগ্রেসের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়ে তিনি বলেন, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দিল্লি গণধর্ষণ মামলায় নতুন মৃত্যু পরোয়ানা ২০ মার্চ ফাঁসি দণ্ডিতদের

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ (হি.স.)।। দিল্লি গণধর্ষণ মামলায় নতুন করে মৃত্যু-পরোয়ানা জারি করল দিল্লির পাটিয়ালা হাউস কোর্ট। নতুন মৃত্যু-পরোয়ানা অনুযায়ী, আগামী ২০ মার্চ সকাল ৫.৩০ মিনিট নাগাদ দিল্লির তিহার জেলে ফাঁসি হবে নির্ভয়ার ৪ জন অপরাধীর। বৃহস্পতিবার নতুন মৃত্যু-পরোয়ানা জারি করেছে দিল্লির পাটিয়ালা হাউস কোর্ট।

উল্লেখ্য, ২০১২ সালে রাজধানীর বুকে চলন্ত বাসে নির্ভয়াকে ধর্ষণ ও খুনের অপরাধে সুপ্রিম কোর্ট মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে মুকেশ সিং, অক্ষয় ঠাকুর, পবন গুপ্তা ও বিনয় শর্মাকেউ প্রথমে ৭ জানুয়ারি নির্ভয়া কাণ্ডে মৃত্যু-পরোয়ানা জারি করেছিল দিল্লির দায়রা আদালত। ওই পরোয়ানায় বলা হয়েছিল, ২২ জানুয়ারি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনাভাইরাস ঃ অযথা আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই, অভয়বাণী স্বাস্থ্য দফতরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ।। ত্রিপুরায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত সন্দেহে এক ব্যক্তিকে নজরদারিতে রাখা হয়েছে। তবে, প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তাঁর দেহে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ পাওয়া যায়নি। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দফতরের অধিকর্তা ডাঃ রাধা দেববর্মা জানিয়েছেন, ওই ব্যক্তির রক্তের নমুনা গুয়াহাটিতে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। ওই রিপোর্ট আসলে রোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে। ত্রিপুরায় অযথা আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই, অভয় দিয়েছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর।

বৃহস্পতিবার ডাঃ রাধা দেববর্মা জানিয়েছেন, ত্রিপুরার এক নাগরিক নিজে থেকেই জানিয়েছেন তিনি অসুস্থ এবং করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত কিনা তা বুঝতে পারছেন না। তাই তাঁকে জিবি হাসপাতালে আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে। তিনি বলেন, ওই ব্যক্তির বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। এতে করোনা ভাইরাসে সংক্রমণের কোনও রিপোর্ট মিলেনি। তবুও নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাঁর রক্তের নমুনা গুয়াহাটিতে পাঠানো হয়েছে। ওই রিপোর্ট পাওয়ার পর এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়া যাবে। তিনি অভয় দিয়ে বলেন, অযথা চিন্তিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। ত্রিপুরার স্বাস্থ্য দফতর সম্পূর্ণ পরিস্থিতির উপর নজর রেখেছে।

এদিকে, ত্রিপুরায় করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ও রোগীর সন্ধান পাওয়ার গুজব ছড়ানোর বিষয়টি নজরে এসেছে বলে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতর জানিয়েছে। দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, করোনা ভাইরাস বিষয়ে সচেতনতা অবশ্যই জরুরি। কিন্তু এ নিয়ে গুজব ছড়ানো ও অযথা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিজেকে এবং অন্যদের রক্ষা করুণ!
কি করবেন এবং কি করবেন না তা মেনে চলুন

কি করবেন
হাত ধোয়ার সাবান এবং জল দিয়ে বারে বারে হাত ধুয়ে নিন অথবা অ্যালকোহল ভিত্তিক স্যানিটাইজার দিয়ে হাত পরিষ্কার করুণ। আপাত দৃষ্টিতে হাত পরিষ্কার আছে মনে হলেও হাত ধুয়ে নিন।
হাঁচি এবং কাশির সময় টিস্যু অথবা রুমাল দিয়ে নাক ও মুখ ঢাকতে হবে।
টিস্যু ব্যবহারের অব্যবহিত পরেই মুখ ঢাকা ডাস্টবিনের ভিতর সেটি ফেলে দিন।
জ্বর, শ্বাসকষ্ট এবং কাশির মত কোন সমস্যার কারণে অসুস্থ বোধ করলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। নাক ও মুখ ঢাকা মাস্ক পরে অথবা রুমাল বেঁধে চিকিৎসকের কাছে যান।
এই ধরনের কোন রোগের লক্ষণ দেখা দিলে রাজ্য সরকারের হেল্পলাইন নম্বর অথবা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের ২৪ ঘন্টার হেল্পলাইন- ০১১-২৩৯৭৮০৪৬ নম্বরে ফোন করুণ।
বড় জমায়েত এড়িয়ে চলুন।

কি করবেন না
জ্বর বা কাশি হয়েছে এমন ব্যক্তির কাছাকাছি থাকবেন না।
চোখ, নাক, মুখ স্পর্শ করবেন না।
যত্রতত্র থুতু ফেলবেন না।

একযোগে আমরা করোনা ভাইরাসের মোকাবিলা করতে পারি

আরও বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য
ভারত সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের ২৪ ঘন্টার কন্ট্রোল রুমে
+ ৯১-১১-২৩৯৭৮০৪৬ নম্বরে ফোন করতে পারেন। প্রয়োজনে
ncov2019@gmail.com-এ ইমেল করতে পারেন।

mohfw.gov.in @MoHFWIndia @MoHFW_INDIA mohfwindia

davp 17102/13/0021/1920

সাব্রুম চেকপোস্টের উন্নয়নে ব্যবস্থা নিতে রাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি সাংসদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ ।। সাব্রুমে ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্টের উন্নয়নে শীঘ্রই ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাইকে চিঠি দিলেন পূর্ব ত্রিপুরার সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক। সাংসদের ওই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রকের সংশ্লিষ্ট আধিকারীকদের সাব্রুমে ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্টের উন্নয়নে বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র রাষ্ট্রমন্ত্রী।

সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক চিঠিতে বলেন, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সাব্রুমে ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্টের উন্নয়নে প্রস্তাব কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে জমা দেওয়া হয়েছে। প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী ওই প্রস্তাব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বর্ডার মেনেজম্যান্ট দপ্তরের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। তিনি চিঠিতে আরও বলেন, শীঘ্রই জমি অধিগ্রহনের অনুমতি দেওয়া উচিত। কারণ, জমি অধিগ্রহণ ছাড়া ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্টের উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না। তাঁর দাবি, বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দরের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অবশেষে বাড়ি ফিরলেন আনন্দবাজার থানার শিবিরে আশ্রিত বাঙালি উদ্বাস্তুরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ।। অবশেষে বাড়ি ফিরে গেলেন আনন্দবাজার থানার শিবিরে আশ্রিত বাঙালি উদ্বাস্তুরা। ৮৫ দিন শিবিরে কাটিয়ে তাঁরা বাড়ি ফিরলেন। ধারণা করা হচ্ছে, বিজেপি-র মধ্যস্থতায় বাঙালি উদ্বাস্তুরা আশ্বস্ত হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন। কারণ, প্রশাসন তাঁদের দাবি মেনে নেয়নি। বরং বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছেন।

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধিতায় আইপিএফটি-র ডাকা ত্রিপুরা বনধে বাঙালি উদ্বাস্তুরা আক্রান্ত হয়েছিলেন। প্রায় ৯৩টি বাঙালি পরিবার আনন্দবাজার থানায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁদের বাড়িঘর, দোকান-পাট ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল বনধ সমর্থকরা। এর পর থেকে তাঁদের বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য একাধিক প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ক্ষতিপূরণ এবং নিরাপত্তার প্রশ্নে তাঁরা বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলেন না। মাঝে তাঁদের মধ্যে ৭ পরিবার বাড়ি ফিরে গিয়েছেন।

আজ (বৃহস্পতিবার) বাকিরাও শিবির ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপি বিধায়কদের সাথে অশালীন আচরণ

ষড়যন্ত্র চলছে, সাফাইয়ে দাবি পুর কমিশনারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ।। বিজেপি বিধায়কদের সাথে অশালীন আচরণ করেননি। বরং, তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে বলে আজ দাবি করেছেন পুর কমিশনার শৈলেশ কুমার যাদব। তাঁর কথায়, গতকাল বিধায়কদের করজোড়ে অনুরোধ করেছিলাম শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতিতে ডেপুটেশন দেওয়ার জন্য। কিন্তু, তাঁরা উত্তেজিত হয়ে যান। তাই সভা ছেড়ে বেরিয়ে গেছি। তিনি বলেন, সততার সাথে কাজ করার জন্য আগেও দুটি মামলা হয়েছিল। তাই, মামলা-মোকাদ্দমাকে ভয় পাই না। শুধু নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে চাই।

বুধবার আগরতলা পুর নিগমে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বিজেপি-র ডেপুটেশন কার্যক্রমে উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। উচ্ছেদকে ঘিরে জনৈক ব্যবসায়ী চন্দন নাহার বক্তব্যে পুর কমিশনার উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁকে হল থেকে বেরিয়ে যেতে এবং পুলিশে রামপ্রসাদ পাল পুর কমিশনারের আচরণে প্রতিবাদ জানালে তাঁদের সাথে অশালীন আচরণ করেন

বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে পুর কমিশনার শৈলেশ যাদব ও মেয়র ডঃ প্রফুল্লজিৎ সিনহা। ছবি নিজস্ব।

মামলা করার হুমকি দিয়েছিলেন পুর কমিশনার শৈলেশ কুমার যাদব। এতেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, বিজেপি বিধায়ক আশিস কুমার সাহা এবং বিধায়ক শৈলেশ কুমার যাদব। এমন-কি পুলিশে মামলা করার হুমকিও দেন তিনি।

এ-বিষয়ে বৃহস্পতিবার সাংবাদিক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শৈলেশের বিরুদ্ধে স্বাধীকার ভঙ্গের অভিযাগ আনবেন দুই বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ।। পুর কমিশনার শৈলেশ কুমার যাদবের বিরুদ্ধে বিধানসভায় স্বাধীকার ভঙ্গের অভিযোগ আনবেন বিধায়ক আশীষ কুমার সাহা ও বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল। পুর এলাকার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বুধবার পুর নিগমের মেয়রের কাছে ডেপুটেশনের সময় পুর কমিশনার শৈলেশ কুমার যাদব বিধায়কদের সাথে অশালীন আচরণ করেছেন বলে অভিযোগ। তাই তার বিরুদ্ধে বাজেট অধিবেশনে স্বাধীকার ভঙ্গের অভিযোগ আনবেন বলে জানিয়েছেন বিধায়ক আশীষ কুমার সাহা।

বুধবার পুর নিগমে ডেপুটেশনকে ঘিরে প্রচন্ড উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। পুর কমিশনার আজ স্বীকার করেছেন তিনি মহারাজগঞ্জ বাজারের জনৈক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

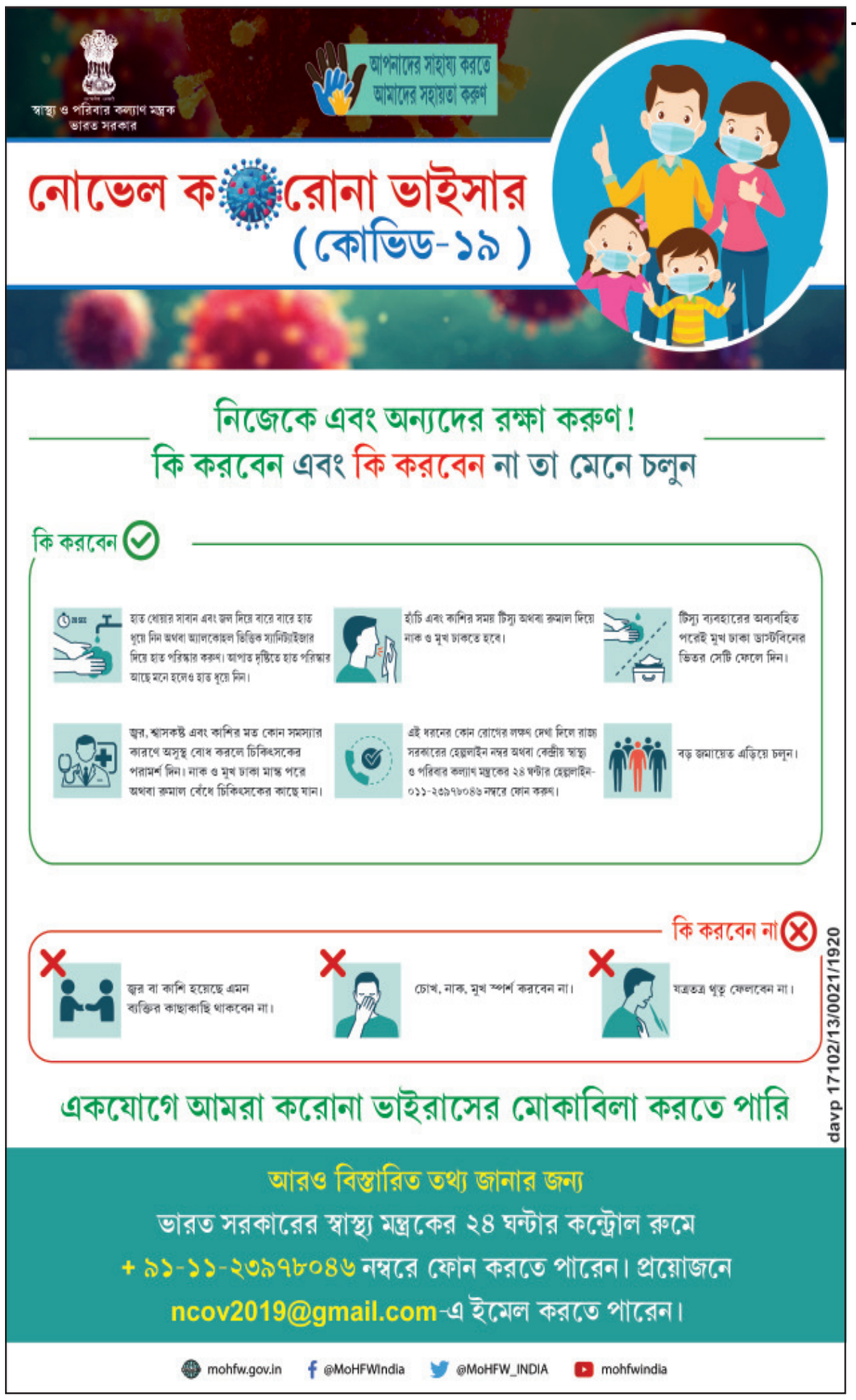

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৬ ▫ সংখ্যা ১৪৭ ▫ ৬ মার্চ ২০২০ ইং ▫ ২২ ফাল্গুন ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

পুর নিগমে হুলুস্থুল

আগরতলা পুর নিগমের কাজকর্ম নিয়া নিগমের অফিসে বিজেপির বিধায়কদ্বয় ও সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে বুধবার হুলুস্থুল কান্ড ঘটে। এদিন আগরতলা পুর নিগম এলাকার নাগরিক ও ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন সমস্যার নিরসন করার দাবী নিয়া গণডেপুটেশন কর্মসূচী সংঘটিত করা হয়। এদিন দুপুরে পুর প্রধান কার্য্যালয়ে কাউন্সিল হলে দুই বিজেপি বিধায়ক আশীষ সাহা ও রামপ্রসাদ পালের নেতৃত্বে পুর নিগমের মেয়র প্রফুল্লজিৎ সিনহা ও পুর কমিশনার শৈলেশ যাদবের কাছে ডেপুটেশনে মিলিত হন। বিভিন্ন নাগরিক ও ব্যবসায়ীদের সমস্যা নিয়া আলোচনার সময়ই কমিশনার ডঃ শৈলেশ যাদব হঠাৎই উত্তেজিত হইয়া পড়েন। যখন মহারাজগঞ্জ বাজার এলাকার পশ্চিম পুকুরপাড়ের কয়েকজন ব্যবসায়ীকে উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়ার প্রসঙ্গ নিয়াই তীব্র বাদানুবাদ হইতে থাকে। পুলিশ ডাকিয়া এক ডেপুটেশনকারীকে ধরাইয়া দেওয়ারও হুমকি দেন। তখনই আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ে। বিধায়কদ্বয় জানান পুর কমিশনার তাহাদের সঙ্গেও অপমান ও দুব্যর্বহার করিয়াছেন। এদিন সন্ধ্যায় এক ডেপুটেশন প্রদানকারী পশ্চিম থানায় পুর কমিশনারের বিরুদ্ধে মামলা করিয়াছেন।

আগরতলা পুর নিগমের কমিশনারের বক্তব্য ডেপুটেশন প্রদানকারীদের পছন্দ নাও হইতে পারে। কিংবা পুর কমিশনারের বক্তব্যও ডেপুটেশন প্রদানকারীদের পছন্দ না হইতে পারে। ক্ষোভেরও কারণ থাকিতে পারে কিন্তু তাহা যদি দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া তর্জন গর্জন মাতিয়া উঠা হয়, তর্ক যুক্তিকে পাশ কাটাইয়া দেখিয়া লইবার হুমকি চলিতে থাকে তাহাকে ডেপুটেশন না বলিয়া মল্ল যুদ্ধের মহড়া বলিলে বোধহয় ভুল বলা হইবে না। পুর কমিশনার শৈলেশ যাদবের অনৈতিক ও স্বার্থদুষ্ট কাজের অনেক অভিযোগ আছে। মেয়র প্রফুল্লজিৎ জানিয়া বুঝিয়াও পুর কমিশনারের বেআইনী ও স্বার্থ দুষ্ট কাজের প্রতিবাদ হইতে চান না কিংবা তাহা রদ করিতেও উদ্যোগী হইতে দেখা যায় না। আগরতলা শহর স্মার্ট সিটি করিতে গিয়া বিভিন্ন জায়গায় বাড়ীঘর ইত্যাদি ভাঙ্গা হইতেছে। জবর দখলকারী বা তৌজি প্রাপ্তদের উচ্ছেদ করিয়া পুর নিগম স্মার্ট সিটির সহায়ক ভূমিকা নিতেছে। একথা ঠিক, পুর নিগম আগরতলা পুর এলাকার উন্নয়নে তেমন কার্য্যকর সাফল্য কুড়াইতে পারিয়াছে এমন বলিবার সুযোগ নাই। পুর নিগম সিপিএম পরিচালিত। এই রামদল জনরোষের মুখে গিয়া শহর সৌন্দর্য্যের পক্ষে কাজ করিতে তেমন সাহসী পদক্ষেপ নিবার তেমন বেশী নজীর নাই। বিজেপি জোট সরকার প্রতিষ্ঠার পর শহর আগরতলার মোটরস্ট্যান্ডের বেআইনী দোকানপাট ভাঙ্গিয়া গুড়াইয়া দিয়াছে। সিপিএম ছিল তাহার বিরোধী। এই পুরতন মটরস্ট্যান্ডে বড় ধণনের নির্মাণ কাজ হইতে পারে। আজ আগরতলা শহরের অবস্থা কি? হাটাচলা করিবার জো নাই। আগরতলার প্রাণকেন্দ্র কামান চৌমুহনী সহ শহরের ব্যস্ততম এলাকার কয়েকদিন পর পরই হকার উচ্ছেদের নাটক হয়। পুর পরিষদ এই নাটক করিয়াই শহরকে আরও জাহান্নামে পাঠাইতে তৎপর। সেখানে বিরোধী দল ডেপুটেশন দিতেই পারে। রাজ্যে এমন অনেক উচ্চ পদাধিকারী আছেন তাহারা নিজেদের সিদ্ধান্তে অবিচল থাকিতে চান। এখানে নীতি আইনের ধারে কাছে যাইতে চান না। আর এজন্যই আদালতে সরকারের মুখ পুড়ে। এইসব ক্ষমতাস্পর্ধী আধিকারীকদের বিরুদ্ধে সরকারও তেমন ব্যবস্থা নিতে পারে না। কারণ লোম বাছিতে গেলে তো কম্বলই উজার হইয়া যাইবে। এইসব তো চলিতে পারে না। পুর নিগমের ডাঃ যাদবের হম্বিতম্বির পিছনে কি কারণ তাহা রাজ্য সরকারকে খতাইয়া দেখা দরকার। পুর নিগম একটি জনস্বার্থ সম্পর্কিত স্বায়ত্বশাসিত নির্বাচিত সংস্থা। এখানে নাগরিকদের অভাব অভিযোগ নিয়া প্রতিনিয়ত টানাটানি থাকিবেই। এইরকম একটি সংস্থায় এমন মাথা গরম এক আধিকারীককে কমিশনার পদে অনুপযুক্ত। দুইজন বিধায়কের নেতৃত্বে নাগরিকরা ডেপুটেশন দিতে গিয়াছেন সেখানে মধ্যমণি তো মেয়র প্রফুল্লজিৎ সিনহা। তাঁহার উপস্থিতিতে কমিশনার উচ্চ বাচ্য করার ঘটনা সংগত হয় নাই। ডেপুটেশন প্রদানকারীদের নেতৃত্বে দুই বিধায়ক, জনপ্রতিনিধিকে তো কার্য্যত হেনস্থা করা হইল। আলোচনার মাধ্যমেই পৃথিবীর অনেক বড় জ্বলন্ত সমস্যার সমাধান হইবার নজীর আছে। যদি পুর নিগমের কাজে অনৈতিক বা দুর্নীতি থাকে তাহা হইলে নাগরিকরা যত বেশী প্রতিবাদী হইবে ততই তো স্বচ্ছতা আসিতে পারে। কিংবা নাগরিকদের এই অভিযোগ যদি ঠিক না হয় তাহা হইলে কমিশনার সাহেব তাহাও বিবৃত করিতে বাধ্য। নাগরিকের কাছে যে নিগম কর্তা দায়বদ্ধ সেই নিগম অনেক বেশী স্বচ্ছ ও তড়িত কাজ করিতে পারে। শৈলেশ যাদবের মাথা গরম করা ও তাহার বিরুদ্ধে পুলিশে মামলা দায়েরের ঘটনা পুর নিগমের ইতিহাসে নজীরবিহীন। শৈলেশ যাদবের বিরুদ্ধে স্বাধীকার ভঙ্গের নোটিশ আনিবেন বিধায়ক আশীষ সাহা আগরতলা পুর এলাকার উন্নয়নে পুর নিগমের ভূমিকা এখন প্রশ্ন চিহ্নের মুখে। পুর কমিশনার ও নাগরিক সমাজের মারমুখী ডেপুটেশন সম্পর্কে পুর নিগম ও রাজ্য সরকারকে অনুসন্ধান করা উচিত। এই উত্তেজনা ও হুলুস্থুল ঘটনাকে চোখ বুঝিয়া মানিয়া নেওয়া যায় না। এই বিষয়ে উচ্চ পর্য্যায়ের তদন্ত করা দরকার। রাজ্য সরকার এক্ষেত্রে হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না। কেন পুর কমিশনার তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়াছিলেন তাহার পূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়া না গেলে ভবিষ্যতে আরও বড় বিপদের মুখে পড়িবার আশংকা থাকিয়াই যায়।

পরিণত চিন্তাভাবনার অভাব কেন্দ্রের

বরুণ দাস

মানুষ সাধারণত ঠেকে শেখে। কেউ কেউ আবার দেখেও শেখে। আসলে কেতাবী শিক্ষার চেয়েও বাস্তব পরিস্থিতি থেকে শিক্ষা নেওয়াটা অনেক বেশি কার্যকরী। কিন্তু কেন্দ্রে বর্তমান শাসকদল বিজেপি দেখে কিম্বা ঠেকেও কিছু শেখে না। ফলে বার বার তারা প্রায় এখই ধরনের ভুল করে যাচ্ছেন। অথচ কোনও ভুল থেকেই তারা কিছুমাত্র শিক্ষা গ্রহণ করছেন না। গ্রহণ করার কোনও প্রয়োজনও বোধ করছেন না। তাঁদের হাবভাব ও কর্থাবার্তায় মনে হয়, তাঁরা ভুল করেছেন বলেই মনে করেন না।

কেন্দ্রীয় শাকদলের এই হালহকিকৎ দেখে আমাদের অনেকেরই বিগত ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট আমলের কথা স্মরণে আসতে বাধ্য। সেখানেও কিন্তু বার বার ওই একই বিষয় লক্ষ্য করা গেছে। কী সেই একই বিষয়? 'ভুল, ভউল আর ভুল'। কেবলভুলের বাহুল্য। কিন্তু কোনও ভুলেরই কোনও স্বীকার নেই। কিম্বা সেই ভুল থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা নেওয়ার ইচ্চে। নেই ভুলকে পরিমার্জন করে সঠিক পথে পা ফেলার ন্যূনতম প্রবণতা। ডান বাম দলীয় মতবাদ যাই হোক না কেন, শাসকদের মন মানসিকতা সম্ভবত একই।

আসলে ক্ষমতার চিটেগুড় বোধহয় সবকিছু কেমন গুলিয়ে দেয়। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সব শাসকদলই সাধারণত একই আচরণ করে। বলা বাহুল্য, ভুল রকাটা কোনও অন্যায় কিম্বা অপরাধ নয়। কাজ করতে গেলে ভুল হতেই পারে। কিন্তু অপরাধ হল, সেই ভুলকে অস্বীখার না করে তা সাধ্যমতো শোধরানোর চেষ্টা করা। এবং পরিবর্তীকালে সেই একই ভুল যাতে না হয়, সেদিকে নজর দেওয়া। সতর্ক থাকা। কিন্তু কোনও শাসকদলই সেপথে হাঁটার কোনওরকম প্রয়োজন বোধ করেন না। ট্র্যাজেডিটা আসলে ঠিক এখানেই।

অস্বীকার করে লাভ নেই, প্রথম ২০১৪ ও দ্বিতীয়বার২০১৯ সালে দিল্লির শাসন ক্ষমতায় এসে বিজেপি নিয়ন্ত্রিত এনডিএ সরকার এমন কিছু দুঃসাহসিক' সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যার ফলে শুধু গোটা দেশেই নয়, সারা বিশ্বেও হইচই ফেলে দিয়েছে। 'ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন' না পেলেও 'বতির্কের আসন' অবশ্যই পেয়েছে। এবং এই বিতর্কে আমজনতার কতটা লাভ তাও অবশ্য বিতর্কের বিষয়। দেশজুড়ে তীব্র ক্ষোভ বিক্ষোভ, প্রতিবাদ প্রতিরোধ, আন্দোলন অবস্থান, এমনকী সঘর্ষের এক অনাকাঙ্ক্ষিত আবহ চলছে।

অথচ দলীয় রাজনীতিকে দূরে সরিয়ে রেখে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখলে বলতে হয় কেন্দ্রীয় সরকারের সব সিদ্ধান্তই কিন্তু জনস্বার্থবিরোধী ছিল না। প্রথমেই বিমুদ্রকরণের কথায় আসা যাক। আমাদের দেশে এর আগেও নোটবন্দি হয়েছে। এমনকী খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও হয়েছে। যে কারণে (পড়ুন সমান্তরাল অর্থনীতির জন্মদাতা কালো টাকা উদ্ধার) নোটবন্দি হয়েছে, ঠিক সেই একই কারণে ২০১৬ সালে বিজেপির আমলে হয়েছে। কিন্তু এবার তার ফল হয়েছে ঠিক উল্টো। এবং তার সম্পূর্ণ দায়ভার সরকারের।

কেন এই উল্টো ফল? উল্লেখ্য, বিকল্প ব্যবস্থা না করেই রাতারাতি বিমুদ্রকরণের পথে পা বাড়িয়েছিল কেন্দ্রে সরকার বাহদুর। যথাযথ পরিকাঠামো তৈরি ন করারয় বিপরীত ফল হয়েছে। সাধারণ মানুষের পকেট অর্থশূন্য হয়ে পড়ায় রচম বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন তাঁরা। নগদে টান পড়ায় ছোটবড় ব্যবসায়ীরা বেকায়দায় পড়েছেন, ব্যবসা সাময়িকভাবে গুটিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। ফলে অসংগটিত ক্ষেত্রে যাঁরা কর্মসূত্রে যুক্ত তাঁরা রাতারাতি কাজ হারিয়েছেন। সংসারে নেমে এসেছে অনটনের কালো মেঘ।

বলা বাহুল্য, ভারত এখনও গ্রামবেষ্টিত তৃতীয় বিশ্বের এক উন্নয়নশীল দেশ। সব গ্রামে এখনও পানীয় জল, বৈদ্যুতিক আলো, ডাক পরিষেবা তো বটেই, ব্যাঙ্কিং পরিষেবাও পৌঁছয়নি। প্রচারে যতই ডিজিটাল সিস্টেম চালু করার কথা বলা হোক না কেন, এখনও ১৩০ কোটি মানুষের দেশে ক'জন ই-পেমেন্ট তথা ডিজিটাল পেমেন্টে অভ্যস্ত? যাঁরা দিল্লির ঠান্ডা ঘরে বসে দেশ ও দেশের জন্য নানাবিধ নীতি প্রণয়ন করেন, তাঁরা গোটা দেশের সর্বিক পরিস্থিতি কতটা জানেন, তা নিয়ে সন্দেহর যথেষ্ট অবকাশ আছে।

পাঁচশো বা হাজার টাকার পুরনো চালু নোট বাতিলের পাশাপাশি একই সঙ্গে সমপরিমাণের নতুন নোটের ব্যবস্থা না করেই বিমুদ্রাকরণের চটজলদি সরকারি সিদ্ধান্তে দেশের গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষকে বিপদের সামনে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। ফলে সব কাজ ফেলে এটিএমের সামনে বিরাট লম্বা লাইন, এটিএমেও অর্থের অপ্রতুলতা, ছোট নোটের ঘাটতি ইত্যাদি হ্যাপায় দিনের পর দিন নাজেহাল হয়েছেন বিশাল সংখ্যক মানুষ। উপরন্তু প্রায় প্রতিদিনই পালা করে সরকারের অর্থ সংক্রান্ত নীতি বদলানোর ঘটনায় মানুষ বিভ্রান্ত হয়েছেন।

এছাড়া সরকারি গোপনীয়তার অভাবে ক্ষমতাসীন দলের নেতানেত্রী ও তাদের ঘনিষ্ঠজন সহ অসাধু ব্যবসায়ীজনেরা নিজেদের কালোধনকে সাদা করে নেওয়ার সুযোগ নিয়েছেন —এমন গুরুতর অভিযোগও উঠেছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজ্যের কিছু সমবায় ব্যাঙ্ক সহ কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রিক ব্যাঙ্কের ভূমিকাও ছিল রীতিমতো সন্দেহজনক। অনেকেই জানেন, নানা স্তরের অভিযুক্ত ব্যাঙ্ককর্মী আধিকারিকদের বিরুদ্ধে লোক দেখানো তথাকথিত 'ব্যবস্থা' নেওয়ার কথা বলা হলেও তেমন কোনও কড়া ব্যবস্থা আদৌ নেওয়া হয়নি।

এবার জিএসটি'র কথায় আসা যাক। বিক্রয় করের ক্ষেত্রে এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। বিশ্বের অধিকাংশ উন্নত দেশের জিএসটি চালু আছে একথা অনেকেই জানেন এবং এর সার্বিক প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবেই কংগ্রেস নিয়ন্ত্রিত ইউপিএ সরকার জিএসটি প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরি করতে না পারায় তা চালু করার সাহস পাননি। বিজেপি ক্ষমতায় এসেই আগুপিছু না ভেবে জিএসটি চালু করার উদ্যোগ নেয়। পরিকাঠামো নেই, অথচ জিএসটি চালু হয়ে গেল।

যুক্তিগ্রাহ্য কর-কাঠামো, তা সঠিকভাবে আদায়ের জন্য উপযুক্ত বন্দোবস্ত তথা প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার ইত্যাদির সুষ্ঠু পরিকাঠামো তৈরি না করেই মধ্যরাতে অধিবেশ ডেকে চালু হয়ে গেল জিএসটির মতো এক জটিল কর-ব্যবস্থা। ফলে ছোট উৎপাদক ও ব্যবসায়ীরা কার্যত দিশেহারা হয়ে পড়েন। কীভাবে এই নতুন সিস্টেম সামলাবেন, তা নিয়ে চূড়ান্ত সমস্যায় ডুবে গেলের তাঁরা। একটি উন্নত ও আধুনিক কর ব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়ল সরকারের পাহাড়প্রমাণ অদূরদর্শিতায়। এর সুয়োগ নিলেন অনেক অসাধু ব্যবসায়ী।

তারা দেশের ক্রেতা সাধারণকে ঠকানোর সহজ পথে পা বাড়ালেন। একই সঙ্গে এই নতুন কর নীতির বিরুদ্ধে সাধারণ ক্রেতাদের খেপিয়ে তাদের পকেট কাটার সহজ রাস্তাও বের করলেন। জিএসটি-র কল্যাণে যেখানে জিনিসপত্রে দাম কিছুটা কমার কথা উল্টে জিএসটির অজুহাত দেখিয়ে জিনিসের দাম বেশি নেওয়া শুরু করলেন। আমরা অনেকেই না জেনে-বুঝেই তাদের অন্যায় ফাঁদে পা দিতে বাধ্য হলাম। যেখানে ক্রেতাদের সুবিধে পাওয়ার কথা, সেখঅনে ক্রেতারাই বঞ্চিত হলেন জিএসটির সুবিধে থেকে।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত তিন তালাক (তাৎক্ষণিল তালাক) প্রথা তুলে দেওয়া নিয়েও কিছু সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে সরকার। প্রথাটি তুলে দেওয়ার মধ্যে হয়ত বা দোষের কিছু নেই। একমাত্র কট্টর মৈলৈবাদীরাই এর বিরুদ্ধে চিৎকার করছেন। তাঁদের সঙ্গে গলা মেলান ভোটলোভী কিছু রাজনীতিক, অন্যেরা নয়। কিন্তু ফৌজদারি আইনে তালাক দেওয়া স্বামীটির জেলহাজত হলে তালাকপ্রাপ্ত অসহায় স্ত্রীকে খোরপোষ দেবেন। কীভাবে? তাঁর বেঁচে থাকার রসদ আসবে কোথেকে? এমন সঙ্গত প্রশ্ন তোলাই যায়। এবং বলা বাহুল্য, তুলছেন ও অনেকেই। এমনকী, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রগতিশীল অংশ, যাঁরা 'বিতর্কিত' কেন্দ্রীয় সরকারের তিন তালাক প্রথা রোধে আনা বিলটিকে প্রথমদিকে জোরালো সমর্থন করেছিলেন, তাঁরাও সংশ্লিষ্ট অপরাধীর শাস্তি হিসেবে ফৌজদারি ধারা যুক্ত হওয়ায় এখন ওই বিলের বিরোধিতায় নিজেদের সামিল করেছেন। এই বাস্তব প্রেক্ষাপটটি গভীরভাবে ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে বৈকি। যদিও জেলাহাজতের বাইরে থাকলেই যে তিনি তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে খোরপোষ দেবেন, এমন কোনও নিশ্চয়তাও নেই।

'ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ' বলে কথিত ভূস্বর্গ জম্মু-কাশ্মীর থেএক সংবিধানের ৩৭০ ও ৩৫-এ ধারা তুলে দেওয়ার সপক্ষে সরকার যেসব গালভরা দাবি করেছিলেন, তার কোনওটাই পূরণ হয়নি। ওই বিশেষ ধারা দুটি তুলে নেওয়ার পর প্রায় ছ'মাস অতিবাহিত হতে চলল, আজও সেখানে জঙ্গি কর্মকাণ্ড যেমন মোটেই কমেনি, তেমনি সমতলের উদ্যোগপতি কিম্বা ব্যবসায়ীরাও দলে দলে ছুটে যাননি শিল্প ব্যবসাবাণিজ্য স্থাপনের জন্য। কাশ্মীরি পণ্ডিতরাও ফিরে পাননি নিজেদের ছেড়ে আসা সাবেকি বাস্তবিটের ন্যায্য অধিকার। এই প্রেক্ষাপটে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, তাহলে কেন ওই 'বিতর্কিত ধারা' দুটি তুলে নিয়ে প্রায় সারা বিশ্বের কাছে নিজেদের বিতর্কিত করে তুললেন সরকার বাহাদুর? সবাই জানেন, প্রতি বছর সামরিক খাতে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয় 'ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ' কাশ্মীরকে 'রক্ষা করার ' জন্য। আইনশৃঙ্খলার কিছুমাত্র পরিবর্তন হয়নি ওই রাজ্যে। এমনকী সীমান্তের অঘোষিত ছায়াযুদ্ধও। রাজ্যের সামাগ্রিক পরিস্থিতির কোনওরকম পরিবর্তনই ঘটেনি ৩৭০ ও ৩৫-এ ধারা তুলে নেওয়ার পর। এটা কি সরকারের ব্যর্থতা নয়। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ২০১৯ বা সংক্ষেপে সিএএ নিয়ে গবীরভাবে ভাবনাচিন্তাই করেননি দিল্লি সরকার বাহাদুর। ইতিমধ্যেই যেসব অনিবার্য প্রশ্ন নাগিরক্তব সংশোধনী আইনকে ঘিরে উঠেছে, তার একটারও সঠিক জবাব দিতে পারছেন না তাঁরা। অথচ প্রতিটি প্রশ্নই যোগ্য জবাব দাবি করে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরংদ্ধে 'বিভাজন নীতি'র অভিযোগকে সাময়িকভাবে সরিয়ে রেখেও এইসব প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের উত্তরদাবি করছেন দেশের আমজনতা।কিন্তু সরকার বাহাদুরের তরফে কোনও উত্তরই নেই।

শুধু জবাবই নেই তা নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের দুই প্রধান মুখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও দোর্দণ্ডপ্রতাপ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এনআরসি এনপিএ-সিএএ নিয়ে সংসদ ও সংসদের বাইরে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য রেখে চলেছেন। যাঁরা বিল এনেছেন এবং সংসদের উভয় কক্ষে তা পাশ করিয়ে মাননীয় রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের মাধ্যম তাকে আইনে রূপান্তর করেছেন, তাঁরাই যদি একই বিষয়ে এমন দ্বিমত পোষণ করেন তো সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হতে বাধ্য এবং হচ্ছেনও। কোনও সরকার কি এবাবে দেশের সাধারণ মানুষকে সচেতনভাবে বিভ্রান্ত করতে পারেন?

পরিশেষে বলা যায়, সংসদীয় গণতন্ত্রের অপার সৌজন্যে নির্বাচিত সরকারের যেমন আইন প্রণয়ন করার 'গণতান্ত্রিক অধিকার' আছে ঠিক তেমনি জনবিরোধী কোনও আইনের বিরুদ্ধে দেশের আমজনাতার প্রতিবাদের 'গণতান্ত্রিক অধিকার'ও আছে। দেশের সংবিধান জনগণকে সেই মৌলিক অধিকার দিয়েছে। কিন্তু সেই প্রতিবাদ প্রতিরোধ আন্দোলন কখনও জনস্বার্থ বিঘ্ন করে নয়। যেকোনও ধ্বংসাত্মক আন্দোলনই অরাজকতা আর নৈরাজ্যের জন্ম দেয়। তা পরোক্ষ স্বৈরাচারী শাসকদলকেই সহায়তা করে, একথা আমাদের মনে রাখা দরকার।(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সঙ্কটজনক হলেও স্থিতিশীল পিকে বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা,৫ মার্চ (হি.স.): সঙ্কটজনক হলেও বৃহস্পতিবার স্থিতিশীল প্রাক্তন ফুটবলার পিকে বন্দ্যোপাধ্যায় উ অসুস্থ হয়ে ইএম বাইপাসের এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি আছেন পিকে বন্দ্যোপাধ্যায় ।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, আগের থেকে কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠছেন প্রাক্তন ফুটবলার উ এখনও সঙ্কটজনক অবস্থা হলেও চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন ফুটবলার পিকে বন্দ্যোপাধ্যায় উ নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত এমনটাই খবর হাসপাতাল সূত্রে।

বর্তমানে প্রাক্তন ফুটবলার পিকে বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়স ৮৩ বছর উ দীর্ঘদিন ধরেই বয়সজনিত এবং স্নায়ুর সমস্যায় ভুগছেন তিনি উ বর্তমানে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।

করোনার জেরে ব্যহত মুরগি ব্যবসা

কলকাতা,৫ মার্চ (হি.স.): করোনা আতঙ্কে জেরবার শহরবাসী নিয়ে উ সারা দেশে বর্তমানে একটাই আতঙ্ক করোনাউ তাই সাবধানের মার নেই উ আর এবার সেই সাবধানতার শিকার মুরগি ব্যবসায়ীদের উ করোনা আতঙ্ক ছড়িয়ে পরল মুরগির ব্যবসাতেও উ আর এর জেরে মাথায় হাত পরেছে মুরগি ব্যবসায়ীদের।

করোনাভাইরাসের জেরে বেশির ভাগ মানুষই মুরগির মাংস কিনছেন না উ বরাহনগর থেকে উল্টোডাঙা মানিকতলা, শুরু করে দক্ষিণের যাদবপুর, লেক মার্কেট বা গড়িয়াহাট সর্বত্রই এক চিত্র উ মুরগির মাংস বিক্রিতে পরেছে ভাটা উ চিন্তার ভাঁজ ব্যবসায়ীদের চোখে মুখে উ কোথাও মুরগির দাম কম তো কোথাও মুরগি কিনলে সবজি ফ্রি দেওয়ার আফার উ তবুও ভাটা মুরগি কেনায় উ চিন্তায় দিন কাটছে ব্যবসায়িদের।

শুরু হল চতুর্থ কবিতা উৎসব

কলকাতা, ৫ মার্চ (হি. স.) : বৃহস্পতিবার কলকাতায় রবীন্দ্র সদন সংলগ্ন শুকতারা মঞ্চে শুরু হল চতুর্থ কবিতা উৎসব। সমবেত ন্ট্রে 'অন্তর মম বিকশিত কর' কবিতা পাঠ, প্রদীপ প্রজ্জ্বলন, সাদা পায়রা ও অসংখ্য রঙিণ বেলুন উড়িয়ে এদিন বিকেলে শুরু হয় এই উৎসব।

এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পী তথা সাংসদ যোগেন চৌধুরী, তথ্য ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, কবিতা আকাদেমির সভাপতি সুবোধ সরকার প্রমুখ। বাংলা ভাষার বৃহত্তম এই কবিতা উৎসব চলবে ৮ মার্চ পর্যন্ত। প্রদর্শনী, কবিসম্মেলন ও নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হচ্ছে এই উৎসবকে কেন্দ্র করে।

দুয়ের পাতার পর

ধুম্রপানে দু-মুখো নীতি সরকারী নির্দেশিকায়

অম্লানকুসুম চক্রবর্তী

ঘুরতে যাওয়ার খবরাখবর দেয় এমন একটি ওয়েবসাইটে এক অস্ট্রেলিয়াবসী মহিলা প্রশ্ন করেছেন, আমরা স্বামী ধুমপায়ী। শুনেছি ভারতে প্রকাশ্যে বিড়ি-সিগারেট খাওয়া মানা। সত্যি না কি ? এরপরে কমেন্টের পর কমেন্ট। ভারতীয়রাই উত্তর দিয়েছেন। প্রত্যেকের লেখাতেই অভয়বাণী। সোজা কথায় বললে দাঁড়ায়, 'আরে ধুর, কে এসব বলেছে আপনাকে? একবার এসেই দেখুন না। আপনার স্বামীর এ দেশে কোনও অসুবিধা হবে না, গ্যারান্টি।' স্কুলজীবনে টিভিতে দেখা একটা বিজ্ঞাপনের কথা মনে পড়ছে। সেখানে এক সংলাপের মর্মার্থ ছিল সিগারেটটা আপনার। সুতরাং ধোঁয়ার দায়িত্বও আপনার। নিজের স্বাস্থ্যহানির থেকেও সেই বিজ্ঞাপনে বেশি প্রধান হয়ে উঠেছিল, ধোঁয়ার ফলে ধুমপায়ীর পাশের লোকের বিরক্তি।গত কুড়ি বছরেও এমন বিজ্ঞাপনের বিবর্তন হয়নি তেমন। আজও বাবার সিগারেট খাওয়াতে মেয়ের অসুবিধাটাই বেশি ফোকাস করে দেখানো হয়। অবশ্য রাষ্ট্রীয় এই বিজ্ঞাপনের শেষে একটা লাইন জুনে দেওয়া হয়েছে সম্প্রতি ধুমপান পড়েগা মেহেঙ্গা। বড় গোল্ড ফ্লেক সতেরো টাকা পিস, বটেই তো। বিড়ি সিগারেট ও অন্যান্য তামাকজাত পণ্যের ব্যবসা ও বিপণ্ন নিয়ন্ত্রণের জন্য ২০০৩ সালে একটি আইন প্রণয়ন করেছিল কেন্দ্র। সংক্ষেপে তাকে ডাকা হয় 'কটপা' বলে। 'দ্য সিগারেটস অ্যান্ড টোবাকো প্রোডাক্টস অ্যাক্ট' ট্রেনে পাঁচ টাকা দিয়ে জোক্‌সের (ভালবাসার নাম চুটকি) বই কিনলে যেমন হাসেন, তার থেকে অনেক বেশি হাস্যরসের উদ্রেক করে এই আইন। কী বলা হয়েছিল এই আইনে? সারা দেশে প্রকাশ্য স্থাপে ধুমপান বন্ধ করা হবে। এই আইন অমান্য করে প্রকাশ্যে যদি কে বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দেন, তাহলে তাঁকে দুশো টাকা জরিমানা করা হবে। স্কুল কলেজেরএকশো মিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে যদি কেউ তামাকজাত পণ্য বিক্রি করেন, তাহলে সেই বিক্রেতারও দুশো টাকা জরিমানা। বুল বললাম, দুটো ক্ষেত্রেই জরিমানার অঙ্কটা দুশো টাকা নয়, দুশো টাকা পর্যন্ত। আঠেরো বছরের নিচে কাউকে তামাকজাত পণ্য বিক্রি করা চলবে না। কেউ যদি তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন করেন, তাহলে প্রথমবার ধরা পড়লে দু'বছর কারাবাস অথবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা, আর এরপরে আবার ধরা পড়লে পাঁচ বছর পর্যন্ত শ্রীঘর, অথবা দশ হাজার টাকা পর্যন্ত গচ্চা। মজার কথা, জরিমানার যা পরিমাণ, কেতাবি সিগারেটের প্যাকেটের দামই তার চেয়ে বেশি। যাঁর পকেটে সাড়ে তিনশো টাকা দামের কুড়িটা কিংসাইজ সিগারেটের প্যাকেট,সর্বোচ্চ জরিমানাটা তাঁর কাছে দশ-পনেরোটা সিগারেটের দামের সমান। প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলো সরকারি আইন মেনেছে। সিগারেটের প্যাকেটের উপর বড় করে ছাপিয়েছে ক্যানসার আক্রান্ত কোনও মানুষের মুখের, ঠোঁটের, গলার করুণ রসের ছবি। আর ওসব সংস্থার কর্তারা হয়তো এই ছেলেমানুষিতে হেসেছেন তাঁদের বোর্ড মিটিংয়ে। বিশ্বের ১২ শতাংশ ধুমপায়ীর বসত যে-দেশে, সেখানে এই ছবি ছাপিয়ে আদাতে যে কিছু হবে না, তাঁর তা বুঝে গিয়েছিলেন অনেক বছর আগেই। 'কটপা'-র সঙ্গেই আরও একটি আইন—'প্রহিবিশন অফ স্মোকিং ইন পাবলিক প্লেসেস রুলস'-কে জুড়ে দিয়ে সারা দেশে প্রকাশ্য স্থানে ধুমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছিল ২ অক্টোবরে, জাতির জনকের জন্মদিনে, ২০০৮ সালে। আর টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সমীক্ষা বলেছিল, ১৯৯৮ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে দেশে ধুমপায়ীর সংখ্যা বেড়েছে ৩৬ শতাংশ। ধুমপায়ীদের গ্রাক উর্ধ্বমুখী। ২০১৫ সালে বিড়ি সিগারেট খেতেন ১০.৮ কোটি মানুষ। ধোঁয়ার আমেজ আজ মজেছেন ১২ কোটি। আর প্রতি বছর ১০ লক্ষ মানুষ সিগারেটের প্যাকেটের ফোটোর মতো তামাকের বলি হচ্ছেন। শুধু ভারতেই। বিড়ি- সিগারেট-তামাকে শরীরের কী ক্ষতি হয়, এ নিয়োর আলোচনা করার মানে হয় না। তবে

আইনের ভক্ষক এবং রক্ষক যখন একইসঙ্গে একই দোষে দোষী হন, সেক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের বাস্তবায়ন নিয়ে প্রশ্ন জাগে। এ শহরের রাজপথে বহুবার দেখেছি, পুলিশরাই টান দিচ্ছেন সিগারেট বিড়িতে। ধপধপে সাদা পোশাকের ট্রাফিক সার্জেন্ট রাস্তার ধারে পার্ক করে রাখা বাইকে হেলান দিয়ে সুখটানে মগ্ন। আর বুঝি বিলক্ষণ, এ দেখা একেবারেই শেষ দেখা নয়। হাতগোনা কয়েকটা নমুনা ছেড়ে দিলে এমন কোনও স্কুল -কলেজ নেই এ শহরে যার ১০০ মিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে কোনও বিড়ি সিগারেটের দোকান স্বমহিমায় বিরাজমান নয়। বিয়ের কার্ডে 'পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটি মার্জনায়'-র মতো নাম-কা-ওয়াস্তে ঝোলানো থাকে একটা বোর্ড একুশ বছরের চিনে কোনও ব্যক্তিকে তামাকজাত পণ্য বিক্রি করা দণ্ডনীয় অপরাধ। জয়ধ্বজার মতো দোদুল দোলে, স্মোকিং ক্যানসারের কারণ। যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আইন ভাঙায় ক'জনের দণ্ড হয়েছে গত পাঁচ বছরে, তার সদুত্তর মেলে না। প্রশ্ন করতে সাধ জাগে, রাজকোষে কথা টাকা ঢুকেছে রাস্তাঘাটে ধুমপানের জরিমানা বাবদ?

(সৌজন্যে-প্রতিনিধি)

বৃহস্পতিবার আগরতলায় আপিএফটি'র আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

উত্তর করিমগঞ্জের মাইজগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতে চরম অচলাবস্থা, জিপি সভাপতির বিরুদ্ধে অনাস্থার তোড়জোড়

করিমগঞ্জ (অসম), ৫ মার্চ (হি.স.) : উত্তর করিমগঞ্জ উন্নয়ন খণ্ড কার্যালয়ের অন্তর্গত মাইজগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতে (জিপি) দেখা দিয়েছে চরম অচলাবস্থা। জিপি সভাপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে অত্যন্ত সন্তর্পণে নীল নকশা তৈরি করছেন বিক্ষুব্ধ গ্রুপ সদস্যরা। যে কোনও মুহূর্তে জিপি সভাপতি হিতেন্দু রুদ্রপালের বিরুদ্ধে অনাস্থা আসতে পারে।

এক বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়েছে, কংগ্রেস টিকিটে নির্বাচিত সভাপতি হিতেন্দু রুদ্রপালের বিরুদ্ধে বিরোধী দল সহ স্বদলীয় গ্রুপ সদস্যরাও তলে তলে অনাস্থার জন্য একজোট হচ্ছেন। জিপিতে ইতিমধ্যে সভাপতির বিরুদ্ধে অনাস্থার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে পড়েছেন সাতজন গ্রুপ সদস্য। সূত্রের খবরে জানা গিয়েছে, অনাস্থা সংক্রান্ত আবেদন একেবারে চূড়ান্ত। খুব শীঘ্রই উত্তর করিমগঞ্জের বিডিওর টেবিলে জমা হবে অনাস্থা প্রস্তাবের আবেদন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাংশ ওয়ার্ড সদস্যের অভিযোগ, মাইজগ্রাম জিপি-র ইতিহাসে এমন অকর্মণ্য সভাপতি অতীতে আর কখনও নির্বাচিত হননি। হিতেন্দু রুদ্রপাল মাইজগ্রাম জিপি সভাপতির আসনে বসার পর থেকেই সংশ্লিষ্ট জিপি-র উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে পড়েছে বলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের পাহাড় জমে আছে। জিপি-র উন্নয়নের স্বার্থে এই সভাপতিকে অপসারণ করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে, মন্তব্য করছেন জিপি-র সচেতন জনগণও।

অন্য এক সূত্রে জানা গিয়েছে, জিপি সভাপতি হিতেন্দু রুদ্রপালের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের ১, ২, ৫, ৬, ৭, ৯ এবং ১০ নম্বর ওয়ার্ডের সাত জন গ্রুপ সদস্য অনাস্থা প্রস্তাবের চূড়ান্ত রূপরেখা ইতিমধ্যে তৈরি করে নিয়েছেন। জিপি-র বাকি তিন গ্রুপ সদস্যও অনাস্থা প্রস্তাবে সভাপতির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করবেন বলে জানা গিয়েছে।

তবে লক্ষণীয় ব্যাপার হল, কংগ্রেস টিকিটে নির্বাচিত জিপি সভাপতি হিতেন্দু রুদ্রপালের বিরুদ্ধে শুধু বিরোধী দল বিজেপিই নয়, স্বদলীয় গ্রুপ সদস্যরাও অনাস্থা প্রস্তাব আনতে উঠেপড়ে লেগেছেন। কংগ্রেসি বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত হিতেন্দু রুদ্রপাল সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর মাইজগ্রাম জিপি-র জনমনে অনেক আশার সঞ্চার হয়েছিল, এবার বোধহয় জিপি একলার উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। জিপির বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে সভাপতিও নাকি আশার বাণী শুনিয়েছিলেন। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে জিপি সভাপতি হিতেন্দু রুদ্রপাল নিজের অবস্থান থেকে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে দাঁড়ানোর প্রকৃত কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না জিপি-র জনগণ। জিপি-র উন্নয়নমূলক কাজে অসহযোগিতার ফলেই গ্রুপ সদস্যরা সভাপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে বাধ্য হচ্ছেন বলে বিশ্বস্ত সূত্রটি দাবি করেছে।

আত্মসমর্পণের আর্জি খারিজ আইবি অফিসার খুনে গ্রেফতার তাহির

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ (হি.স.): আত্মসমর্পণের আবেদন খারিজ হতেই ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (আইবি) অফিসার অঙ্কিত শর্মা খুনের মামলায় অভিযুক্ত বহিষ্কৃত আপ কাউন্সিলর মহম্মদ তাহির হুসেনকে গ্রেফতার করল দিল্লি পুলিশঊ বৃহস্পতিবার দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে আত্মসর্পণ করেছিল বহিষ্কৃত আপ কাউন্সিলর মহম্মদ তাহির হুসেনঊ এদিন দুপুরে রাউজ অ্যাভিনিউ আদালতের অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (এসিএমএম) বিশাল পাহুজার এজলাসে আত্মসমর্পণ করেছিল বহিষ্কৃত আপ কাউন্সিলর তাহির হুসেনঊ আত্মসমর্পণ করার সময় উপস্থিত ছিলেন তাহিরের আইনজীবী মুকেশ কালিয়াঊ কিন্তু, তাহিরের আত্মসমর্পণের আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (এসিএমএম) বিশাল পাহুজারঊ এরপরই তাহিরকে গ্রেফতার করেছে দিল্লি পুলিশ।

আইবি অফিসার অঙ্কিত শর্মাকে খুনের মামলায় অভিযুক্ত আপ কাউন্সিলর তাহির হুসেনঊ তাহিরের বিরুদ্ধে দু'টি এফআইআর রুজু করা হয়েছেঊ বৃহস্পতিবারই দিল্লির পুলিশ কমিশনার এস এন শ্রীবাস্তব আশ্বস্ত করেছিলেন, 'তাহির হুসেনের বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা নিচ্ছি আমরাঊ' পুলিশ কমিশনারের এই আশ্বাসের কয়েক ঘন্টার মধ্যেই দিল্লির রাউজ অ্যাভিনিউ আদালতে আত্মসমর্পণ করেছিল মহম্মদ তাহির হুসেনঊ আত্মসমর্পণের আর্জি খারিজ হতেই তাহিরকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গত সপ্তাহে উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে গোষ্ঠী সংঘর্ষের সময় খুন হন আইবি অফিসার অঙ্কিত শর্মাঊ অঙ্কিত হত্যাকাণ্ড সামনে আসার পর থেকেই উধাও হয়ে যায় তাহিরঊ অবশেষে বৃহস্পতিবার দিল্লির রাউজ অ্যাভিনিউ আদালতে আত্মসমর্পণ করেছিল তাহির হুসেনঊ গত মঙ্গলবারই দিল্লির কারকারদুমা আদালতে আগাম জামিনের আবেদন জানিয়েছিল তাহির হুসেনঊ বৃহস্পতিবার তাহিরের আগাম জামিন-আর্জি খারিজ করে দিয়েছে কারকারদুমা আদালতঊ অভিযুক্তের হয়ে এদিন আদালতে কেউ সওয়াল করেননি, তাই আগাম জামিন-আর্জি খারিজ করে দিয়েছে আদালত।

ইতালিতে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১০৭, বন্ধ স্কুল

রোম, ৫ মার্চ (হি. স.) : ইতালিতে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১০৭। গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ২৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে আক্রান্তের সংখ্যাও। এক ধাক্কায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩০৮৯।

ইটালিতে বৃহস্পতিবার থেকে সব স্কুল ১০ দিনের জন্য বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে দেশের সরকার।

এখনও পর্যন্ত সমগ্র ইউরোপের মধ্যে সবথেকে খারাপ অবস্থা ইতালির।

চিন, দক্ষিণ কোরিয়া এবং ইরানের পরেই স্থান ইতালির। ইউরোপের মধ্যে ইতালিতেই এত বেশী সংখ্যক মানুষ করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। ফলে করোনা প্রতিরোধে উঠে পড়ে লেগেছে সরকার। বন্ধ করা হয়েছে সমস্ত স্কুল, কলেজ, সিনেমা হল, শপিং মল।

সারা দেশে লোক জমায়েতের ওপর জারি করা হয়েছে নিষেধাজ্ঞা।

দেশের মানুষকে বাড়ির মধ্যে থাকতে অনুরোধ করা হয়েছে। এছাড়া আগামী একমাস ইটালিয়ান ফুটবল লিগসহ সব ধরণের খেলা দর্শক ছাড়াই অনুষ্ঠিত হবে।

প্রসঙ্গত, বিশ্বজুড়ে এখনও পর্যন্ত করোনাভাইরাস সংক্রমণে ৩২০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং আক্রান্তের সংখ্যা ৯০ হাজারের বেশি, যাদের বেশিরভাগই চিনে। এ পর্যন্ত বিশ্বের ৮১টি দেশে করোনাভাইরাসে সংক্রমণের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংক্রমণ হয়েছে চিন, ইটালি, ইরান এবং দক্ষিণ কোরিয়ায়। ইটালির পর্যটন শিল্পে ৬৫০ কোটি ইউরো ক্ষতি হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। মিলান শহরে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ সবচেয়ে বেশি হয়েছে। পুরো দেশ থেকে এই শহরকে কার্যত বিচ্ছিন্ন রাখা হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বিমানে থাকবে অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধী ব্যবস্থা

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ (হি.স.) : এবার থেকে ভারতের রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর বিমানে থাকবে অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধী ব্যবস্থা।

এই বিষয়ে নতুন বোয়িং নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সঙ্গে চুক্তি করেছে ভারত। দেশের মধ্যে এবং বিদেশে যাওয়ার সময় রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী এই সুবিধা পাবে।

প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দুইদিনের ভারত সফরের সময় এই বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

দুইটি বোয়িং ৭৭৭ বিমানের মধ্যে রয়েছে ক্ষেপণাস্ত্র রোধী ব্যবস্থা। এই বিমানের মধ্যে থাকবে সেলফ প্রটেকশন সুইটসে ইফ্রারেড, ইলেক্ট্রনিক ওয়ারফেয়ার কাউন্টারমেজার্স সুইটস, কাউন্টারমেজার ডিসপেন্সিং সিস্টেম, মিসাইল ওয়ানিং সেন্সর রয়েছে।

দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বোয়িং ৭৭৭ ২৮ একর জমি চিহ্নিত করে তা বিকোশিত করা হয়েছে। সেখানে এই দুইটি বিমানকে রাখা হবে। ভারতীয় বায়ুসেনার পাইলটরা এই বিমানকে উড়াবেন।

যারা এয়ার ইন্ডিয়ায় প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। ২০২০ সালের মধ্যে দুইটি বিমান ভারতে চলে আসবে।

করাচিতে আবাসিক বহুতল ভেঙে মৃত্যু ৩ জনের, জখম ৮ জন

করাচি, ৫ মার্চ (হি.স.): পাকিস্তানের করাচি শহরে আবাসিক বহুতল ভেঙে, ধ্বংসসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে প্রাণ হারালেন ৩ জনঊ বৃহস্পতিবার করাচি শহরের গোলিমার এলাকায় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে একটি তিন-তলা আবাসিক বহুতলঊ ধ্বংসসস্তূপের নীচ থেকে একজন মহিলা-সহ ৩ জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছেঊ এছাড়াও আরও ৮ জন গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

তিন-তলা আবাসিক বহুতল ভেঙে পড়ার ঘটনায় প্রশাসনের কাছ থেকে রিপোর্ট তলব করেছেন সিন্ধু প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মুরাদ আলি শাহঊ সিন্ধুর অতিরিক্ত ডিরেক্টর (বিল্ডিং কন্টোল অথরিটি) এ দাউদ জানিয়েছেন, ওই বহুতলটি অবৈধভাবে নির্মাণ করা হয়েছিলঊ বহুতল নির্মাণের সঙ্গে যুক্তদের বরখাস্ত করা হয়েছেঊ এই ঘটনায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

দিল্লির হিংসা নিয়ে দায়িত্বজ্ঞানহীনের মত বক্তব্য কাম্য নয়, জানাল বিদেশমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ (হি.স.): দিল্লির হিংসা নিয়ে দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো বক্তব্য করা থেকে বিরত থাকা উচিত বলে বিদেশমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রবীশ কুমার জানিয়েছেন, কয়েকজন ব্যক্তি এবং একাধিক দেশের তরফ থেকে দিল্লির হিংসা নিয়ে মন্তব্য করা হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে একপেশে ও দায়িত্বজ্ঞানহীনের মত মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকতে হবে। পাশাপাশি এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নয় এমন কোনও বক্তব্য থেকে বিরত রাখা উচিত।

ছয়ের পাতায়

মেঘালয়ে আবদ্ধ ২৭৯ শ্রমিককে আন্তঃরাজ্য সীমান্তে অসম পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে মেঘালয় পুলিশ

গুয়াহাটি, ৫ মার্চ (হি.স.) : গত শুক্রবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) মেঘালয়ের পূর্ব খাসিপাহাড় জেলার শেলা বিধানসভা কেন্দ্রের সোহরা (চেরাপুঞ্জি) মহকুমার ইছামতি গ্রামে খাসি ছাত্র সংস্থা এবং অজনজাতিদের সংঘর্ষের দরুন প্রতিবেশী রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় অসমের শতাধিক শ্রমিক আটকে পড়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার মেঘালয়ের বিভিন্ন স্থানে আটকে পড়া ২৭৯ জন শ্রমিককে পাঁচটি ট্রাকে করে স্পেশাল এসকোর্ট দিয়ে আন্তঃ রাজ্য সীমান্তবর্তী জোড়াবাটে অসমের ফাঁড়ি পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে মেঘালয় পুলিশ। এঁরা মধ্য অসমের কামরূপ, নিম্ন অসমের ধুবড়ি, গোয়ালপাড়া, বরপেটা, কোকরাঝাড়-সহ অন্য কয়েকটি জেলার বাসিন্দা। হস্তান্তরের সময় জোড়াবাটে উপস্থিত ছিলেন অসম পুলিশের আইন-শৃঙ্খলা শাখার আইজিপি দীপক কুমার কেডিয়া-সহ অন্য বেশ কয়েকজন শীর্ষ পুলিশ অফিসার। ছিলেন পূর্ব বিলাসীপাড়ার বিধায়ক অশোককুমার সিংঘি এবং সারা অসম গরিয়া মরিয়া দেশি জাতীয় পরিষদের কয়েকজন নেতা। তাঁরা ভুক্তভোগী শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে মেঘালয়ে তাঁদের ওপর নির্যাতনের খবরাখবর নিয়েছেন। এখানে জোড়াবাট পুলিশ ফাঁড়িতে মেঘালয় থেকে আগত সব শ্রমিকের নাম ঠিকানা লিপিবদ্ধ করে যার যার বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে অসম পুলিশ প্রশাসন। এদিকে মেঘালয়ে সেদিনের সংঘর্ষ ও পরবর্তী পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়ে বরপেটার বাসিন্দা জনৈক বহাব আলি জানান, গত পাঁচ দিন তাঁরা নিজেদের প্রাণ নিয়ে ওই রাজ্যের বিভিন্ন জঙ্গলে আত্মগোপন করেছিলেন। বহু কষ্ট করে বিএসএফ-এর কোনও একজনের ফোন নম্বর জোগাড় করে তাঁকে ফোন করে সহায়তার আবেদন জানান তাঁরা। এর পর সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানরা নিরাপত্তা দিয়ে তাঁদের জঙ্গেল থেকে বের করে এনে সংলগ্ন থানায় সমঝে দেন। এই কয়দিন তাঁরা অনাহারে, বিনা পানীয় জলে কোনও রকম জীবন রক্ষা করেছেন। মেঘালয় পুলিশের কাছে তাঁরা প্রয়োজনীয় সহায়তা পাননি বলে অভিযোগ করেছেন কোকরাঝাড়ের বাসিন্দা সহিবুর আলি। তিনি জানান, তাঁরা কাজে ছিলেন। আচমকা সেদিনের ঘটনার পর কাজ বন্ধ করে মেঘালয় ছেড়ে চলে যেতে নির্দেশ দেন মালিক। তাঁরা যেখানে কাজে ছিলেন সেখানে খাসি ছাত্র সংস্থার সদস্যরা অউপজাতিভুক্ত মানুষ দেখলেই মারধর করে বলে জানান চোখেমুখে আতংকগ্রস্ত সহিবুর। তিনি বলেন, বিএসএফ-এর জওয়ানরা সময়মতো না গেলে প্রাণ নিয়ে ফেরা সম্ভব হত না। আজ পাঁচটি ট্রাকে করে জন্তু-জানোয়ারের মতো মেয়েছেলে-সহ তাঁদের নিয়ে আসা হয়েছে, তা-ও জানান সহিবুর আলি। তাঁদের অনেকেই জানান, এখনও মেঘালয়ের বিভিন্ন স্থানে শতাধিক অসমের শ্রমিক আটকে রয়েছেন। ভয়ে আত্মগোপন করে আছেন তাঁরা। শ্রমিকদের কীভাবে অসমে আনা হয়েছে, সাংবাদিকদের জিজ্ঞাসার উত্তরে আইজিপি (আইন-শৃঙ্খলা) দীপক কেডিয়া জানান, তাঁরা মেঘালয় পুলিশের সঙ্গে টানা সম্পর্ক রক্ষা করছিলেন। এরই মধ্যে গতকাল বুধবার রাতে খবর পাওয়ার পর ২৭৯ জন শ্রমিককে অক্ষত অবস্থায় অসমে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হয়। আজ অসমের প্রায় ১৪টি জেলার বাসিন্দাকে আনা হয়েছে। তবে মেঘালয়ে এখন পর্যন্ত কতজন অসমের বাসিন্দা-শ্রমিক আটকে রয়েছেন তার কোনও প্রকৃত হিসাব অসম পুলিশের হাতে নেই বলে জানান আইজিপি কেডিয়া। তবে মেঘালয় পুলিশের সঙ্গে এ ব্যাপারে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।এদিকে অসমের শ্রমিকদের খোঁজখবর নিতে জোড়াবাটে উপস্থিত পূর্ব বিলাসীপাড়ার বিজেপি বিধায়ক অশোককুমার সিংঘি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের তৎপরতায় অসমের পুলিশ প্রশাসন মেঘালয় পুলিশের সহায়তায় ওই রাজ্যে আবদ্ধ শ্রমিকদের নিয়ে আসা হয়েছে। তিনি জানান, মেঘালয়ের ইস্ট খাসিপাহাড় জেলার সাইগ্রাফ থানায় ৩৫ জন কালাটেক রামকৃষ্ণ মিশন এলপি স্কুলের কাছে আটকে ছিলেন ২০ জন শ্রমিক। এছাড়া বিভিন্ন জঙ্গলে এখনও বহুজন আত্মগোপন করে রয়েছেন। তাদের কোনও পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। তাদের অনেকে কামরূপ জেলার বৃহত্তর নগরবেরা, সোনতলি এলাকার বলে তাঁদের কাছে খবর আছে বলে জানান বিধায়ক অশোককুমার সিংঘি।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ২৯ ফেব্রুয়ারি মেঘালয়ের পূর্ব খাসিপাহাড়ের শেলা বিধানসভা এলাকার সোহরা (চেরাপুঞ্জি)-য় খাসি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (কেএসইউ) এবং অউপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিকেল প্রায় চারটা নাগাদ প্রচণ্ড সংঘর্ষের পরিণতিতে এক জনজাতি যুবকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে রাজ্য। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওইদিন রাত দশটা থেকে দফায় দফায় রাজ্যের গৃহ দফতরের নির্দেশে পূর্ব খাসিপাহাড়ের জেলাশাসক এম ওয়ার নংব্রি শিলং-সহ গোটা জেলা এবং সোহরা মহকুমায় কারফিউ জারি করেছিলেন। ঘটনার পরেরদিন সকালে বড়বাজারে কয়েকটি ছুরিকাঘাত ও মারপিটের ঘটনা ঘটে। এতে এক অজনজাতি ব্যক্তির মৃত্যু হয়। ইস্ট খাসিপাহাড়ের পুলিশ সুপার ক্লাউডিয়া লিংগোয়ার কাছে জানা গিয়েছিল, নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন (সিএএ)-এর বিরোধিতা এবং ইনার লাইন পারমিট (আইএলপি) বলবতের দাবি প্রসঙ্গে ওইদিন বিকেল তিনটেয় ইস্ট খাসিপাহাড় জেলার অন্তর্গত শেলার সোহরা মহকুমার ইছামতি গ্রামে কেএসইউ এক সভার আয়োজন করেছিল। সভায় অংশগ্রহণ করেছিলেন কয়েকজন অজনজাতিভুক্ত যুবক (সন্দেহভাজন বাংলাদেশি)।

সভা শেষে অজনজাতি জনৈক ব্যক্তির বাড়িতে খড়ের গাদায় আগুন ধরিয়ে দেয় সন্দেহভাজন কেএসইউ-এর সদস্যরা। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিবাদ ক্রমে সংঘর্ষের রূপ নেয়। ওই সংঘর্ষে কয়েকজন পুলিশকর্মী এবং খাসি যুবক আহত হন। আহতদের নিয়ে ভরতি করা হয় সোহরা সিভিল হাসপাতালে। কিন্তু হাসপাতালে আহত লোকাল ট্যাক্সির ড্রাইভার জনৈক লুরসাই নিউতা (৩৫)-র মৃত্যু হয়। তার বাড়ি সোহরার একটি গ্রামে। গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে করে মেঘালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে হিংসা ছড়িয়েছে।

কালিগঞ্জ উন্নয়ন খণ্ড নিলামবাজারে স্থানান্তর বিধায়ক আজিজের জিজ্ঞাসার জবাব মন্ত্রী নব দলের

গুয়াহাটি, ৫ মার্চ (হি.স.) : গত বিধানসভার অধিবেশনে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আজ পর্যন্ত দক্ষিণ করিমগঞ্জের ডেভেলপমেন্ট ব্লক কার্যালয় কী কারণে নিলামবাজারে স্থানান্তর হয়নি? প্রতিশ্রুতি পালনে কতদিন আর বিলম্ব হবে এবং কতদিনের মধ্যে দক্ষিণ করিমগঞ্জ ডেভেলপমেন্ট ব্লক (খণ্ড উন্নয়ন) কার্যালয় কালিগঞ্জ থেকে প্রস্তাবিত নিলামবাজারে স্থানান্তরকার্য সম্পন্ন হবে?

অসম বিধানসভায় চতুর্থ দিনের বাজেট আধিবেশনে আজ বৃহস্পতিবার পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের মন্ত্রীর কাছে বিষয়টি জানতে চেয়েছেন দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধায়ক আজিজ আহমেদ খান।

বিধায়কের লিখিত তারকাবিহীন প্রশ্নের উত্তর লিখিতভাবে দিতে গিয়ে বিভাগীয় মন্ত্রী নবকুমার দলে জানান, বিষয়টি সম্পর্কে তিনি অবগত।

ইতিমধ্যে দক্ষিণ ককিমগঞ্জ খণ্ড উন্নয়নের সদর কার্যালয় কালিগঞ্জ থেকে নিলামবাজারে স্থানান্তর করতে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। কিন্তু করিমগঞ্জের জেলাশাসকের এক জরুরি চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি মাঝপথে আটকে পড়ে। কালিগঞ্জ থেকে ব্লক কার্যালয়টি এখনই নিলামবাজারে স্থানান্তর করলে আইন-শৃঙ্খলাজনিত পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে আশংকা ব্যক্ত করেছিলেন জেলাশাসক। তাছাড়া করিমগঞ্জের সাংসদও একই মতামত তুলে ধরে এক চিঠি লিখেছিলেন। যা-ই করা হোক, আইন-শৃঙ্খলাজনিত পরিস্থিতির যাতে অবনতি না হয় তার প্রতি লক্ষ রেখে ব্লক অফিস স্থানান্তর প্রক্রিয়া শুরু করার পরামর্শ দিয়েছিলেন সাংসদ।

মন্ত্রী আরও জানান, তাছাড়া বিষয়টি এখন গুয়াহাটি উচ্চ আদালতে বিচারাধীন। কালিগঞ্জের বাসিন্দা জনৈক বিভাস বর্ধন-সহ স্থানীয় ছয় নাগরিক দক্ষিণ করিমগঞ্জ খণ্ড উন্নয়ন কার্যালয় কালিগঞ্জ থেকে স্থানান্তরের বিরুদ্ধে ২০১৮ সালের অক্টোবরে গুয়াহাটি উচ্চ আদালতে একটি জনস্বার্থ আবেদন (পিআইএল নম্বর ৬৮/২০১৭) দাখিল করেছিলেন। উচ্চ আদালত ছাড়াও অসম সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতর এবং করিমগঞ্জের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দফায় দফায় কয়েকটি স্মারকপত্রও কালিগঞ্জের নাগরিকদের কাছ থেকে এসেছে।

মুম্বইয়ের যোগেশ্বরীতে গোডাউনে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা

মুম্বই, ৫ মার্চ (হি.স.): ফের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড বাণিজ্যনগরী মুম্বইয়ে। এবার বিধ্বংসী আগুন লাগল মুম্বইয়ের যোগেশ্বরী এলাকায় অবস্থিত একটি গোডাউনে। বৃহস্পতিবার সকালে যোগেশ্বরী এলাকায় অবস্থিত একটি গোডাউনে ভয়াবহ আগুন লাগে। গোডাউনের ভিতরে প্রচুর পরিমাণে দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আগুনের লেলিহান শিখা। গোডাউনের ভিতরে থাকা বিভিন্ন সরঞ্জাম পুড়ে যায়। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের মোট সাতটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে এসেছে আগুন। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। তবে, গোডাউনের ভিতরে থাকা প্রচুর সরঞ্জাম পুড়ে যাওয়ায়, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার সকালে যোগেশ্বরী এলাকায় অবস্থিত একটি গোডাউনে ভয়াবহ আগুন লাগে। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, গোডাউন ও সংলগ্ন এলাকা ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। দমকলের সাতটি ইঞ্জিন ও দমকল কর্মীদের নিরন্তর চেষ্টার পর নিয়ন্ত্রণে এসেছে আগুন। কী কারণে আগুনের সূত্রপাত, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিক ভাবে দমকল কর্মীদের অনুমান, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের কারণেই সম্ভবত আগুনের সূত্রপাত।

আইবি অফিসার খুন মামলা দিল্লির আদালতে আত্মসমর্পণ তাহির হুসেন

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ (হি.স.): দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে আত্মসর্পণ করল ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (আইবি) অফিসার খুনের মামলায় অভিযুক্ত বহিষ্কৃত আপ কাউন্সিলর মহম্মদ তাহির হুসেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে রাউজ অ্যাভিনিউ আদালতের অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (এসিএমএম) বিশাল পাহুজার এজলাসে আত্মসমর্পণ করেছে বহিষ্কৃত আপ কাউন্সিলর তাহির হুসেন। আত্মসমর্পণ করার সময় উপস্থিত ছিলেন তাহিরের আইনজীবী মুকেশ কালিয়া।আইবি অফিসার অঙ্কিত শর্মাকে খুনের মামলায় অভিযুক্ত আপ কাউন্সিলর তাহির হুসেন। তাহিরের বিরুদ্ধে দু'টি এফআইআর রুজু করা হয়েছে। বৃহস্পতিবারই দিল্লির পুলিশ কমিশনার এস এন শ্রীবাস্তব আশ্বস্ত করেছিলেন, তাহির হুসেনের বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা নিচ্ছি আমরা। পুলিশ কমিশনারের এই আশ্বাসের কয়েক ঘন্টার মধ্যেই দিল্লির রাউজ অ্যাভিনিউ আদালতে আত্মসমর্পণ করেছে মহম্মদ তাহির হুসেন। গত সপ্তাহে উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে গোষ্ঠী সংঘর্ষের সময় খুন হন আইবি অফিসার অঙ্কিত শর্মা। অঙ্কিত হত্যাকাণ্ড সামনে আসার পর থেকেই উধাও হয়ে যায় তাহির। অবশেষে বৃহস্পতিবার দিল্লির রাউজ অ্যাভিনিউ আদালতে আত্মসমর্পণ করল তাহির হুসেন।

ফাঁসির সাজা বদলে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত খুনী

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ (হি.স.) : সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ফাঁসির সাজা বদলে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত হল খুনের দায়ে দোষীসাব্যস্ত হওয়া মনোজ সূর্যবংশী। ২৫ বছর পর্যন্ত তাকে সশ্রম কারাদন্ডে থাকবে হবে বলে এক রায় বৃহস্পতিবার জানিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত।

২০১১ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ছত্তিশগড়ের রায়পুরের করহইয়াপ্পাড়ার বাসিন্দা শিবলাল ধীবর, মণীষা ধীবরের বছর সাতের শিশুসন্তান কুমার সাক্ষী, অজয় এবং বিজয়ের মৃতদেহ ওই চাষের ক্ষেতে পাওয়া পাওয়া। তদন্তে নেমে পুলিশ অভিযুক্ত মনোজ সূর্যবংশীকে গ্রেফতার করে। ট্রায়াল কোর্ট এবং হাইকোর্ট মনোজকে দোষীসাব্যস্ত করে ফাঁসির সাজা শোনায়। হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের যায় মনোজ। দেশের শীর্ষ আদালত ফাঁসি সাজা বদলে তাকে যাবজ্জীবন সাজায় দন্ডিত করার নির্দেশ দেয়।

শান্তি চুক্তির পরেও তালিবান হামলা অব্যাহত আফগানিস্তানে

ওয়াশিংটন, ৫ মার্চ (হি.স.) : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তালিবানদের মধ্যে হওয়া শান্তি চুক্তির পরেও আফগানিস্তান বিভিন্ন জায়গায় হিংসাত্মক হামলা চালিয়ে যাচ্ছে তালিবানরা। শান্তি চুক্তির পরে এখনও পর্যন্ত আফগানিস্তানের ২৪টি জায়গায় ৭৬টি হামলা হয়েছে। এই হামলায় ৬৬জনের মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে আফগানিস্তানের সরকারি নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে বিগত চারদিনে ২০জন তালিবান প্রাণ হারিয়েছে।

আফগানিস্তানে মোতায়েন থাকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর মুখপাত্র কর্নেল সনি লেগেট ট্যুইট করে জানিয়েছেন, বিশ্বমঞ্চে দাঁড়িয়ে তালিবানরা কথা দিয়েছিল যে তারা আফগানিস্তানে কোনও রকমের হিংসাত্মক কার্যকলাপ করবে না। জঙ্গি সংগঠন তালিবানদের কাছে কর্নেল সনি লেগেট অযথা হিংসাত্মক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার আহ্বান করেন। প্রসঙ্গত শান্তি চুক্তির পরে সব থেকে বড় হালমা হয় বুধবার। ওইদিন কুন্দুজ শহরে আফগান সেনাঘাটিতে অর্তকিতে হামলা চালায় তালিবানরা। সেই হালমায় ১৬জন সেনা জওয়ান প্রাণ হারিয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ২৯ ফেব্রুয়ারি কাতারের দোহায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত করে তালিবান। এই উপলক্ষ্যে সেখানে উপস্থিত ছিলেন কাতার, তুর্কি, ভারত, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, উজবেকিস্তানের প্রতিনিধিরা। এই চুক্তি অনুযায়ী তালিবানেরা যদি চুক্তি ধারাগুলি মেনে চলে তবে আগামী ১৪ মাসের মধ্যে সে দেশ থেকে সেনাবাহিনী সরিয়ে নেবে আফগানিস্তান।

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

তাপস পালের মৃত্যুর আসল কারণ কী ? জবাব চাইছে টলিউড

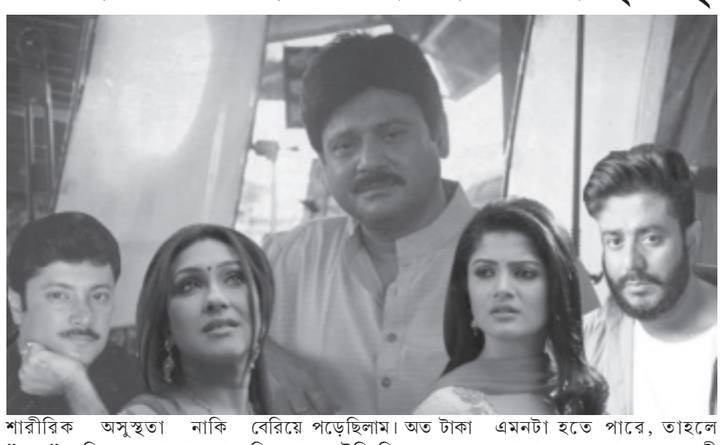

শারীরিক অসুস্থতা নাকি ''হত্যা''?অভিনেতা তথা প্রাক্তন সাংসদ তাপস পালের মৃত্যুর কারণ নিয়ে তোলপাড় টলিউড। বুধবার আনন্দবাজার ডিজিটালের তাপসের স্ত্রী-র বিস্ফোরক অভিযোগ প্রকাশের পরেই টলিউডের অন্দরে প্রশ্ন উঠেছে, ''অত বড় মাপের অভিনেতারও এমন পরিণতি হতে পারে?''গত ১ ফেব্রুয়ারি থেকে মুম্বইয়ের এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তাপস। ১৮ ফেব্রুয়ারি সেখানেই মৃত্যু হয় অভিনেতার। গত ৪ তারিখ, বুধবার রাতে তাপসের স্ত্রী নন্দিনী আনন্দবাজার ডিজিটালকে অভিযোগ করেন, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত অবহেলার ফলেই মারা গিয়েছেন তাপস। নন্দিনীর কথায়, ''১ তারিখ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর ডাক্তার দেখলেন ওকে। বললেন, তাপসের ''হাইপোগ্লাইসিমিয়া'' হয়েছে, মানে হঠাত করে সুগার কমে গিয়েছে। আমাকে বলা হল, ''''আমরা অক্সিজেন দিচ্ছি। আপনি এই ফর্মটা ফিলআপ করে দিন।'''' আমি যখন ওই ফর্মটা ভর্তি করে হাসপাতালকে দিলাম, ওঁরা জানালেন, এখুনি ৫০ হাজার টাকা দিতে হবে। আমি ওঁদের বললাম, চিকিতসাটা শুরু হোক। সুস্থ হোক তো মানুষটা। বাড়ি গিয়ে ৫০ হাজার কেন, যা লাগবে তাই দিয়ে দেব। এখন সঙ্গে ৫০ হাজার নেই। আমি তো ওকে নিয়ে জাস্ট বেরিয়ে পড়েছিলাম। অত টাকা নিয়ে বেরোইনি।কিন্তু, আমার কথায় ওঁরা কান দিতে চাইলেন না। বললেন, ৫০ হাজার টাকা এখুনি দিতে হবে। না হলে..কোনওরকমে টাকার ব্যবস্থা হয়।''এই মুহূর্তে ন্যায়বিচারের আশায় তিনি মুম্বইতে রয়েছেন নন্দিনী। স্বামীর এ ভাবে চলে যাওয়া কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না তিনি।গোটা ঘটনায় টলিউড কী বলছে?পরিচালক রাজ চক্রবর্তীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে প্রথমটায় স্তম্ভিত হয়ে যান তিনি। বললেন, ''আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। এ রকম যদি সত্যিই হয়ে থাকে তাহলে এর চেয়ে খারাপ কিছু হতে পারে না। নন্দিনীদির অবশ্যই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। আমার মতে নন্দিনীদি এবং হাসপাতালর্ড ভয পক্ষেব স্টেটমেন্টই সামনে আসা দরকার।''শুটিংয়ে ব্যস্ত ছিলেন শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। প্রথম আনন্দবাজার ডিজিটালের কাছ থেকেই ঘটনাটি জানতে পারেন তিনি। তাঁর গলাতেও বিস্ময়! শ্রাবন্তী বললেন, ''মানুষ এত ভরসা করে বাড়ির লোককে হাসপাতালে ভর্তি করে, তাঁদের উচিত মায়া-মমতা দিয়ে রুগীকে ভাল করা। মানুষ অসহায় হয়ে গিয়েই তো ভর্তি করে। সেখানে এমন একটা ঘটনা! তাপস পালের মত একজন স্টারের সঙ্গেই যদি এমনটা হতে পারে, তাহলে সাধারণ মানুষের কী হবে?''হাসপাতালে থাকতে চাননি তাপস পাল। বাড়ি ফিরতে চেয়েছিলেন কলকাতায় নিজের কাজের জগতে আবার শুরু করতে চেয়েছিলেন প্রথম থেকে।অভিনেত্রী পায়েল সরকারের প্রথম বড় ব্রেক ''আই লাভ ইউ'' ছবিতে তাঁর দাদার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন তাপস। নন্দিনীর অভিযোগ শুনে তিনিও শিউরে উঠলেন। বললেন, ''নন্দিনীদি যদি মনে করেন তিনি অভিযোগ জানাবেন, সব সময় আমাকে পাশে পাবেন। শুধু এই ঘটনার জন্যই নয়, এমনিতেও যে কোনও সমস্যাতে ওঁর পরিবারের পাশে থাকার চেষ্টা করব আমি। কিন্তু সত্যিটা সামনে আসা দরকার। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছেও জবাব চাইছি।''দীর্ঘদিন তাপস পালের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করেছেন অভিনেতা অভিষেক চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, ''যদি এ রকম ঘটনা ঘটে থাকে তাহলে উপযুক্ত শাস্তি হওয়া দরকার। আমি তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি।''তাপস পালের শেষ যাত্রাতেও সঙ্গে ছিলেন অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন তাঁর মরদেহের সামনে। সিঙ্গাপুর থেকে ঋতুপর্ণা বললেন, ''প্রথম আনন্দবাজার ডিজিটাল থেকেই জানতে পারলাম। কী বলব বুঝতে পারছি না। আমি শকড। প্রথমত তাপসদার মৃত্যু নিয়েই আমি এমনিতেই আপসেট ছিলাম। শেষেও তাঁর যতটা পাওয়া দরকার ছিল তিনি পাননি। আর এই খবর জানার পর... কী বলব, সত্যিই ভাষা খুঁজে পাচ্ছিনা।''তাপস পালের মৃত্যুর পর ফেসবুকে স্মৃতিচারণ করেছিলেন অভিনেত্রী সুদীপ্তা চক্রবর্তী। এ দিন সবটা শুনে তিনি বাকরুদ্ধ। বললেন, ''ওই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে আমি জানতে চাই এমনটা কেন করলেন ওঁরা? দে নিড টু আনসার। যদি সত্যিই উঠে আসা অভিযোগ সত্যি হয় তাহলে উপযুক্ত বিচার চাইছি। কিন্তু সত্যিটা আগে উঠে আসার দরকার। আর সে জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বয়ানটাও খুবই জরুরি।''অভিনেত্রী রুপাঞ্জনা মিত্রের কথায়, ''মানুষের জীবনের কি কোনও দাম নেই? শুধুমাত্র দেখাশোনার লোকের অভাব বলে এক জন মানুষকে বেঁধে রাখা যায়? নন্দিনী যে বলেছেন তাপসদাকে মেরে ফেলা হয়েছে, ভুল কিছু বলেননি। শুধু তাপস পাল কেন? বিভিন্ন বেসরকারী এবং সরকারি হাসপাতালে সাধারণ মানুষকে এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। নন্দিনীর উচিত উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া।''পরিচালক তুহিন সিংহের ছবি ''বাঁশি''-ই তাপস পাল অভিনীত শেষ সিনেমা। ঘটনার তীব্র নিন্দা জানালেন তিনিও। বললেন, ''কয়েক মাস আগে তাপসদার সঙ্গে শুট করেছি। এক বারের জন্যও মনে হয়নি উনি এতটা অসুস্থ। কী ভাল শট দিলেন। খালি মনে রাখতে একটু অসুবিধে হত। সেটে সবার সঙ্গে কত হাসি-ঠাট্টা করতেন। কী যে হয়ে গেল। এই সময় নন্দিনীদি আর সোহিনীর পাশে সবার থাকা দরকার।''হতভম্ব টলিপাড়া। জবাব চাইতে মুম্বই গেছেন নন্দিনী। বললেন, ''জবাব না নিয়ে আমার ফেরা হবে না''। ন্যায়বিচার চাইছেন তিনি... বলছেন, ''ছাড়ব না''...।

শীঘ্রই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন আনুশকা

বিয়ের পিঁড়িতে বসতে যাচ্ছেন ''বাহুবলি''র নায়িকা আনুশকা শেঠি। গত বছর মুক্তি পাওয়া ''জাজমেন্টাল হ্যায় কেয়া''র পরিচালক প্রকাশ কোভেলামুদির সঙ্গেই গাঁটছড়া বাঁধছেন বাহুবলি খ্যাত নায়িকা আনুশকা।বেশ কিছুদিন ধরে আনুশকা শেঠি এবং প্রকাশ কোভেলামুদির অন্তরঙ্গ হওয়ার গুঞ্জন ছড়াতে থাকে। এই গুঞ্জনের মধ্যেই শোনা যায়, ২০২০ সালেই প্রকাশের সঙ্গে বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন আনুশকা শেঠি। এর আগে ''বাহুবলি''র নায়ক প্রভাস ও এক ভারতীয় ক্রিকেটারের সঙ্গে তার বিয়ের কথা হয়েছিল। তখন আনুশকা এ''দুটি বিষয়ই অস্বীকার করেছিলেন। তবে এবারও আনুশকা এবং প্রকাশ এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করেননি।বর্ষীয়ান পরিচালক কে রাঘবেন্দ্র রাওয়ের ছেলে প্রকাশ নিজের ক্যারিয়ার শুরু করেন ২০০৪ সালে তেলুগু সিনেমা ''বোম্মালতা'' দিয়ে। দক্ষিণের সিনেমা দিয়ে ক্যারিয়ার শুরু করলেও কঙ্গনা রানাউতের সিনেমা ''জাজমেন্টাল হ্যায় কেয়া'' দিয়ে বলিউডে পা রাখেন প্রকাশ। কিন্তু বলিউডের জনপ্রিয় স্ক্রিপ্ট রাইটার কণিকা ধিলনের সঙ্গে প্রথমে গাঁটছড়া বাঁধেন প্রকাশ কোভেলামুদি। কিন্তু এ বিয়ে বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কণিকা ধিলনের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর এবার আনুশকা শেঠির সঙ্গে প্রকাশের অন্তরঙ্গতার গুঞ্জন ছড়ায়।এদিকে আনুশকার সঙ্গে ভারতীয় এক ক্রিকেটারের বিয়ের গুঞ্জন ছড়ানোর পর অভিনেত্রী স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, তার পরিবার যার সঙ্গে বিয়ে দেবেন, তার সঙ্গেই তিনি নতুন জীবন শুরু করবেন। এ ছাড়াও বাহুবলি খ্যাত অভিনেতা প্রভাসের সঙ্গেও তার বিয়ের খবর ছড়িয়েছিল। সেই খবরও সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছিলেন এ অভিনেত্রী। সম্প্রতি চিরঞ্জীবীর সিনেমা ''সায়ে রা নরসিমা রেড্ডি''তে স্ক্রিন শেয়ার করেন আনুশকা শেঠি। নিসাবধান নামে আরও একটি সিনেমার জন্য প্রস্তুতি শুরু করেছেন দক্ষিণের এই অভিনেত্রী।সম্প্রতি বলিউডে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে পরিচালক প্রকাশ কোভেলামুণ্ডির সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছেন অনুষ্কা শেট্টি। বেশ কয়েকদিন ধরে একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে অনুষ্কা-প্রকাশকে। আর এই বছরের শেষেই নাকি সাত পাকে বাঁধা পড়তে চলেছেন তাঁরা।অনুষ্কা শেট্টির বিয়ে নিয়ে বি-টাউনে জল্পনার শেষ নেই। কখনও শোনা গিয়েছে, বাহুবলী অভিনেতা প্রভাসকে বিয়ে করতে চলেছেন তিনি, কখনও আবার ভারতীয় দলের এক ক্রিকেটারের সঙ্গে জড়ানো হয় অনুষ্কার নাম। কয়েকদিন আগেই এক সাক্ষাতকারে অনুষ্কা খোলসা করেন, কোনও ভারতীয় ক্রিকেটারের সঙ্গে সম্পর্কে নেই তিনি। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই অনুষ্কার প্রেম জীবনে আরও এক নয়া সংযোজনের খবর।ওরা আমার স্বামীকে মেরে ফেলল: নন্দিনীপরিচালক কে. রাঘবেন্দ্র রাওয়ের ছেলে প্রকাশ। ''জজমেন্টাল হ্যায় কেয়া''-ছবির পরিচালক প্রকাশ কোভেলামুণ্ডি বি টাউনের বেশ জনপ্রিয় মুখ। ২০১৫ সালে দক্ষিণী ছবি ''সাইজ জিরো'' ছবিতে প্রথম একসঙ্গে কাজ করেছেন অনুষ্কা-প্রকাশ। আর তখন থেকেই ভাল সম্পর্ক দু''জনের। যদিও দু''জনের কেউ তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে এখনও মুখ খোলেননি। এর আগে বলিউডের জনপ্রিয় স্ক্রিপ্ট লেখক কণিকা ঢিলোঁর সঙ্গে বিয়ে হয় প্রকাশের। তবে সে সম্পর্ক বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। তাঁদের ডিভোর্সের পরেই অনুষ্কার সঙ্গে সম্পর্কে জড়ান প্রকাশ।আপাতত ''নিশব্দম'' ছবি নিয়ে ব্যস্ত ''বাহুবলী''-র দেবসেনা। ছবিতে তাঁর বিপরীতে অভিনয় করতে দেখা যাবে আর মাধবনকে। এপ্রিল মাসেই মুক্তি পেতে চলেছে সেই ছবি। তবে সমস্ত ব্যস্ততার মাঝেই ডেট প্রকাশকে ডেট করছেন অভিনেত্রী, গুঞ্জন এমনই।

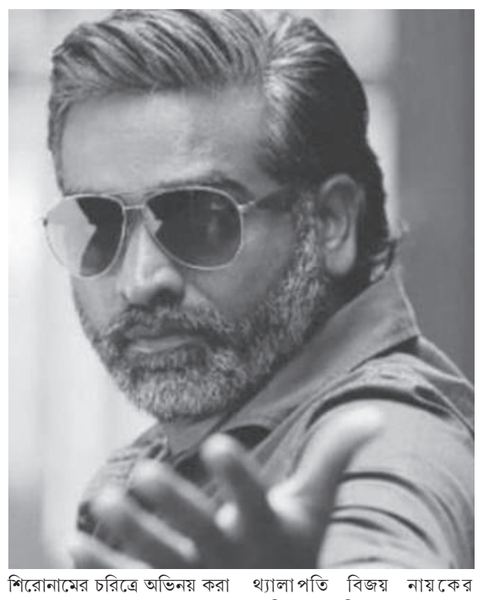

দক্ষিণ সুপারস্টার বিজয় শেঠুপাঠী এই বছর আমির খানের অভিনীত লল সিং চদ্দার সাথে বলিউডে পা রাখছেন

তিনি সবার কাছে পরিচিত। কৌতুক-নাটকটি পরিচালনা করছেন অদ্বৈত চন্দন এবং এটি হলিউডের কাল্ট ক্লাসিক ফরেস্ট গাম্পের অফিশিয়াল রিমেক যা টম হ্যাঙ্কস মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছিল। আমির ও বিজয় ছাড়াও চন্দনের পরিচালনায় এই ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন কারিনা কাপুর খান।সবাই যখন পর্দায় খান ও সেতুপাঠিকে দেখতে অত্যন্ত উত্তেজিত, আমরা শুনতে পেলাম যে মুভিতে তার চরিত্রে অভিনয়ের জন্য আধুনিক শারীরিক রূপান্তরিত হবে। হ্যাঁ, ১২৩ টিলুগু ডটকম-এর একটি প্রতিবেদন অনুসারে, জুন থেকে লল সিং চাদ্ধার শুটিং শুরু করার আগে বিজয় ২৫ কিলো চালাবেন। আসলে, আমির ইতিমধ্যে ২১ কিলো হারিয়ে ফেলেছেন এবং তার বহুল প্রতীক্ষিত মুক্তির জন্য আরও ঝুঁকবেন। বলিউড টিভি মুভিজ বক্স অফিস অফিস তামিল তেলুগু কান্নাডা মলালিয়াম হলিউড ওয়ালপেপার সেলিব্রিটি বলিউড মুভি ভিডিও সেলিব্রেটি ফটো ফটো বক্স অফিস তেলুগু মালায়ালাম কানাডা হলিউড বিগ বস শীর্ষ তালিকার ওয়ালপেপার নোটিফিকেশন হোম: বলিউড নিউজ লিয়াল সিং চাদে নেতৃত্বে কিলোস আর্মি অফিসারের ভূমিকায়? নম্রতা ঠাক্কর আপডেট করেছেন: বৃহস্পতিবার, ৫ মার্চ, ২০২০, ১৪:৪৪ গুআইএসটিঞ্জ দক্ষিণ সুপারস্টার বিজয় শেঠুপথী এই বছর আমির খান অভিনীত লল সিং চদ্দার সাথে বলিউডে পা রাখছেন যে সবার কাছে পরিচিত। কৌতুক-নাটকটি পরিচালনা করছেন অদ্বৈত চন্দন এবং এটি হলিউডের কাল্ট ক্লাসিক ফরেস্ট গাম্পের অফিশিয়াল রিমেক যা টম হ্যাঙ্কস মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছিল। আমির ও বিজয় ছাড়াও চন্দনের পরিচালনায় এই ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন কারিনা কাপুর খান।সবাই যখন পর্দায় খান এবং শেঠুপথিকে দেখতে পারা খুব উত্তেজিত, আমরা শুনেছি যে পরবর্তীকালে সিনেমায় তার ভূমিকার জন্য বিশাল শারীরিক পরিবর্তন ঘটবে। হ্যাঁ, ১২৩ টিলুগু ডটকম-এর একটি প্রতিবেদন অনুসারে, জুন থেকে লল সিং চাদ্ধার শুটিং শুরু করার আগে বিজয় ২৫ কিলো চালাবেন। আসলে, আমির ইতিমধ্যে ২১ কিলো হারিয়ে ফেলেছেন এবং তার বহুল প্রতীক্ষিত মুক্তির জন্য আরও ঝুঁকবেন। ছবিটির কিছু অংশে, ভক্তরা আমির এবং বিজয়কে সেনা অফিসার হিসাবে দেখতে পাবেন এবং তাই উভয় অভিনেতা তাদের শারীরিক পরিবর্তন নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করছেন।ছবিতে শিরোনামের চরিত্রে অভিনয় করা খান, ভায়াকম ১৮-এর সহযোগিতায় লাল সিং চাদ্ধা প্রযোজনা করছেন এবং৪২ বছর বয়সী এই অভিনেতা বর্তমানে তার আসন্ন তামিল অ্যাকশন-থ্রিলার মাস্টারের শুটিংয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। লোকেশ কানগরাজ পরিচালিত সিনেমাটিতে সেথুপথী খলনায়ক চরিত্রে অভিনয় করেছেন, যেখানে থ্যালাপতি বিজয় নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। মাস্টার ৯২০ এপ্রিল, ২০২০ এ সিনেমা হলগুলিতে আসার কথা রয়েছেস্টস্থন্ঠ''ন এগুলিই না! বিজয় এই মুহুর্তে তাঁর প্লেটে বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র রয়েছে যার অর্থ এই বছর তাঁর একাধিক মুক্তি পাবে লল সিং চদ্দা সহ, যা বড়দিনের সময় পর্দার উপর পড়বে।

করোনা ভাইরাস কী এবং কীভাবে ছড়ায় ? গুজব না ছড়িয়ে জানুন সত্যতা

গোটা বিশ্বে থাবা বসিয়েছে করোনা ভাইরাস। দেরিতে হলেও এই মারক ভাইরাস এবার আক্রমণ শানাচ্ছে ভারতে। ইতিমধ্যেই গোটা দেশে অন্তত ২৮ জন রোগী করোনা কামড়ে আক্রান্ত। আরও বহু রোগীকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। তবে, করোনার প্রভাব যতটা ভয়াবহ, তার চেয়ে অনেক বেশি ভয়াবহভাবে সোশ্যাল মিডিয়ায় এর সম্পর্কে গুজব ছড়ানো হচ্ছে। এই রোগ সম্পর্কে এমন কিছু তথ্য ছড়িয়ে পড়ছে, যার সঙ্গে বাস্তবের কোনও মিলই নেই। এতে অকারণে বাড়ছে আতঙ্ক।

দেখে নেওয়া যাক, তেমনই কিছু গুজব এবং তার সত্যতা।১. মুরগির মাংস বা চিকেন থেকে করোনা হয়। এটি সম্পূর্ণ ভুয়ো তথ্য। চিকেনের মাধ্যমে নোভেল করোনা ভাইরাস ছড়ায় না। মুরগি থেকে বার্ড ফ্লু-র মতো রোগ ছড়ালেও করোনার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। তাই নিশ্চিন্তে চিকেন খান।২. করোনার কোনও চিকিৎসা নেই। এটা বাস্তব যে নোভেল করোনা ভাইরাসের কোনও প্রতিষেধক বা টিকা এখনও আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। তার মানে এই নয় যে, করোনা হলেই প্রাণ যাবে। ডেঙ্গি বা টাইফয়েডের মতো জ্বর হলে যে পদ্ধতিতে চিকিৎসা হয়, সেই পদ্ধতিতে করোনা রোগীকেও সুস্থ করা যায়। স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধন জানিয়েছেন, প্রচুর তরল পদার্থ পান, ফলমূল খাওয়া এবং জ্বর হলে প্যারাসিট্যামল খেয়ে করোনার হাত থেকে বাঁচা যায়। এক্ষেত্রে মানসিক সামর্থ্য প্রয়োজন।৩. করোনা বাতাসের মাধ্যমে ছড়ায়। পুরোপুরি সত্যি নয়। নোভেল করোনা ভাইরাস বাতাসের মাধ্যমে ছড়ায় না। সংক্রমিত ব্যক্তির নিশ্বাস বা তাঁর সংস্পর্শ থেকে ছড়াতে পারে। সেক্ষেত্রে সংক্রমিত ব্যক্তির আশেপাশে না গেলেই হল। ৪. মাস্ক পরলে করোনা থেকে দূরে থাকা যায়। এটি একেবারেই সত্যি নয়। আপনি মাস্ক পরলেও সংক্রমিত হতে পারেন। তবে, যাঁরা ইতিমধ্যেই আক্রান্ত হয়ে গিয়েছেন তাঁদের মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক। যাঁরা আক্রান্ত হয়েছেন, তাঁরা মাস্ক পরলে, তাঁদের থেকে অন্যদের সংক্রমণের সম্ভাবনা কমে যায়। ৫. করোনা হলেই মৃত্যু অনিবার্য? উত্তর, একেবারেই নয়। গোটা বিশ্বে এখনও পর্যন্ত এক লক্ষের কাছাকাছি মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। তাতে মৃত্যুর সংখ্যা মোটে ৩ হাজারের আশেপাশে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক বলছে, করোনায় মৃত্যুর হার ২ শতাংশেরও কম। তাই অযথা, আতঙ্ক ছড়ানোর কোনও অর্থ হয় না।ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষবর্ধন দেশবাসীকে করোনা সম্পর্কে গুজব না ছড়াতে অনুরোধ করেছেন। সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটালের তরফেও পাঠকদের কাছে অনুরোধ, দয়া করে গুজব ছড়াবেন না।সতর্ক থাকুন, সুস্থ থাকুন।বিদেশ পেরিয়ে ভারতেও থাবা বসিয়েছে করোনা ভাইরাস। এখনও পর্যন্ত মোট ২৮ জন আক্রান্তকে চিহ্নিত করা গিয়েছে। এবার মারণ রোগেও লাগল রাজনীতির রং। দিল্লি হিংসার দিক থেকে নজর ঘোরাতেই কেন্দ্রীয় সরকার করোনা নিয়ে অযথা প্রচার শুরু করেছে বলেই বিস্ফোরক অভিযোগ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বুধবার বুনিয়াদপুরে দলীয় সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনই দাবি করেন তিনি। চিনে করোনা মহামারির আকার ধারণ করেছে। প্রাণহানির নিরিখে সার্সের চেয়েও ভয়াবহ এই রোগ। চিনে অন্তত সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি মানুষের প্রাণ কেড়েছে করোনা ভাইরাস। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলি আগেই সন্দেহ করেছিল চিনের পর ভারতেও থাবা বসাতে পারে করোনা। সেই আশঙ্কাকে সত্যি করে ইতিমধ্যেই ভারতে ২৮ জনের শরীরে মিলেছে করোনা ভাইরাস। ভারতের বিপুল জনসংখ্যা ও ঘনবসতির জেরে যেকোনও মুহূর্তে করোনা ভয়াবহ আকার ধারণের আশঙ্কাও এড়ানো যাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে দেশজুড়ে আতঙ্কের পারদ ক্রমশই ঊর্ধমুখী। বিপদ বুঝে তড়িঘড়ি জরুরি বৈঠকও করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। খোঁজ নেন সামগ্রিক পরিস্থিতির। টুইট করে তিনি সকলকে আশ্বস্ত করেন।গুজবের জেরে যাতে দেশজুড়ে অকারণ বিভ্রান্তি না ছড়িয়ে পড়ে, সেদিকে গোড়া থেকেই রাশ ধরেছে কেন্দ্রীয় সরকার।কিন্তু এই সতর্কতাকেই ভাল চোখে দেখছেন না বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিল্লি হিংসাকে ধামাচাপা দিতেই কেন্দ্রীয় সরকার করোনা সংক্রান্ত প্রচার চালাচ্ছে বলেই অভিযোগ তাঁর। তিনি বলেন, “দিল্লি হিংসা নিয়ে নজর ঘোরাতে করোনার গুজব ছড়াচ্ছে। দিল্লিতে করোনায় কেউ আক্রান্ত হননি। অযথা করোনা নিয়ে আতঙ্কিত হবেন না।”তবে বুনিয়াদপুরের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী যাই বলুন না কেন ইতিমধ্যেই রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। জেলা ও মহকুমা হাসপাতালগুলিকেও প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছে। তৈরি রাখতে বলা হয়েছে আইসোলেশন ওয়ার্ড। বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে আইসোলেশন ওয়ার্ড আগেই তৈরি করা হয়েছিল। তবে শুধু একটিমাত্র হাসপাতালের উপর ভরসা রাখতে চাইছে না রাজ্য। তাই কলকাতার পাঁচটি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের পাশাপাশি রাজ্যের প্রতিটি জেলার সমস্ত হাসপাতালগুলিতেও করোনা মোকাবিলার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে।করোনা আতঙ্কে ত্রস্ত দেশবাসী। সংক্রমণ রুখতে নির্দেশিকা জারি করছে কেন্দ্র সরকার। এবার পড়ুয়াদের সতর্ক করতে নির্দেশিকা জারি করল স্বাস্থ্য মন্ত্রক। দিন কয়েক আগেই এই নির্দেশিকা রাজ্যগুলিকে পাঠানো হয়েছিল। বুধবার সেই নির্দেশিকা রাজ্যের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠাল শিক্ষা দফতর। ওই নির্দেশিকায় করোনার সংক্রমণ রোধের উপায়ের কথা বলা হয়েছে।জারি হওয়া নির্দেশিকায় কয়েক দফা পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে যেমন রয়েছে,বারবার হাত ধোয়া।দুজন ব্যক্তির কথা বলার সময় কমপক্ষে এক মিটার দূরত্ব বজায় রাখা।করমর্দন-চুম্বন এড়িয়ে চলা।জ্বর-সর্দি-কাশি হলে গণপরিবহণে না চড়া।জ্বর-সর্দি হলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের কাছে যাওয়া।হাঁচি-কাশির সময় মুখ, নাক ঢেকে রাখা।এদিন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীও সাংবাদিক বৈঠকে একই পরামর্শ দিয়েছেন। সরকারি এবং বেসরকারি স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের উদ্দেশে এ পরামর্শ দেওয়া হয়েছে নির্দেশিকায়। যাতে গুজব এড়িয়ে পড়ুয়ারা আসল খবর জানতে পারে। একইসঙ্গে তাঁরা তাঁদের পরিবার-পরিজনদেরও সতর্ক করতে পারে।

ঈদে নতুন অ্যাকশন ছবিতে চেনা ফের পুরনো ছকে জিত

জিত মানেই পুরোদস্তুর অ্যাকশন ভরপুর কমার্সিলাল ছবি, এটাই যেন ট্রেন্ড গত কয়েক বছরে সুপারস্টার জিতের।ইদে আবার সেই চেনা ছকেই আসছেন জিত তাঁর নতুন ছবি নিয়ে। পরিচালক অংশুমান প্রত্যূষ পরিচালিত ''বাজি''তে জিতকে দেখা যাবে পুরোদস্তুর অ্যাকশন অবতারে।জিত এখানে আদিত্য, স্মার্ট এবং ইন্টেলিজেন্ট এক চরিত্র। পরিচালকের দাবি, গত দু''-তিন বছরে অভিনেতাকে এই রূপে দেখেননি তাঁর

ভক্তরা। পরিবারকে একটি ক্রাইসিস থেকে বাঁচাতে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় আদিত্য। সেখানেই তার টক্কর হয় আর এক ধুরন্ধর ভিলেনের সঙ্গে। সেই চরিত্রে দেখা যাবে সব্যসাচী চক্রবর্তীকে।''বাজি'' একটি তেলুগু ছবির অফিশিয়াল রিমেক। জিতের শেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ''অসুর'' ছিল মৌলিক গল্পের আধারে তৈরি। ফের রিমেকে কেন? মুচকি হেসে জিত বললেন, ''''রিমেক নিয়ে আমার কোনও দিনই কোনও সমস্যা ছিল না। রিমেক ছবির অন্যতম উদাহরণ তো ''কবীর সিং''। ''বাগী থ্রি'', ''জার্সি'', অজয় দেবগণের নতুন ছবি. সবই তো রিমেক। সাউথে হোক বা বলিউড সব জায়গায় রিমেক হচ্ছে এবং চলছেও'''' ।পুরোদস্তুর বিনোদনমূলক ছবি বরাবরই জিতের চেনা এলাকা এবং এ বারও ছবি মুক্তির সময় হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছেন ইদ। ''বাজি''র শুটিং শুরু হয়ে গিয়েছে।

রাজকুমার হিরানির ছবিতে শাহরুখ , সম্পূর্ণ ছকভাঙা চরিত্রে

গত কয়েকবছরে একটাও হিট নেই শাহরুখের। ''শাহরুখ'' নামটা দেখেই ডিস্ট্রিবিউটর রা ছবি কিনেছেন , প্রচন্ড হাইপ সত্তেও ছবিগুলি আশানুরূপ সফল হয়নি।তাই জিরো''-র পরে শাহরুখের ছবি নিয়ে বি টাউনে আলোচনার কোনও শেষ নেই।

শোনা গিয়েছে, রাজকুমার হিরানির সঙ্গে ছবি করছেন শাহরুখ এবং নায়িকা করিনা কপূর।কিন্তু সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে মুম্বইয়ের এক সংবাদসংস্থাকে জানালেন করিনা, তিনি শাহরুখকে শ্রদ্ধাও করেন। তাঁর সঙ্গে কাজ ও করতে চান। কিন্তু রাজকুমার হিরানির ছবিতে শাহরখের বিপরীতে তিনি থাকছেন না।তাহলে শাহরুখ কি চেনা ছকের বাইরে ফিরছেন ?রাজকুমার হিরানি এর আগে আমির খানের সাথে জুটি বেঁধে থ্রি ইডিয়টস আর সঞ্জয় দত্তের সঙ্গে জুটি বেঁধে মুন্নাভাই সিরিজ উপহার দিয়েছেন।তবে ইরফানের সঙ্গে কাজ করার বিষয়ে তাঁর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন করিনা।

নিউরোএন্ডোক্রিন টিউমারে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘদিন অভিনয় থেকে ব্রেক নিয়ে এই ছবিতেই কামব্যাক করছেন ইরফান খান। আর ইরফানের আগামী ছবি ''আংরেজি মিডিয়াম''-এ দেখা যাবে করিনা কপূরকে। এ ছবিতে করিনার চরিত্রটি পুলিশের। ২০১৭-এ মুক্তি পাওয়া ছবি ''হিন্দি মিডিয়াম''-এর সিক্যুয়েল ''আংরেজি মিডিয়াম''। ছবিতে দিল্লিতে একজন ব্যবসায়ীর চরিত্রে দেখা যাবে ইরফানকে। ইরফানের মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করবেন রাধিকা মদন।

বৃহস্পতিবার সিআইটিইউ'র পক্ষ থেকে পাঞ্চালি ভট্টাচার্য্য সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। ছবি- নিজস্ব।

অর্থ তছরুপ মামলা : জেট এয়ারওয়েজের প্রতিষ্ঠাতার বাড়িতে ইডি-র অভিযান

মুম্বই, ৫ মার্চ (হি.স.): অর্থ তছরুপ মামলায় জেট এয়ারওয়েজের প্রতিষ্ঠাতা নরেশ গোয়েলের মুম্বইয়ের বাড়িতে অভিযান চালাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)উ বেআইনি আর্থিক লেনদেনের মামলায় বুধবার গভীর রাতে জেট এয়ারওয়েজের প্রাক্তন চেয়ারম্যান নরেশ গোয়েলের বাসভবনে হানা দেয় ইডিউ ইডি সূত্রের খবর, জেট এয়ারওয়েজের প্রতিষ্ঠাতার বাড়িতে অভিযান চালানো হয়েছেউ নরেশকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে এবং তাঁর বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে।
ইডি জানিয়েছে, ২০১৯ সালে জেট এয়ারওয়েজের প্রতিষ্ঠাতা নরেশ গোয়েলের বিরুদ্ধে ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট (এফইএমএ)-এর অধীনে মামলা দায়ের করা হয়েছেউ সেই মামলার তদন্তেই বুধবার গভীর রাতে নরেশের বাসভবনে অভিযান চালায় ইডিউ অভিযোগ, ৪৬ কোটি টাকা প্রতারণা করেছেন নরেশ ও তাঁর স্ত্রী অনিতা গোয়েল।

সুপ্রিম কোর্টে সিএএ মামলার শীঘ্র শুনানি চান কপিল সিব্বল

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ (হি.স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন(সিএএ) মামলায় সুপ্রিম কোর্টে শীঘ্র শুনানি চান বর্ষীয়ান আইনজীবী ও কংগ্রেস নেতা কপিল সিব্বল।
বিষয়টি দেশের শীর্ষ আদালতকে বৃহস্পতিবার জানান তিনি। এই প্রসঙ্গে প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদে নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে মহিলাদের অধিকার বনাম ধার্মিক পরম্পরা মামলার শুনানির পরে এই মামলার শুনানি হবে।
দেশের অ্যাটর্নি জেনারেল কে কে বেণুগোপাল জানিয়েছেন, আগামী সপ্তাহে দায়ের করা পিটিশনের জবাব দেবে সরকার। উল্লেখ করা যেতে পারে, ২২ জানুয়ারি নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে অস্বীকার করে সুপ্রিম কোর্ট। দেশের শীর্ষ আদালত জানিয়েছিল বিচারকদের পাঁচ সদস্যের ডিভিশন বেঞ্চ এই মামলার শুনানি করবে।
আদালত কেন্দ্রীয় সরকারকে চার সপ্তাহের মধ্যে জবাব দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। অসম সরকারকে জবাব দেওয়ার জন্য দুই সপ্তাহ সময় দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। দেশের প্রতিটি হাইকোর্টে সিএএ বিরোধী পিটিশন যাতে সুপ্রিম কোর্টে স্থানান্তর করা হয় তেমন আর্জি কেন্দ্রীয় সরকার করেছিল।

কালিগঞ্জ উন্নয়ন খণ্ড নিলামবাজারে স্থানান্তর, বিধায়ক আজিজের জিজ্ঞাসার জবাব মন্ত্রী নব দলের

গুয়াহাটি, ৫ মার্চ (হি.স.) : গত বিধানসভার অধিবেশনে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আজ পর্যন্ত দক্ষিণ করিমগঞ্জের ডেভেলপমেন্ট ব্লক কার্যালয় কী কারণে নিলামবাজারে স্থানান্তর হয়নি? প্রতিশ্রুতি পালনে কতদিন আর বিলম্ব হবে এবং কতদিনের মধ্যে দক্ষিণ করিমগঞ্জ ডেভেলপমেন্ট ব্লক (খণ্ড উন্নয়ন) কার্যালয় কালিগঞ্জ থেকে প্রস্তাবিত নিলামবাজারে স্থানান্তরকার্য সম্পন্ন হবে? অসম বিধানসভায় চতুর্থ দিনের বাজেট আধিবেশনে আজ বৃহস্পতিবার পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের মন্ত্রীর কাছে বিষয়টি জানতে চেয়েছেন দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধায়ক আজিজ আহমেদ খান। বিধায়কের লিখিত তারকাবিহীন প্রশ্নের উত্তর লিখিতভাবে দিতে গিয়ে বিভাগীয় মন্ত্রী নবকুমার দলে জানান, বিষয়টি সম্পর্কে তিনি অবগত। ইতিমধ্যে দক্ষিণ ককিমগঞ্জ খণ্ড উন্নয়নের সদর কার্যালয় কালিগঞ্জ থেকে নিলামবাজারে স্থানান্তর করতে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। কিন্তু করিমগঞ্জের জেলাশাসকের এক জরুরি চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি মাঝপথে আটকে পড়ে। কালিগঞ্জ থেকে ব্লক কার্যালয়টি এখনই নিলামবাজারে স্থানান্তর করলে আইন-শৃঙ্খলাজনিত পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে আশংকা ব্যক্ত করেছিলেন জেলাশাসক। তাছাড়া করিমগঞ্জের সাংসদও একই মতামত তুলে ধরে এক চিঠি লিখেছিলেন। যা-ই করা হোক, আইন-শৃঙ্খলাজনিত পরিস্থিতির যাতে অবনতি না হয় তার প্রতি লক্ষ রেখে ব্লক অফিস স্থানান্তর প্রক্রিয়া শুরু করার পরামর্শ দিয়েছিলেন সাংসদ।
মন্ত্রী আরও জানান, তাছাড়া বিষয়টি এখন গুয়াহাটি উচ্চ আদালতে বিচারাধীন।
কালিগঞ্জের বাসিন্দা জনৈক বিভাস বর্ধন-সহ স্থানীয় ছয় নাগরিক দক্ষিণ করিমগঞ্জ খণ্ড উন্নয়ন কার্যালয় কালিগঞ্জ থেকে স্থানান্তরের বিরুদ্ধে ২০১৮ সালের অক্টোবরে গুয়াহাটি উচ্চ আদালতে একটি জনস্বার্থ আবেদন (পিআইএল নম্বর ৬৮/২০১৭) দাখিল করেছিলেন। উচ্চ আদালত ছাড়াও অসম সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতর এবং করিমগঞ্জের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দফায় দফায় কয়েকটি স্মারকপত্রও কালিগঞ্জের নাগরিকদের কাছ থেকে এসেছে।
এ ধরনের কয়েকটি স্মারকপত্র পাওয়ার পর গত ২০১৯ সালের ১ আগস্ট কালিগঞ্জ বিডিও কার্যালয় সম্পর্কে বিস্তারিত দীর্ঘ এক রিপোর্ট সরকারের কাছে পাঠিয়েছিলেন জেলাশাসক। এতে তিনি বলেছিলেন, কালিগঞ্জে বিদ্যমান বিডিও সদর কার্যালয় ৩৩ বিঘা জমির ওপর স্থাপন হয়েছিল ১৯৬৮ সালে। ওই জমির ওপরই খণ্ড প্রাথমিক শিক্ষা আধিকারিকের কার্যালয়, পশু চিকিৎসা দফতর, গুদামবাড়ি, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ইত্যাদি-সহ প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো রয়েছে। বিপরীতে নিলামবাজারে উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে। তাই কালিগঞ্জ থেকে বিডিও কার্যালয়টি তাৎক্ষণিকভাবে নিলামবাজারে স্থানান্তর হলে জনসাধারণকে বহু অসুবিধার সম্মুখিন হতে হবে, রিপোর্টে বলেছিলেন জেলাশাসক। তবে দক্ষিণ করিমগঞ্জ উন্নয়ন খণ্ডকে দুই বা ততোধিক উন্নয়ন খণ্ডে বিভক্ত করে এগুলোর সদর কার্যালয় নিলামবাজারে স্থাপন করা যেতে পারে, এতে জনসাধারণের সুবিধা হবে বলে রিপোর্টে লিখেছিলেন জেলাশাসক।
লিখিত জবাবে মন্ত্রী আরও জানান, রাজ্য সরকারের সর্বশেষ এক বিধি অনুযায়ী প্রথমত, রাজ্যের প্রত্যেক উন্নয়ন খণ্ডে কমপক্ষে আটটি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং সর্বাধিক ১৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক উন্নয়ন খণ্ডের অধীনস্থ গ্রাম পঞ্চায়েতগুলো একটি জেলার অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তৃতীয়ত প্রতিটি বিধানসভা এলাকায় দুটি করে উন্নয়ন খণ্ড গঠন করা হবে। সে অনুযায়ী গত ২৪/০৯/২০১৮ তারিখের পিআরডি ১২০২০ / ১ / ২০১৮ / পিআরডি (বি) / ৮ নম্বরের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী গোটা রাজ্যের উন্নয়ন খণ্ডগুলিকে পুনর্গঠনের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকদের কাছ থেকে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছিল। এরই ভিত্তিতে করিমগঞ্জের জেলাশাসক গত ২২/১১/২০১৯ এবং ২৯/০২/২০২০ তারিখে দক্ষিণ করিমগঞ্জ উন্নয়ন খণ্ড পুনর্গঠনের প্রস্তাব সংবলিত পত্র পাঠিয়েছেন। প্রস্তাব অনুযায়ী নিলামবাজারে সদর কার্যালয় গঠন করে দক্ষিণ করিমগঞ্জ বিধানসভা এলাকার অন্তর্গত দক্ষিণ করিমগঞ্জ ব্লকের ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে নিয়ে নিলামবাজার ব্লক এবং বাজারঘাটকে সদর কার্যালয় হিসেবে নিয়ে দক্ষিণ করিমগঞ্জ বিধানসভা এলাকার অন্তর্গত রামকৃষ্ণনগর ব্লকের চারটি (৪) গ্রাম পঞ্চায়েত, পাথারকান্দি ব্লকের পাঁচটি (৫) গ্রাম পঞ্চায়েত এবং দুল্লভছড়া ব্লকের দুটি (২) গ্রাম পঞ্চায়েত-সহ মোট ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে বাজারঘাট উন্নয়ন খণ্ড গঠনের জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। এবার বিভাগীয় কমিশনারের কাছ থেকে বিস্তৃত প্রতিবেদন পাওয়ার পর বিধি অনুযায়ী ক্যাবিনেটের অনুমোদন এবং অর্থ দফতরের সম্মতি সাপেক্ষে উন্নয়ন খণ্ডের (ডেভেলপমেন্ট ব্লক) পুনর্গঠন সংক্রান্ত পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে, জানান মন্ত্রী নবকুমার দলে।

কাটিগড়ায় মৎস্য পালকদের জন্য ইতিমধ্যে ২৬.২৯ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে, বি.সভায় মন্ত্রী পরিমল

গুয়াহাটি, ৫ মার্চ (হি.স.) : কাছাড় জেলার অন্তর্গত কাটিগড়া বিধানসভা এলাকায় ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে রাজ্য সরকার আরআইডিএফ-৫৩-র অধীনে ৫২ জন সুবিধাভোগীকে চয়ন করেছিল। এই ৫২ জন সুবিধাভোগীর জন্য মোট ৫৫,৭৭, ৬০০ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল। এখন পর্যন্ত ২৬.২৯ লক্ষ টাকা বিভিন্ন সুবিধাভোগীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ইতিমধ্যে জমা হয়ে গেছে। অসম বিধানসভায় চতুর্থ দিনের বাজেট আধিবেশনে আজ বৃহস্পতিবার কাটিগড়ার বিধায়ক অমরচাঁদ জৈনের তারকাবিহীন লিখিত জিজ্ঞাসার জবাবে এই তথ্য দিয়েছেন মৎস্য দফতরের মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য।
কাটিগড়ার বিধায়ক জৈন মন্ত্রীর কাছে জানতে চেয়েছিলেন, ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে তাঁর নির্বাচনী এলাকায় মৎস্য পালনের জন্য বরাদ্দ ৫০টি পুকুরের সুবিধাভোগীদের জন্য কত টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং এখন পর্যন্ত কত টাকা তাদের দেওয়া হয়েছে? তাছাড়া কত টাকা বকেয়া রয়েছে? বকেয়া কবে নাগাদ প্রদান করা হবে?
বিধায়কের লিখিত তারকাবিহীন প্রশ্নের উত্তরে মৎস্যমন্ত্রী শুক্লবৈদ্য ওই তথ্য দিয়ে আরও জানান, বকেয়া ২.৪৬৮ লক্ষ টাকা চলতি বছরের (২০২০) মার্চের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হয়ে যাবে। তিনি জানান, ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে সুবিধাভোগীদের প্রাপ্য ২.০০ লক্ষ টাকা বাকি থাকবে। আগামী অর্থবর্ষে (২০২০-২১) বকেয়া সব রিলিজ হয়ে যাবে, জানান মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য।

বহরমপুরে মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টারের জরুরি অবতরণ

কলকাতা, ৫ মার্চ (হি. স.) : মালদার গাজোলে আদিবাসীদের গণবিবাহের আসরে নেচেছিলেন। সে সময়েই জানিয়েছিলেন আবহাওয়া বিভ্রাটের কারণেই তাঁকে দ্রুত ফিরে যেতে হচ্ছে কলকাতায়। সেই বিভ্রাট এড়ানো গেল না।
বৃহস্পতিবার ইংরেজবাজার থেকে হেলিকপ্টারে কলকাতার পথে রওয়ানা দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু জানা গিয়েছে, মাঝ পথে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরেই জরুরি অবতরণ করে মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টার। আবহাওয়ার দিকে লক্ষ্য রেখেই মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টার কলকাতার দিকে ছয়ের পাতায়

মধ্যবিত্তের উপর চাপ বাড়ল, ইপিএফ-এ কমছে সুদের হার

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ (হি.স.): মধ্যবিত্তের উপর বাড়ল চাপউ কর্মচারী প্রভিডেন্ট ফান্ড (ইপিএফ)-এ সুদের হার কমানোর সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় সরকার। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে ইপিএফ-এ সুদের হার কমে হচ্ছে ৮.৫ শতাংশ। ২০১৮-২০১৯ অর্থবর্ষে ইপিএফ-এ সুদের হার ছিল ৮.৬৫ শতাংশ।
বৃহস্পতিবার এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড (ইপিএফ)-এ সুদের হার কমানোর কথা ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রী সন্তোষ গঙ্গোয়ারউ শ্রম মন্ত্রী জানিয়েছেন, সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ (সিবিটি) ইপিএফ-এ সুদের হার কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেউ পিএফ-এর বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে সিবিটি। সিবিটি-র প্রস্তাব কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের কাছে পাঠানো হয়উ অর্থমন্ত্রকের সিলমোহর পড়লেই চালু হয়ে যাবে ইপিএফ-এ নতুন সুদের হার। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে মধ্যবিত্তের উপর চাপ বাড়ল।

মোরাঘাট চা বাগানে হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত দোকান ও শ্রমিক আবাস

বিন্নাগুড়ি, ৫ মার্চ (হি. স.) : জলপাইগুড়ির বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মোরাঘাট চা বাগানের নয়া লাইনে হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত একটি দোকান সহ ৪টি শ্রমিক আবাস। বুধবার রাত ১২টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে।
স্থানীয়রা জানান, গতকাল রাতে একটি দলছুট হাতি রেতির জঙ্গল থেকে বেরিয়ে চা বাগানের শ্রমিক লাইনে হানা দেয়। এরপর খাবারের খোঁজে হাতিটি একটি দোকান সহ ৪টি ঘরের দেওয়াল ভেঙে দেয়। বাগানের শ্রমিকরা বাজি, পটকা ফাটিয়ে চিৎকার শুরু করলে হাতিটি পাশে চা বাগানের দিকে দাঁড়িয়ে থাকে। খবর পেয়ে বনদপ্তরের কর্মীরা সেখানে পৌঁছালে হাতিটিকে মোরাঘাট জঙ্গলের দিকে পাঠানো হয়। এই বিষয়ে বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণ দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, মোরাঘাট চা বাগান থেকে খবর পেয়ে রাতে বনকর্মীরা সেখানে গিয়ে হাতিটিকে মোরাঘাট জঙ্গলে পাঠিয়ে দেয়। তবে এই বিষয়ে নির্দিষ্ট রেঞ্জ অফিসে আবেদন করলে ক্ষতিগ্রস্তরা নিয়ম মেনে ক্ষতিপূরণ পেতে পারেন।

পাথারকান্দিতে বিনামূল্যের শৌচালয় নির্মাণে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি সিবিআই তদন্তের দাবি বিধায়কের

পাথারকান্দি (অসম), ৫ মার্চ (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্নের স্বচ্ছ ভারতের অঙ্গ প্রতিটি ঘরে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে শৌচালয় নির্মাণে ব্যাপক লুটপাট হয়েছে। করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি এবং রাতাবাড়ি বিধানসভা এলাকায় এ ধরনের দুর্নীতির ঘটনা প্রকাশ্যে আসায় হতবাক পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল শীঘ্রই বিষয়টিকে সিবিআই তদন্তের আওতায় আনবেন বলে জানিয়েছেন।
অভিযোগ, কাজ না করেই শৌচালয় প্রতি ১২ হাজার টাকা করে হাজার হাজার শৌচালয়ের টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে। এ ধরনের ঘটনায় হতবাক হয়ে পড়েছে এলাকার সচেতন মহলও। জানা গেছে এলাকার ২০টি গ্রাম পঞ্চায়েতে (জিপি)-তে বিগত ১৭-১৮ এবং ১৮-১৯ অর্থ বছরে পর্যায়ক্রমে জিপি-প্রতি ৫০০ করে ইতিমধ্যে মোট দশ হাজার শৌচালয় বরাদ্দ হয়েছিল। কিন্তু বেশিরভাগ জিপিতে নামকয়াস্তে সেই সব শৌচালয়ের ছবি তুলে পুরো টাকাই লুটে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।
স্থানীয়দের অভিযোগ, এ ধরনের কেলেংকারির সঙ্গে জড়িত রয়েছেন একাংশ জিপি প্রতিনিধি-সহ ব্লক কোঅর্ডিনেটর ও বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধিদের ঠিকাদাররা। এই প্রকল্পের শুরু থেকেই জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের একাংশ কর্মী ও এনজিও প্রতিনিধিদের অসাধু যোগসূত্রে এই প্রকল্পে দেদার দুর্নীতি সংগঠিত হয়ে আসছে।
অভিযোগকারীদের বক্তব্য, কম্পিউটারের মাধ্যমে রাতারাতি একাংশ এনজিও ভুয়ো রেজিস্ট্রেশন তৈরি করেও শৌচালয় নির্মাণের দায়িত্ব নিয়েছিল বিভিন্ন ঠিকাদার গোষ্ঠী। এমন-কি বিভিন্ন কম্পিউটারের দোকানে বসে বিভিন্ন ছবি এডিট করেও শৌচালয় নির্মাণের চূড়ান্ত রিপোর্ট তৈরি করার বিষয়টি প্রকাশ্যে বেরিয়ে এসেছে। এই খবর চাউর হলে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন সংশ্লিষ্ট ঠিকাদাররা। ফলে বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে এবার দেরিতে হলেও বিষয়টি নিয়ে বিধায়ক নড়েচড়ে বসায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন অনেকে।
সম্প্রতি বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল পাথারকান্দি জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগের দফতরে উপস্থিত হয়ে নবাগত এসডিই এবি দাসের কাছে এ ব্যাপারে রিপোর্ট তলব করেছেন। বিধায়ক রিপোর্ট তলব করায় দৌড়ঝাপ শুরু হয় সংশ্লিষ্ট কাজের ভুয়ো দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদারদের মধ্যে।
বিষয়টি নিয়ে বিধায়কের সঙ্গে কথা বললে হিন্দুস্থান সমাটার-কে তিনি জানান, শৌচালয় নির্মাণ সংক্রান্ত কারচুপি প্রকাশ্য বেরিয়ে আসায় বিভিন্ন ঠিকাদার নাকি তাঁকে বাঁকা পথে প্রণামী দিতে চাইছেবন। এতে তিনি তাঁদের ওপর চটে লাল হয়ে কড়া ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন পক্ষকালের মধ্যে কাজ সম্পূর্ণ না করলে কাউতে রেয়াত করা হবে না। প্রয়োজনে তিনি বিষয়টি সিবিআই তদন্তের আওতায় আনার হুমকিও দিয়েছেন, জানান বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল।
এদিকে শৌচালয় দুর্নীতি সম্পর্কে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দফতরের নবাগত এসডিই এবি দাসের মন্তব্য চাইলে তিনি জানান, অভিযোগটি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কর্তব্যে গাফিলতি ও অর্থের নয়ছয় ধর পড়লে নিশ্চিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ছড়াচ্ছে করোনা, লখনউতে প্রকাশ্যে মাছ-মাংস বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা

লখনউ, ৫ মার্চ (হি.স.): বুধবার ছিল ২৮উ বৃহস্পতিবার তা বেড়ে হয়েছে ২৯উ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে থাবা বসিয়ে এবার কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাস ক্রমশই ছড়াচ্ছে ভারতেওউ করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে এবার উত্তর প্রদেশের রাজধানী লখনউতে, প্রকাশ্যে মাছ ও মাংস বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করল জেলা প্রশাসনউ আধা-রান্না করা মাংসও প্রকাশ্যে বিক্রি করা যাবে না।
বৃহস্পতিবার লখনউ-এর জেলা শাসক অভিষেক প্রকাশজানিয়েছেন, 'মাংসের মাধ্যমে যাতে করোনাভাইরাস ছড়িয়ে না পড়ে সেই কারণে, সমগ্র জেলাতেই প্রকাশ্যে মাংস, আধা-রান্না করা মাংস এবং মাছ বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।
জেলা শাসক আরও জানিয়েছেন, হোটেল এবং রেস্তোঁরা গুলিকে পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে।'
প্রসঙ্গত, উত্তর প্রদেশে ইতিমধ্যেই করোনাভাইরাসে সংক্রমিত ৬ জনের খোঁজ মিলেছে।

করোনা-সংক্রমণে চিনে মৃত বেড়ে ৩,০১২, অস্ট্রেলিয়ায় দ্বিতীয় মৃত্যু

চিন, ৫ মার্চ (হি.স.): মৃত্যু-মিছিল থামছেই না! কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসের প্রকোপে চিনে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত আরও ৩১ জনের মৃত্যু হয়েছে চিনে। নতুন করে ৩১ জনের মৃত্যুর পর চিনে করোনা-সংক্রমণে মৃত্যুর সংখ্যা ৩ হাজার ০১২-তে গিয়ে ঠেকেছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে চিনে আরও ১৩৯ জন আক্রান্ত হয়েছেন।
বৃহস্পতিবার সকালে ন্যাশনাল হেল্‌থ কমিশন জানিয়েছে, সমগ্র চিনে এখনও পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ৮০,৪০৯ জন। সুস্থ হওয়ার পর ৫২,০৪৫ জনকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৩,০১২ জনের। করোনাভাইরাসের সংক্রমণে চিনের পাশাপাশি বিশ্বের অন্যান্য দেশেও মৃত্যু-মিছিল অব্যাহত। অস্ট্রেলিয়ায় করোনা-সংক্রমণে মৃত্যু হল আরও একজনের। সিডনিতে মৃত্যু হয়েছে ৯৫ বছর বয়সী একজন বৃদ্ধার। অস্ট্রেলিয়ায় এখনও পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা

অধীর চৌধুরীর সঙ্গে ফোনে কথা বললাম, টুইট রাজ্যপালের

কলকাতা, ৫ মার্চ (হি.স.): লোকসভার কংগ্রেসের পরিষদীয় দলনেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরীর সঙ্গে ফোনে কথা বললেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। বৃহস্পতিবার সকালে রাজ্যপাল টুইটারে লিখেছেন, কংগ্রেস সাংসদ ও লোকসভায় কংগ্রেসের পরিষদীয় দলনেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরীর সঙ্গে ফোনে কথা বললাম। তাঁর দিল্লির বাসভবনের ঘটনা সম্পর্কে শুনলাম। এখন সব ঠিকই আছে। উল্লেখ কর যেতে পারে, দু'দিন আগে অধীর চৌধুরীর দিল্লির বাড়িতে হামলা চালায় একদল দুষ্কৃতী। তাঁর বাড়ির নিরাপত্তারক্ষীদেরও মারধর করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, অধীর বাবুর বাড়ি থেকে বেশ কিছু নথি খোয়া গিয়েছে বলে খবর। অভিযোগ উঠেছে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ইস্তফার দাবিতে সংসদে বারবার সুর চড়ানোয় এই আক্রমণ।

ওডিশার উন্নয়নের পথিকৃৎ ছিলেন বিজু পট্টনায়েক, শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি ও ভুবনেশ্বর, ৫ মার্চ (হি.স.): ওডিশার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজু পট্টনায়েককে ১০৪ তম জন্মবার্ষিকীর আন্তরিক শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। টুইট করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'ভারতের অগ্রগতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন বিজু বাবু এবং ওডিশার উন্নয়নের পথিকৃৎ ছিলেন তিনি।' ১৯১৬ সালের ৫ মার্চ ওডিশার গঞ্জাম জেলার আসিকায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন বিজু পট্টনায়েকউ ১৯৯৭ সালের ১৭ এপ্রিল দিল্লিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন তিনিউ বৃহস্পতিবার ১০৪ তম জন্মবার্ষিকীতে ওডিশার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজু পট্টনায়েককে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীউ টুইটারে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'জন্ম জয়ন্তীতে বিজু বাবুকে ভীষণ মনে পড়ছে।... ভারতের অগ্রগতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন বিজু বাবু এবং ওডিশার উন্নয়নের পথিকৃৎ ছিলেন তিনি।
বিজু পট্টনায়েককে এদিন শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তাঁর ছেলে এবং ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক, ওডিশার রাজ্যপাল, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতাপ চন্দ্র সারাঙ্গি প্রমুখ। বিজু পট্টনায়েককে শ্রদ্ধা জানানোর পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতাপ চন্দ্র সারাঙ্গি বলেছেন, 'তিনি অত্যন্ত সাহসী নেতা ছিলেন এবং জনতা পার্টি গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনি।

ভুয়ো পরিচয়ে বিয়ের ফাঁদ পেতে গ্রেফতার পাত্র

কলকাতা,৫ মার্চ (হি.স.):ফাঁদ পাততে গিয়ে ফাঁদে পরে বিয়ের ৭ দিন আগে নিজেই শ্রীঘরে পাত্র উ ম্যাট্রিমনি সাইটে আলাপ থেকে পাঁকা কথা এমনকি বিয়ের কার্ডটাও বিলি উশুধু বাকি চার হাত এক করা উ আর তার আগেই মুখোশ খুলে বেরিয়ে এল পাত্র ভুয়ো পরিচয় উ ইতিমধ্যেই সেই যুবককে গ্রেফতার করেছে যাদবপুর থানায় পুলিশ উ তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ । ম্যাট্রিমনি সাইটে আলাপ শুভদীপ ভাওয়াল নামে ওই পাত্রও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক যাদবপুরের বাসিন্দা ওই পাত্রীর । এরপরই সেখান থেকেই ভাল লাগা,কথা বলা উ তারপরেই বিয়ের প্রস্তাব উ এরপর পাঁকা কথা, বিয়ের কার্ড বিলি, এমনকি পাত্রের আশীর্বাদও হয়ে গিয়েছিল উ কিন্তু বেশ কিছু দিন ধরে পাত্রের আচরণে সন্দেহ হওয়ায় পাত্রকে সঙ্গে নিয়ে পাত্র যে সংস্থায় কাজ করে সেখানে নিয়ে যায় উ নিউ টাউনের বহুজাতিক সংস্থাটিতে পাত্র যে চাকরি করে, তার প্রমাণ দিলেই হবে উ কিন্তু বহুজাতিক সংস্থার বহুতলের সামনে দাঁড়িয়েই সোজাসুজি স্বীকার করে যে, তার অফিস, সত্যি নয়। ওই সংস্থায় কোনও দিনই চাকরি করেনি সে উ এমনকী, গত ৬ মাস ধরে সে কোনও চাকরিই করে না। এমনকি চিনার পার্কে একটি ফ্ল্যাট কিনেছেন তিনি উ সেখানেই বিয়ের পরে থাকবেন বলে আশ্বাস দেয় পাত্রীকে কিন্তু তার কোনটাই সত্যি নয় ।
এরপরই যাদবপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন পাত্রী ও তার পরিবার উ পাত্র ও তার পরিবারের আরও ৩ জনের বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা শুরু হয়েছে উ শুভদীপ ভাওয়ালকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করেছে।
পুলিশ সূত্রে খবর,একটি বিয়ের ওয়েবসাইটের মাধ্যমেই ওই যুবকের সঙ্গে পরিচয় হয় তরুণীর পরিবারের উ তারই মাধ্যমে যোগাযোগ করে জানা যায় যে, যুবকের বাড়ি নদিয়ায় উ যুবক ও তার পরিবার জানায়, সে নিউ টাউনের একটি নামী বহুজাতিক সংস্থায় চাকরি করে উ চিনার পার্কের কাছে তার ফ্ল্যাট তৈরি উ বিয়ের পর স্ত্রীকে নিয়ে সেখানেই থাকবে সে উ পরিবারটির কথায় বিশ্বাস করেন পাত্রীর পরিজনরা উ সেইমতো দু'পক্ষের কথা এগোয় উ কিন্তু বাড়ির মেয়ে যে ফ্ল্যাটে ভবিষ্যতে ঘরকন্না করবে, সেই ফ্ল্যাটটি দেখতে চাইলে বিষয়টিকে এড়িয়ে যেতে থাকে সে উ এরপরই দানা বাঁধে এবং ভুয়ো পরিচয় বেরিয়ে আসে পাত্ররউপুরো ঘটনানার তদন্ত চলছে।

সি এ এ, এন পি আর , বাতিলের দাবীতে বাম দলগুলির মিছিল ও গণ-ডেপুটেশন

বাঁকুড়া, ৫ মার্চ (হি. স.) : ”সি এ এ, এন আর সি, ” বাতিলের দাবিতে আজ বামদল গুলি জেলা শাসকের কাছে গণ ডেপুটেশন পেশ করে।”বামেদের এই কর্মসূচিতে কংগ্রেস ও যোগ দেয়। দেশের কোন একজন মানুষেরও নাগরিক অধিকার কেড়ে নেওয়া চলবে না”, ”ধর্মের ভিত্তিতে দেশের মানুষকে বিভক্ত করার আরএসএস—বিজেপি”র ষড়যন্ত্র ব্যার্থ কর”, ”দেশের সম্পদ ছড়ায় দেশী বিদেশী পুঁজিপতিদের বেচে দেওয়ায় আরএসএস-বিজেপি”র চক্রান্ত ব্যার্থ কর”, এনপিআর তৈরীর কাজ বন্ধ করে ওই খাতে বরাদ্দ অর্থ কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ব্যায় কর”, ”দিল্লীর গণহত্যার সাথে যুক্ত আরএসএস ও বিজেপির দুস্কৃতিদের গ্রেফতার ও শাস্তি দিতে হবে”, ”দিল্লীর গণহত্যার নায়ক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ কে অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে” এই দাবীতে সোচ্চার কয়কশো মানুষের এক মিছিল বাঁকুড়া রেল ষ্টেশনের সামনে থেকে নূতনগঞ্জ, চকবাজার, মাচানতলা পরিক্রমা করে আজ সামিল হয়েছিলেন বাঁকুড়ার জেলা শাসকের দফতরে সামনে হাজির হয় ।মিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন সিপিএম নেতা প্রতীপ মুখার্জি। তার বক্তব্যের পর এক প্রতিনিধি দল জেলা শাসকের অনুপস্থিতিতে অতিরিক্ত জেলা শাসকের সঙ্গে দেখা করে তার হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন।প্রতিনিধি দলে ছিলেন প্রতীপ মুখার্জী(সিপিআই-এম),কল্যাণ চ্যাটার্জী(সিপিআই),অনাথ মল্ল(এফবি), সুনীল পাত্র(আরএসপি), বাবলু ব্যানার্জী(সিপিআই-এমএল), অভিষেক বিশ্বাস(ভারতের জাতীয় কংগ্রেস), অশনি মজুমদার(হরকৃষ্ণ কোঙার স্মৃতি পাঠাগার) ও শেখ নূর”। স্মারকলিপিতে মানুষের মনে সংশয় ও বিভ্রান্তি কাটাতে এনপিআর এই রাজ্যে কার্যকরী করা হবে না রাজ্য সরকারের এই ঘোষণাকে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব অংশের মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার চালানোর দাবী জানানো হয় - এ ছাড়াও মানুষের মধ্যেকার সম্প্রীতি কোন শক্তি যাতে বিনষ্ট না করতে পারে সে দিকেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কড়া নজর রাখার দাবী জানানো হয়। - জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে দাবীগুলির প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেওয়ার ও রাজ্য সরকারের এনআরপি এই রাজ্যে কার্যকরী করা হবে না সেই ঘোষণার প্রতিলিপি প্রতিনিধিদের প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

পার্কিংয়ে ভাড়ার দুর্নীতি ঠেকাতে ট্যাবলো ঘুরবে শহরে

কলকাতা, ৫ মার্চ (হি. স.): পার্কিংয়ের ভাড়ার দুর্নীতি নিয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে অভিযোগ আসছিল পুরসভার কাছেউ এছাড়াও অভিযোগ ছিল নির্দিষ্ট এলাকার বাইরেই রাস্তার ওপরে পার্কিং করা হচ্ছে গাড়ি। সে বিষয়ে জন সচেতনতা তৈরি করতে এবার পুর উদ্যোগে ঘোরানো হবে একটি ট্যাবলো। এই ট্যাবলর গায়ে তিন ভাষায় সতর্কতা বার্তা লেখা থাকবেউ ট্যাবলো ঘুরবে শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে। এই যাত্রা শুরু হল বৃহস্পতিবার থেকেই। যদিও এই ট্যাবলোর দ্বারা কতটা বেআইনি পার্কিং রোখা যাবে তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন অনেকেই। ট্যাবলোর গায়ে সতর্ক বার্তায় পরিস্কার করে লেখা আছে, নির্দিষ্ট লাইন বা জায়গায় পার্কিং করার জন্য। একইসঙ্গে পার্কিং বাবদ প্রদেয় অর্থ নিল রঙের পোশাক পড়া ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারোর কাছে দিতে বারণ করাও হয়েছেউ অর্থ প্রদানের সময় ওই ব্যক্তির নির্দিষ্ট ব্যাজ ও লোগো দেখে নেওয়ার বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে উ পাশাপাশি হস্ত চলিত মেশিনের রশিদ নিয়ে পার্কিং ফি প্রদান করতে হবে। এ ছাড়াও পার্কিং সংক্রান্ত যে কোনও অভিযোগ টোল ফ্রি নম্বরে জানান যাবে। এদিন এই ট্যাবলোটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই টক টু মেয়রের অনুষ্ঠানে যোগাযোগ ভবনের পাশে বেআইনি পার্কিং নিয়ে একাধিক অভিযোগ আসে। এক ব্যক্তি অভিযোগ করে জানান, যোগাযোগ ভবনের পাশের রাস্তায় বেআইনিভাবে গাড়ি রাখা হচ্ছে। ওই রাস্তায় প্রবেশ করতে পারছে না কোনও আম্বুলেন্স। এই অভিযোগ আগেও মেয়রের কাছে করেছিলেন তিনিউ তাতেও কোনও সুরাহা না হওয়ায় পুনরায় মেয়রকে সেই কথা জানান তিনি। এদিকে মেয়রের নির্দেশের পরও কেন রাস্তা ফাঁকা করা হয়নি সে বিষয়ে নির্দিষ্ট আধিকারিকদের প্রশ্ন করা হলে তাঁরা জানান, রাস্তা ফাঁকা করা হয়েছিল এমনকি গাড়ির মালিকদের জরিমানাও করা হয়েছিল। কিন্তু তারপরে ফের বেআইনিভাবে গাড়ি রাখা শুরু হয়।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সপ্তাহভর চলবে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি

কলকাতা, ৫ মার্চ (হি. স.): শনিবার পর্যন্ত চলবে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিউ এমনটাই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দফতরউ রবিবার থেকে আবহাওয়ার উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছেউ একইসঙ্গে উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং-সহ পাঁচ জেলায় বৃষ্টি বাড়বে বলেও জানিয়েছে হাওয়া অফিস।

মঙ্গলবার বিকেল থেকেই কলকাতায় নেমেছে বৃষ্টি উ দফায় দফায় বৃষ্টি হয়েছে বুধবারেও । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে দাপট দেখাচ্ছে ঝোড়ো হাওয়াউ পশ্চিমী ঝঞ্ঝার শীতল হাওয়া ও জলীয় বাষ্পপূর্ণ পূবালির গরম হওয়ার সংঘাতে বৃষ্টি হবে উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গে। বাংলাদেশ ও সংলগ্ন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে তৈরি হয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। বঙ্গোপসাগরে বিপরীত ঘূর্ণাবর্তের প্রভাব। প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে রাজ্যে। এর প্রভাবেই সপ্তাহ জুড়ে বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকায় অস্বস্তি বাড়বে দিনে। কয়েক দফায় বৃষ্টির সম্ভাবনা কলকাতায়। বিকেল ও সন্ধ্যা বাড়ার সাথেই বৃষ্টির হওয়ার সম্ভাবনাও বাড়তে পারে।

বৃহস্পতিবার থেকেই আকাশ আংশিক মেঘলা ছিল। ঝিরঝির করে বৃষ্টিও হয়েছে কোথাও কোথাও। এদিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১ ডিগ্রি কম। এদিন শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২ ডিগ্রি কমউ আপেক্ষিক আর্দতার পরিমাণ সর্বাধিক ৯৬ শতাংশ। ন্যূনতম ছিল ৪৫শতাংশ। গত চব্বিশ ঘণ্টায় কলকাতায় বৃষ্টি হয়েছে ৯.১ মিলিমিটারউ শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন ও সর্বোচ তাপমাত্রা থাকবে যথাক্রমে ২০ডিগ্রি সেলসিয়াস ও ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে।

কৌতূহল অমিত শাহ-জগদীপ ধনকরের কালকের বৈঠক

কলকাতা, ৫ মার্চ (হি. স.) : গত সাত মাসে পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনের অনেক কিছু অনুভব করার সুযোগ হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষের মনোভাব জানার অবকাশ হয়েছে। তার নির্যাস প্রকাশ পাবে আগামীকাল নয়াদিল্লির বৈঠকে। বৃহস্পতিবার এভাবেই রাজভবন থেকে জানানো হল রাজ্যপালের প্রতিক্রিয়া।

কাল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে রাজ্যপাল হওয়ার পর প্রথমবার বৈঠকে বসবেন ধনকর। বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে পুর-নির্বাচনের আগে এই বৈঠকের বিশেষ তাৎপর্য আছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। রাজ্যপাল জানিয়েছেন, ৩০ জুলাই তিনি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হন। এর পর তিনি প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করেছেন। সংবিধানের ১৫৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মানুষের কল্যাণে সব রকম চেষ্টা করছেন।

গত ক’ মাস ধরে রাজ্যের শাসক দলের কাছে নানাভাবে বাধা পেয়ে প্রকাশ্যে বার বার ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ধনকর। কখনও সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে, কখনও টুইটে জানিয়েছেন, আলোচনার মাধ্যমে মতানৈক্যের নিরসন করতে। হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, তিনি যদি সংবিধানকে ঢাল করে প্রত্যুত্তর দেন, ফল ভাল হবে না। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী বার বার নানা কথায় আক্রমণ করেছেন রাজ্যপালকে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কাল শিক্ষামন্ত্রী প্রকাশ্যেই বলেছেন, রাজ্যপালের সঙ্গে আমার কোনও বিরোধ নেই।

গতকাল রাজ্যের মন্ত্রীর কঠোর সমালোচনা করেছে রাজভবন। দীর্ঘ বিবৃতি প্রকাশ করে পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রীর উদ্দেশে কঠোর বার্তা দেওয়া হয় রাজ্যপালের তরফ থেকে। পুরভোট অবাধ ও শান্তিপূর্ণ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে রাজ্যপাল যে মন্তব্য করেছিলেন, তা নিয়ে কটাক্ষ ছুড়েছিলেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তার প্রেক্ষিতেই বুধবার বিবৃতি প্রকাশ করে রাজভবন। সংবিধান সম্পর্কে ফিরহাদের ‘প্রাথমিক জ্ঞান’ নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় সে বিবৃতিতে। রাজভবনের বিবৃতিতে লেখা হয় যে, রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের একটি মন্তব্যের বিষয়ে রাজ্যপাল জগদীপ ধনখর অত্যন্ত কঠোর অবস্থান নিয়েছেন। কোন মন্তব্যটিতে রাজ্যপাল অসন্তুষ্ট, তা-ও তুলে ধরা হয় বিবৃতিতে।

বন্ধ হয়ে গেল ডুয়ার্সের দেবপাড়া চা বাগান

বানারহাট, ৫ মার্চ (হি. স.) : বন্ধ হয়ে গেল জলপাইগুড়ির ডুয়ার্সের দেবপাড়া চা বাগান। জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে বাগানের ফ্যাক্টরি গেটে সাসপেনসন অফ ওয়ার্কের নোটিশ লাগিয়ে বাগান কর্তৃপক্ষ বাগান ছেড়ে চলে যায়। বৃহস্পতিবার সকালে শ্রমিকরা কাজে গিয়ে বাগানের গেটে নোটিশ দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। এদিকে বাগান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কর্মহীন হয়ে পড়লেন বাগানের ১১৭৬ জন শ্রমিক।

তাঁদের বক্তব্য, চা বাগানে নতুন পাতা ওঠার পর প্রতিবছরই প্রত্যেক বাগানেই প্রথমে এক বেলা পাতা তোলার কাজ হয় এবং হোলির পর থেকে দু’বেলা কাজ হয়। কিন্তু বাগান কর্তৃপক্ষ হোলির আগেই দু’বেলা কাজ করার জন্য শ্রমিকদের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। এই বিষয়ে শ্রমিকরা গতকাল বাগান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকে বসে। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, হোলির পরদিন থেকে শ্রমিকরা দু’বেলা কাজ করবেন। পাশাপাশি শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের পাওনা গন্ডা যা এর আগে বহুবার বাগান কর্তৃপক্ষ মিটিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা পূরণ করেনি, তা মিটিয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়। শ্রমিকদের অভিযোগ বৈঠক ফলপ্রসূ হবার পরও শ্রমিকদের পেটে লাথি মেরে মালিকপক্ষ বাগান ছেড়ে চলে গেল।

বাগুইহাটিতে বাসের রেষারেষি তে মৃত্যু সাইকেল আরোহীর

কলকাতা, ৫ মার্চ (হি. স.) : ফের দুই বাসের রেষারেষিতে প্রাণ গেল সাইকেল আরোহীর। রেষারেষির জেরে সাইকেল আরোহীকে ধাক্কা মারে এবং ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সাইকেল আরোহী। ঘটনা তদন্তে বাগুইহাটি থানার পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, ২১৭ নম্বর রুটের বাসের ধাক্কাতেই প্রাণ গেছে ওই সাইকেল আরোহীর। কে আগে যাবে কেবিসি প্যাসেঞ্জার তুলবে সেই সেই নিয়েই রেষারেষি চলছিল দুই বাসের মধ্যে। আর তার জেরেই প্রাণ দিতে হলো এক পথ চলতি সাইকেল আরোহীকে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে মৃতের নাম বিকাশ দেবনাথ। পুলিশ ঘাতক বাসটিকে আটক করলেও পলাতক চালক।

জরুরি অবতরণ

পাচের পাতার পর

নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কিন্তু মাঝপথে মেঘ এসে যাওয়ায় বহরমপুরে জরুরি অবতরণ করানো হয়। মুখ্যমন্ত্রী সেখানে কিছুক্ষন বিশ্রাম নিয়ে ফের কলকাতার পথে রওয়ানা দেন। হাওড়ার ডুমুরজলা স্টেডিয়াম সংলগ্ন হেলিপ্যাডে নামেন মুখ্যমন্ত্রী বেলা আড়াইটার পর। এর পর বেলা তিনটের আগেই যান নবান্নে। এমনটাই জানা গিয়েছে নবান্ন সূত্রে।

জানাল বিদেশমন্ত্রক

তিনের পাতার পর

এমনকী কারও বক্তব্যে প্রভাবিত হওয়াও বাঞ্চনীয় নয়। শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে পুলিশবাহিনী। শক্তি বজায় রাখার আহ্বান করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বয়ং। উল্লেখ করা যেতে পারে দিল্লির হিংসায় এখনও পর্যন্ত ৫৩জন প্রাণ হারিয়েছে। জখম ২০০-র বেশি।

ষড়যন্ত্র

● **প্রথম পাতার পর**

সম্মেলনে সাফাই দিতে গিয়ে পুর কমিশনার বলেন, আদালতের রায়ে উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। কারণ, ওই ব্যবসায়ীরা আদালতে পুর নিগমের নোটিশের বিরুদ্ধে মামলা করে পরাজিত হয়েছেন। আদালত পুর নিগমের পক্ষেই রায় দিয়েছে। কিন্তু, তাঁরা তা মানতেই রাজি নন। পুর কমিশনার বলেন, মহারাজগঞ্জ বাজারের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে আন্তরিকতার সাথে কাজ করেছি। অথচ, আজ তাঁর বিরুদ্ধেই আঙুল উঠছে।

তিনি বলেন, গতকাল শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ডেপুটেশন প্রদান করার জন্য করজুড়ে অনুরোধ জানিয়েছি। কিন্তু, তাঁর অনুরোধ কেউ রাখেননি। তাঁর দাবি, বিজেপি বিধায়কদের সাথে অশালীন আচরণ করেননি। তবে, তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে বলে তিনি মনে করেন। কারণ, কোনও একজনের ব্যক্তিগত স্বার্থেই ঘটনা এমন মোড় নিয়েছে। তিনি বলেন, সততার সাথে কাজ করতে এমন পরিস্থিতির শিকার হলে কাজ করার মানসিকতা নষ্ট হয়ে যায়।

এডিসি’র

● **প্রথম পাতার পর**

দিয়েছে।

এডিসি’র অধিক ক্ষমতায়নে অন্যতম প্রধান দাবী সরাসরি অর্থ প্রদান করা। কিন্তু, সংসদীয় কমিটির রিপোর্টে এডিসিকে সরাসরি অর্থ প্রদানের সুপারিশ করা হয়নি। কারণ অর্থ কমিশনের মঞ্জুরি মিলেনি। এই বিষয়ে অর্থ কমিশনের যুক্তি চলমান পদ্ধতিতেই এডিসিকে অর্থ বরাদ্দ করা সঙ্গত। তাতে অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা যাবে।

ধারণা করা হচ্ছে, বাজেট অধিবেশনেই কেন্দ্রীয় সরকার এই বিল পাশ করে নেবে। ফলে এডিসি নির্বাচনের আগেই স্বশাসিত জেলা পরিষদ বদলে হয়ে যাবে আঞ্চলিক পরিষদ। তবে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি সম্ভবত এখনই হচ্ছে না। কারণ, সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে দীর্ঘ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

দিল্লি

● **প্রথম পাতার পর**

অপরাধীদের ফাঁসি কার্যকর করতে হবে। সেই মতো প্রস্তুতিও চলছিল তিহার জেলে। কিন্তু, দণ্ডিতরা একে একে প্রাণভিক্ষার আর্জি জানাতে শুরু করলে তা পিছিয়ে ১ ফেব্রুয়ারি করা হয়। ১ ফেব্রুয়ারিও ফাঁসি হয়নি অপরাধীদের, ১৭ ফেব্রুয়ারি নতুন করে মৃত্যুদণ্ডের পরোয়ানা জারি করেছিল আদালত। তাতে ৩ মার্চ একসঙ্গে অপরাধীদের ফাঁসিতে ঝোলানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। তাও পিছিয়ে যায়। এবার নতুন করে মৃত্যু-পরোয়ানা জারি করল দিল্লির পাটিয়ালা হাউস কোর্ট।

নতুন মৃত্যু-পরোয়ানা জারি হওয়ার পর নির্ভয়ার মা আশা দেবী জানিয়েছেন, যেহেতু ৪ জন অপরাধীর সমস্ত আইনি প্রতিকার শেষ হয়েছে, তাই আমি আশা করছি নির্ধারিত দিনেই (২০ মার্চ সকাল ৫.৩০ মিনিট) অপরাধীদের ফাঁসি কার্যকর করা হবে।

করোনাভাইরাস

● **প্রথম পাতার পর**

আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতর কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিকা মেনে সমস্ত ধরনের সর্তকতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। দফতরের দাবি, ত্রিপুরায় এ বছর ১৫ জানুয়ারির পর করোনা ভাইরাস আক্রান্ত দেশগুলোতে যাঁরা ভ্রমণ করেছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে নজরদারি রাখা হচ্ছে। আজকের দিনে যাঁরা আক্রান্ত দেশগুলিতে ভ্রমণ করেছেন বা ওই দেশগুলি ভ্রমণকারীদের সংস্পর্শে এসেছেন এর মধ্যে এক জনের ক্ষেত্রে বিশেষ নজরদারি রাখা হচ্ছে। কিন্তু তাঁর শরীরে এখন পর্যন্ত করোনা ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া যায়নি। দফতরের পক্ষ থেকেও অযথা গুজব না ছড়াতে এবং গুজবে কান না দিতে ও যে কোনও ধরণের সন্দেহ দেখা দিলে চিকিৎসক কিংবা স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

বিধায়ক

● **প্রথম পাতার পর**

ব্যবসায়ী চন্দন কুমার নাহাকে হল থেকে বেরিয়ে যেতে এবং পুলিশে মামলা করবেন বলে সতর্ক করেছিলেন। তবে, বিধায়কদের সাথে এমন কোনও অশালীন আচরণ করেনি বলে তিনি দাবি করেছেন।

এ বিষয়ে বিধায়ক আশীষ কুমার সাহা বলেন, পুর কমিশনারের আচরণের জন্যই তার বিরুদ্ধে বিধানসভায় স্বাধীকা ভঙ্গের অভিযোগ আনা হবে। অধ্যক্ষ ওই অভিযোগ গ্রহণ করে তাকে নোটিশ পাঠালে বিধানসভার প্রিভিলিজ কমিটির মুখোমুখি হতে হবে শৈলেশ কুমারকে। আশীষবাবু জানিয়েছেন, বিধায়ক রামপ্রসাদ পালের সাথে যুগ্ম ভাবে স্বাধীকার ভঙ্গের অভিযোগ আনবেন।

সাব্রুম

● **প্রথম পাতার পর**

সাথে সরাসরি যোগাযোগে সাব্রুমের ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্টের উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরী।

তাই তিনি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র রাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপের অনুরোধ জানিয়েছেন। পাশাপাশি সাব্রুমে ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্টের উন্নয়নের প্রস্তাব অনুমোদনের আবেদন জানিয়েছেন। এই বিষয়ে সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক বলেন, চিঠি পেয়েই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র রাষ্ট্রমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট আধিকারীকদের ডেকে ওই কাজের খোঁজ নিয়েছেন। পাশাপাশি সাব্রুমের ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্টের কাজের বিস্তারিত রিপোর্টও তলব করেছেন।

অবশেষে

● **প্রথম পাতার পর**

বন্ধ করে দিয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন। এ-বিষয়ে বাঙালি উদ্বাস্তু ফোরামের সভাপতি রথীন্দ্র রায় বলেন, আজ কাঞ্চনপুর বিজেপি মণ্ডল সভাপতি এবং সহ-সভাপতির সাথে আলোচনার মাধ্যমে আগামী দিনে দাবি পূরণে আশ্বস্ত হয়েছি। এদিনের বৈঠকের অন্তিম মুহূর্তে কাঞ্চনপুর মহকুমাশাসকও এসেছিলেন এবং আমাদের দাবিগুলি বিবেচনা করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন। তাই আজ আমরা বাড়ি ফিরে যাচ্ছি, বলেন তিনি।

নারী দিবসের প্রাক্কালে কৃতি একঝাঁক মহিলাকে স্বীকৃতি

কলকাতা, ৫ মার্চ (হি. স.) : ইন্দ্রানী গাঙ্গুলি, সঞ্চিতা ভট্টাচার্য, পায়েল পালবিভিন্ন ক্ষেত্রে এঁরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বছরভর কাজ করেন। আসন্ন মহিলা দিবস উপলক্ষে বৃহস্পতিবার ওঁদের ৩১ জন সম্বর্ধিত হলেন।

কলকাতা প্রেস ক্লাবে আজ ‘বেস্ট ফ্রেন্ডস সোসাইটি’-র সমর্থনে আহূত এক অনুষ্ঠানে সংগঠনের সভানেত্রী পাপিয়া অধিকারী এই কৃতি মহিলাদের সম্বর্ধনা জানান। মঞ্চে ছিলেন ভারতে ইউএনডিপি-র প্রচার-প্রধান মৌমিতা দস্তিদার, ‘লঞ্চার্জ এন্টারটেনমেন্টজ’-এর অধিকর্তা শাগুফতা হানাফি, অভিনেত্রী মৌবনী সরকার প্রমুখ। প্রায় ২০ বছর ধরে তাঁর নৃত্যকেন্দ্র চালাচ্ছেন ইন্দ্রানী।

কবিতা উৎসব

দুয়ের পাতার পর

আজ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জীবনানন্দ দাশ, কাজী সব্যসাচী, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীলাদ্রি শেখর বসু, আবুল কাশেম রহিমুদ্দিন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার প্রমুখের নামে নির্বাচিত কবিদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় ৬০০ নবীন ও প্রবীণ কবি ও আবৃত্তিকার এই অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছেন। এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের আধিকারিক পিয়ালি সেনগুপ্ত, জয় গোস্বামী, প্রণতি ঠাকুর সহ বেশ কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত কবি ও আবৃত্তিকার।

শান্তিরবাজারে সাংবাদিক নিগ্রহ, প্রেসক্লাবের নিন্দা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ।। শান্তিরবাজার প্রেস ক্লাবের সভাপতি, দৈনিক সংবাদ পত্রিকার শান্তিরবাজার প্রতিনিধি বরিষ্ঠ সাংবাদিক সজল কান্তি বৈদ্য হেনস্তার শিকার হলেন শান্তিরবাজার শহরে। বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক সাড়ে আটটা নাগাদ শহরের স্টেট ব্যংকের সামনে সজল কান্তি বৈদ্যকে দেখে পত্রিকায় প্রকাশিত একটি খবরের কথা টেনে বিশ্রী ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে ৪/৫ জন দুস্কৃতি। ২২/২৩ বছরের প্রত্যেকটা ছেলেই ছিল নেশাগ্রস্ত। কাঞ্চননগরে একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য মহকুমার অন্য কয়কজন সাংবাদিকও একত্রিত হয়েছিলেন সেখানে। মদমত্ত দুস্কৃতিরা তাকে গাড়ি থেকে টেনে নামানোর চেষ্টা করে এবং অন্য সাংবাদিকদেরও গালিগালাজ করে। ঘটনার আকস্মিকতায় হতচকিত পথচলতি মানুষ ও আশপাশের দোকানিরা এগিয়ে এসে প্রতিবাদ করলে দুস্কৃতিরা সরে যায়। শান্তিরবাজার প্রেস ক্লাবের তরফে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত প্রশাসনিক ব্যবসা গ্রহন এবং গনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বাধীন মত প্রকাশের পরিবেশ রক্ষা করতে সকল অংশের মানুষকে উদ্যোগী হওয়ার আবেদন জানিয়েছে শান্তিরবাজার প্রেস ক্লাব।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর কুৎসা ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করায় কদমতলায় গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৫ মার্চ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কুৎসা ফটো পোস্ট সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার এক যুবক ।ধৃত যুবকের নাম সুমন্ত নমঃ ।সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির একটি কুৎসা ফটো শেয়ার করায় ধৃত যুবকের নামে কদমতলা থানায় মামলা ।ধৃত যুবকের বাড়ি কদমতলা থানাধীন সরসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নং ওয়ার্ডে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন সরসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নং ওয়ার্ডের আমটিল্লার বাসিন্দা সুমন্ত নমঃ (৩৬) পিতা মানিক মোহন নমঃ গত ১ লা মার্চ রাত্রি আনুমানিক ৯ টা নাগাদ সোশ্যাল মিডিয়া অর্থাৎ তার ফেসবুক একাউন্টে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কুৎসা ফটো পোস্ট শেয়ার করে।

সুমন্ত নমঃ তার ব্যক্তিগত ফেসবুক একাউন্টে নরেন্দ্র মোদির কুৎসা ফটো শেয়ার করার পর কদমতলা এলাকার জৈনক সজল গোস্বামী ও জহুর উদ্দিন নামের দুই ব্যক্তি কদমতলা থানায় সুমন্ত নমের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন। অভিযোগকারীদের দাবি, দেশের প্রধানমন্ত্রীর নামে কুৎসা, কুৎসা ফটো পোস্ট ও শেয়ার করে গুরুতর অন্যায় করেছে ওই ব্যক্তি। দেশের প্রধানমন্ত্রীর নামে ও কুৎসা ফটো সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা সম্পূর্ণ আইনবিরোধী, অসাংবিধানিক ।শুধু প্রধানমন্ত্রীর নামে কুৎসা অপপ্রচার করেনি ওই বকাটে ব্যক্তি। দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর নামেও এর পূর্বে সোশ্যাল মিডিয়ায় কুৎসা ছড়িয়েছে। তাই ওই যুবকের কঠোরতম শাস্তির দাবিতে কদমতলা এলাকার জৈনক দুই নাগরিক সুষ্ঠু বিচার চেয়ে কদমতলা থানায় সুমন্ত নমের নামে মামলা করেছেন।

এদিকে লিখিত অভিযোগ পেয়ে কদমতলা থানার পুলিশ সরসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আমটিল্লার বাসিন্দা সুমন্ত নমকে গ্রেফতার করেছে। বর্তমানে সে কদমতলা থানার হেফাজতে রয়েছে। অপরদিকে কদমতলা থানার সেকেন্ড ওসি অর্থাৎ এস আই সাধন মজুমদার জানিয়েছেন, উনারা অভিযোগ মূলে সুমন্ত নমঃ নামের ব্যক্তিকে আটক করেছেন। তবে দেশের প্রধানমন্ত্রীর নামে ও কুৎসা ফটো সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা আইনত অপরাধ। সুতরাং কদমতলা থানার পুলিশ ঘটনাটি সুষ্ঠুভাবে তদন্ত করে দেখছে।

এখন দেখার বিষয় পুলিশ দেশের প্রধানমন্ত্রীর নামে কুৎসা ছড়ানোকারী ব্যক্তিকে কি শাস্তি প্রদান করে?

পর্ষদ পরিচালিত দ্বাদশ পরীক্ষার ২য় দিন শান্তিপূর্ণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ।। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত আজ ছিল উচ্চতর মাধ্যমিকের বাংলা/হিন্দি/ককবরক/মিজো, মাদ্রাসা ফাজিল আর্টস বাংলা ও মাদ্রাসা ফাজিল থিওলজি বাংলা বিষয়ের পরীক্ষা। আজ রাজ্যের মোট ৬০টি (উপকেন্দ্রসহ ৮৬টি) উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্রের সবকয়টি পরীক্ষাকেন্দ্রের অবস্থা শান্তিপূর্ণ ছিল। আজকের পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করার জন্য একজন পরীক্ষার্থীকে বহিস্কার করা হয়েছে। আজ নতুন সিলেবাসের উচ্চতর মাধ্যমিকের বাংলা/হিন্দি/ককবরক/মিজো, মাদ্রাসা ফাজিল আর্টসের বাংলা ও মাদ্রাসা ফাজিল থিওলজি-র বাংলা পরীক্ষায় ২৪,৫৩৪ জন পরীক্ষার্থীর পরীক্ষায় বসার কথা ছিল। তার মধ্যে ছাত্র ১২,৪৭৩ জন ও ছাত্রী ১২,০৬১ জন। সারা রাজ্যে পরীক্ষায় বসেছিল ২৩,৮৪৭ জন পরীক্ষার্থী। তার মধ্যে ছাত্র ১২,০৫৬ জন ও ছাত্রী ১১,৭৯১ জন। অনুপস্থিতির সংখ্যা ছাত্র ৪১৭ জন ও ছাত্রী ২৭০ জন। ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতির শতকরা হার ৯৭.২০।

আজকের পরীক্ষায় ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের গর্ভনিং বডির সদস্য ড. দীপান্বীতা চক্রবর্তী, ড. অপর্ণা দাস, অবসরপ্রাপ্ত বিদ্যালয় অধিকর্তা রঞ্জিত দেবনাথকে নিয়ে গঠিত একটি বিশেষ টিম মহারাণী তুলসীবতী উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতন, মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল উচ্চতর মাধ্যমিক ও বিদ্যাসাগর উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেন। পর্ষদ সভাপতি ড. ভবতোষ সাহা তেলিয়ামুড়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কবি নজরুল বিদ্যাভবন, বীরেন্দ্রনগর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, চৌধুরীবাড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ও রাণিরবাজার উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্র, পর্ষদের উপসচিব শুভাশিস চৌধুরী কাঁঠালিয়া উচ্চতর মাধ্যমিক, সোনামুড়া উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, মেলাঘর উচ্চতর মাধ্যমিক ও মেলাঘর উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেন। প্রতিটি জেলার ডি ই ও-দের নেত’ত্বে গঠিত একটি বিশেষ পর্যবেক্ষক দল প্রতিটি জেলার পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেন। রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের কয়েকটি পরিদর্শন টিমও কয়েকটি পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। আগামী ৭ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে মাধ্যমিক (নতুন সিলেবাস) বাংলা/ইংরেজি/হিন্দি/ককবরক/মিজো, মাধ্যমিক (পুরাতন সিলেবাস) ইংরেজি/বাংলা, মাদ্রাসা আলিম (নতুন সিলেবাস) বাংলা/ইংরেজি/হিন্দি/ককবরক/মিজো এবং মাদ্রাসা আলিম (পুরাতন সিলেবাস) ইংরেজি বিষয়ের পরীক্ষা। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পক্ষ থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

সাংসদ

● **প্রথম পাতার পর**

সরকারের এমন সিদ্ধান্তের সামনে নতজানু হবে না কংগ্রেস। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে লড়াই চলবে। সরকারের বিরুদ্ধে একাট্টা বিরোধী। সেই কারণে হুড়োহুড়ি করে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

অধীর অভিযোগ করেন যে সংসদের ভেতরেও স্বৈরাতান্ত্রিক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সেই কারণে দিল্লির হিংসা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে না। কংগ্রেসের আন্দোলনকে ঠাণ্ডা করার জন্য এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সম্মেলন স্থগিত

আটের পাতার পর

এই কারণেই পূর্ব নির্ধারিত দিনে আয়োজিত হচ্ছে না ২১ তম এশিয়ান সুরক্ষা সম্মেলনউ বিবৃতি মারফত জানানো হয়েছে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই নতুন দিনক্ষণ জানানো হবে।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বপ্নের ”ভিশন ২০২০”-র ফলই রঞ্জিতে বাংলার এই সাফল্য ?

শুরুটা হয়েছিল ২০১৫ সালে। ভারতীয় ক্রিকেটের চাণক্য জগমোহন ডালমিয়ার প্রয়াণের পর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন বেঙ্গল বা সিএবি-র দায়িত্ব হাতে পেয়েছিলেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।ইডেনের মন্থর পিচের খোলনলচে পাল্টে দেওয়াই ছিল নতুন সিএবি সভাপতির কাছে প্রথম চ্যালেঞ্জ। তিনি পেরেছিলেন। ক্রিকেটের নন্দন কাননের ২২ গজের হাল-হকিকত পুরোপুরি পাল্টে দিয়ে বিশ্বে তাক লাগিয়েছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তৈরি করে ফেলেছিলেন স্পোর্টিং ট্র্যাক। ২০১৬-র পুরুষ ও মহিলাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনাল হয়েছিল ওই পিচেই।অন্যদিকে প্রায় তলানিতে গিয়ে পৌঁছনো বাংলা ক্রিকেটকে চাঙা করতেও বিশেষ ভাবে উদ্যোগী হওয়া মহারাজ, ছয় বছর আগে ”ভিশন ২০২০” স্বপ্ন দেখে নতুন প্রকল্প চালু করেছিলেন। কাকতালিয় হলেও এটাই সত্যি, দীর্ঘ ১৩ বছর পর ২০২০-তেই রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে পৌঁছলো বাংলা। এই সাফল্যকে কি প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়কের দূরদৃষ্টি বলা যেতে পারে? অন্তত তেমনটাই মনে করছে বাংলার ক্রিকেট মহল।¯শেষ¯বাব. রঞ্জি১৯৮৯-১৯৯০”র মরশুমে ঘরের মাঠ ইডেন গার্ডেন্সে দিল্লিকে হারিয়ে রঞ্জি ট্রফি চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বাংলা। ওই শেষ। তারপর থেকে কার্যত নিচের দিকেই নেমেছে বাংলা ক্রিকেটের গ্রাফ। ২০০৬-২০০৭ মরশুমে রঞ্জি ট্রফির ফাইনাল খেলেছিল বাংলা। দলের অধিনায়ক ছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।২০১৪-র সেই সময়২০১৪ সালে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়শন অফ বেঙ্গল বা সিএবি-র যুগ্ম সচিবের দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তখনই বাংলার ক্রিকেটের হাল ধরার সিদ্ধান্ত নেন মহারাজ। কিন্তু রাতারাতি তো আর বাংলাকে রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন করা সম্ভব নয়। তাই কিছুটা সময় অতিবাহিত করার সিদ্ধান্ত নেন সৌরভ। ছকে ফেলেন ”ভিশন ২০২০”।ভিশন ২০২০ভারতীয় ক্রিকেটের চাণক্য জহমোহন ডালমিয়া তখন সিএবি সভাপতি। তাঁর সঙ্গে দেখা করে নিজের পরিকল্পনার কথা জানান অ্যাসোসিয়শনের ততকালীন যুগ্ম সচিব সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ২০২০ সালকে লক্ষ্য বানিয়ে কীভাবে বাংলার প্রত্যন্ত প্রান্ত থেকে প্রতিভা তুলে এনে, তাঁদের দিয়েই দল তৈরি করা যায়, সেই পরিকল্পনার ব্লু-প্রিন্ট জগমোহন ডালমিয়াকে দিয়েছিলেন মহারাজ। সেই পরিকল্পনায় আস্থা রেখেছিলেন প্রাক্তন বিসিসিআই সভাপতি। প্রকল্প রূপায়নের জন্য সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কেই বিশেষ দায়িত্ব দিয়েছিলেন ততকালীন সিএবি সভাপতি।কী করেছিলেন মহারাজরাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিভা তুলে আনাই শুধু নয়, তাদের সঠিক পথে পরিচালনার জন্য একটি দল তৈরি করেছিলেন। তাতে রণদেব বোস, সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণলালের মতো রাজ্য তথা দেশের প্রাক্তন ক্রিকেটারদের রেখেছিলেন। এটুকুতেই সন্তুষ্ট না হয়ে বাংলার ব্যাটিং ও বোলিং পরমার্শদাতা হিসেবে যথাক্রমে লেজেন্ড ভিভিএস লক্ষ্মণ এবং শ্রীলঙ্কার ও পাকিস্তানের কিংবদন্তি মুথাইয়া মুরলীধরন ও ওয়াকার ইউনুসকে নিয়োগ করেছিলেন সৌরভ।উঠে এলেন বেশ কিছু ক্রিকেটারবলা যায়, ”ভিশন ২০২০”-র হাত ধরেই অভিমন্যু ইশ্বরণ, অভিষেক রমন, মুকেশ কুমার, আকাশ দ্বিপ, ঈশান পোড়েলের মতো ক্রিকেটারদের উত্থান ঘটে। আজ তারাই বাইশ গজ কাঁপাচ্ছেন। ভারতীয় এ দলের নিয়মিত সদস্য হয়ে গিয়েছেন ইশ্বরণ। ভারত এ-র হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন সুদীপও। ২০১৮-র অনূর্ধ ১৯ বিশ্বকাপে ভারতের অন্যতম ভরসা হয়ে উঠেছিলেন ঈশান। আজ তাঁরাই বাংলার অন্যতম সম্পদ। অন্যদিকে ২০১৯ সালে অনূর্ধ ২৩ রঞ্জি ট্রফি চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বাংলা। দুই মরশুম আগে সিনিয়ারদের রঞ্জি ট্রফির সেমিফাইনালেও পৌঁছয় বাংলা ক্রিকেট দল।কৃতিত্ব কি সৌরভেরতাই বাংলার এই সাফল্যের জন্য বর্তমান বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে কিন্তু কৃতিত্ব দেওয়া হলে কিন্তু ভুল হবে না। ঠিক যেভাবে ২০০০ সালে ম্যাচ ফিক্সিং-এ বিপর্যস্ত ভারতীয় ক্রিকেটকে টেনে তুলেছিলেন, লর্ডসের মাঠে জার্সি উড়িয়েছিলেন, যুবনীতি আমদানি করেও অভিজ্ঞ জভাগাল শ্রীনাথকে ফিরিয়ে ভারতীয় দলকে ২০০৩ বিশ্বকাপের ফাইনালে তুলেছিলেন কিংবা অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে তাদেরই চোখে চোখ রেখে লড়াই করেছিলেন, একই ভাবে বাংলার ক্রিকেটকেও কার্যত আইসিইউ থেকে তুলে আনার ক্ষেত্রে মহারাজ যে অদ্বিতীয়ম, তা মেনে নিচ্ছেন দেশের ক্রিকেট মহল।

ফর্মে নেই তো কী হয়েছে, কিছুই হারায়নি বিরাট, কপিলের উল্টো সুর সহবাগের

নয়াদিল্লি: নিউজিল্যান্ড সফরে ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলির রান না পাওয়া নিয়ে ভিন্নমত দুই প্রাক্তন তারকা কপিল দেব ও বীরেন্দ্র সহবাগ। কয়েকদিন আগেই কপিল বলেছিলেন, বিরাটের বয়স ৩০ বছরের বেশি হয়ে যাওয়ায় তাঁর রিফ্লেক্স ও দৃষ্টিশক্তি কমে গিয়েছে। তবে এ বিষয়ে কপিলের সঙ্গে একমত নন সহবাগ। তিনি একটি সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাতকারে বলেছেন, ”বিরাটের হাতের সঙ্গে চোখের সংযোগ সংক্রান্ত কোনও সমস্যা নেই। এই সমস্যা রাতারাতি তৈরি হয় না, অনেকদিন ধরে বাড়তে বাড়তে একসময় বোঝা যায়। আমি নিশ্চিত, বিরাট শুধু ফর্ম হারিয়েছে। ওর আর কোনও সমস্যা হয়নি। বিরাট ভাল বলেই আউট হয়েছে। ফর্মে না থাকলে কোনও কিছুই ঠিকঠাক হয় না। এমন নয় যে বিরাট চেষ্টা করছে না। কিন্তু ভাগ্য ওর সঙ্গ দিচ্ছে না।”এবারের নিউজিল্যান্ড সফরে ১১ ইনিংসে মাত্র ২১৮ রান করেন বিরাট। এর মধ্যে টেস্ট সিরিজে চার ইনিংসে তাঁর রান মাত্র ৩৮। গড় মাত্র ৯.৫০। টি-২০ সিরিজ ৫-০ জিতলেও, একদিনের ও টেস্ট সিরিজের সব ম্যাচেই হেরে গিয়েছে ভারতীয় দল।তবে এই পরিস্থিতিতেও বিরাটের পাশে দাঁড়িয়ে সহবাগ বলেছেন, ”নিউজিল্যান্ডে যে বলে খেলা হয়, সেটি অনেক বেশি সিম করেছে। কেউ যদি রান না পায়, তাহলে তার সমস্যা দ্বিগুণ হয়ে যায়। এই পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া যায়। ফ্রন্ট ফুটে বেশি খেলে, বল ছেড়ে ক্রিজে টিকে থাকার চেষ্টা করা যায়। আমার মতে, কোন বলটা ছাড়তে হবে, সেটা জানা গুরুত্বপূর্ণ। আত্মবিশ্বাস থাকলে সেটা করা যায়। চাপে পড়ে গিয়েছে বলেই হয়তো বিরাট এটা করতে পারছে না।”

শাড়ি পরে ক্রিকেট, ফাইনালের আগে ভারতীয় দলের অনুপ্রেরণা মিতালি

সিডনি: ”যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে”। বাংলার প্রচলিত প্রবাদটা সম্পর্কে আমরা সকলেই অবগত। কিন্তু যারা শাড়ি পরে তারা ক্রিকেটেও খেলে। প্রথমবার টি-২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠে এটা প্রমাণ করল ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। রবিবার আন্তর্জাতিক নারী দিবসে বিশ্বকাপ ফাইনালে নামবে হরমনপ্রীত-মন্ধনারা।প্রাক্তন ভারত অধিনায়িকা মিতালি রাজের শাড়ি পরে ক্রিকেট খেলার ভিডিও অনুপ্রেরণা জোগাবে ভারতীয় দলকে। আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস উপলক্ষ্যে একটি বিজ্ঞাপনের শুটিংয়ে দেখা গিয়েছে মিতালিকে। ভারতীয় দলের হয়ে এখনও টেস্ট এবং ওয়ান ডে খেললেও গত বছর টি-২০ ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন মিতালি। না-হলে হয়তো হরমনপ্রীত-মন্ধনাদের সঙ্গে এদিন দেখা যেত মিতালিকেও। দলে না-থাকলেও ৩৭ বছরের মিতালির শাড়ি পরা ব্যাটিং অনুপ্রেরণা জোগাবে ”উইমেন ইন ব্লু”-কে।বৃহস্পিতবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে হরমনপ্রীতদের সেমিফাইনাল বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়ায় প্রথমবার মহিলাদের টি-২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছে ভারত। সিডনিতে ভারত-ইংল্যান্ড সেমিফাইনাল বৃষ্টির জন্য ভেস্তে গেলেও টুর্নামেন্টের নিয়মে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুবাদে ফাইনালের ছাড়পত্র পেয়ে যায় ভারত। গ্রুপ-এ থেকে সব ক”টি ম্যাচ জিতে সেমিফাইনালে পৌঁছেছিল হরমনপ্রীতের ভারত। গ্রুপে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে ছিল ভারত।হরমনপ্রীতরা ফাইনালে ওঠার পর ভারতীয় মহিলা দলের ক্যাপ্টেন মিতালি টুইটারে লেখেন, ”ভারত ফাইনাল ওঠায় একজন ভারতীয় হিসেবে আমি দারুণ গর্বিত। তবে ক্রিকেটার হিসেবে ইংল্যান্ড দলের জন্য খারাপ লাগছে। কিন্তু নিয়ম থাকলে কিছু করার নেই। মেয়েদের অভিনন্দন। এটা বিরাট বড় ব্যাপার।”ভারতীয় মহিলা দলকে ফাইনালের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটে ফার্স ম্যান ও ফার্স লেডি। সেমিফাইনালে বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়ায় হতাশ বিরাটপত্নী তথা বলিউড অভিনেত্রী অনুষ্কা শর্মা টুইটারে লেখেন, গত বছর পুরুষদের ৫০ ওভারের বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরে বিদায় নেয় বিরাট কোহলির ভারত। কিন্তু এ বছর ভারতীয় মহিলা দল টি-২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে ওঠায় গর্ব বোধ করছেন কোহলি।

পাসপোর্ট জালিয়াতিতে অভিযুক্ত তারকা ফুটবলার

ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার রোনাল্ডিনহোকে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্যারাগুয়েতে ঢোকার সময় তিনি জাল পাসপোর্ট জমা দিয়েছেন বলে অভিযোগ। গ্রেফতার করা হয়েছে রোনাল্ডিনহোর ভাই রোবার্তোকেও। প্যারাগুয়ে সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, বুধবার প্যারাগুয়ের রাজধানী শহর আসুনসিয়ন থেকে গ্রেফতার করা হয় দু”জনকে। রোনাল্ডিনহোর হোটেলে তল্লাশি চালায় প্যারাগুয়ের পুলিশ। সেই সময় উদ্ধার হয়ে এই জাল পাসপোর্ট। শুধু পাসপোর্ট নয়, আরও কছু জাল কাগজপত্র উদ্ধার হয় হোটেলের ঘর থেকে। প্যারাগুয়ের এক মন্ত্রী বলেছেন, ”রোনাল্ডিনহোর কাছে জাল পাসপোর্ট ও কিছু ভুয়ো কাগজ ছিল। সেগুলো প্রমাণ হিসেবে দেখিয়েছিলেন তিনি। এটা অপরাধ। সেই কারণেই ওনাদের গ্রেফতার করেছে পুলিশ।” জানা গিয়েছে, রোনাল্ডিনহোর পাসপোর্টে নাম, জন্মের তারিখ, জন্মের স্থান সবকিছু ঠিক ছিল। কিন্তু সেখানে লেখা ছিল তিনি প্যারাগুয়ের নাগরিক। এই তথ্য ভুয়ো। এই তথ্য দেখিয়ে সেই দেশে কিছু ব্যবসাও রোনাল্ডিনহো ফেঁদেছিলেন বলে খবর। এর আগে ব্রাজিল সরকারের অনুমতি না নিয়েই সে দেশে একটি ফিশিং ট্র্যাপ তৈরি করেছিলেন প্রাক্তন বার্সেলোনার তারকা। তার জন্য তাঁকে বিশাল অঙ্কের জরিমানা করা হয়েছিল। সেই টাকা শোধ করতে পারেননি রোনাল্ডিনহো। তাই ব্রাজিল ছেড়ে বাইরে যাওয়ার অনুমতি ছিল না তাঁর। পুলিশ জানিয়েছে, প্যারাগুয়েতে এক ক্যাসিনোর মালিক রোনাল্ডিনহোকে আমন্ত্রণ করেছিলেন। সেইজন্যই তিনি সে দেশে গিয়েছিলেন। কিন্তু যেতে গিয়ে ভুয়ো পাসপোর্ট ব্যবহার করেন তিনি। এই অভিযোগেই গ্রেফতার হতে হয় রোনাল্ডিনহোকে।

PNIeT No : 65/EE/PWD(DWS)/AMB/2019-20

The Executive Engineer, DWS Division Ambassa, Dhalai District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tenders. The details are below :

Sl No.	DNIe T No	Estimated Cost	Deadline for bidding
1.	DNIe-T No. 27/EE/PWD(DWS)/ AMB/2019-20 (2nd Call)	351002.00	18-03-2020

All details can be seen press notice & bid documents for the work on website www.tripuratenders.gov.in at free of cost. For contact 03826-267230/9436355955

For and on behalf of Governor of Tripura.

(Er. H. Chakma)
Executive Engineer
DWS Division, Ambassa,
Dhalai District, Tripura.
dt. 25/02/2020

ICA/C-2745/2019-20

বাপ কা বেটা...! মেসির ছেলের অসাধারণ দুই গোলের ভিডিয়ো ভাইরাল

নিজস্ব প্রতিবেদন : বাবা বিশ্বের অন্যতম সেরা স্ট্রাইকার। তাই বলে ছেলেকেও ফুটবলার হতে হবে এমন কোনও মানে নেই। তবে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো নিজের ছেলেকে ফুটবলার হিসাবে গড়ে তুলছেন। আর পিছিয়ে নেই লিওনেল মেসিও। এর আগে বহুবার ছোটদের ফুটবলে দুরন্ত গোল করে আলোচনায় উঠে এসেছে রোনাল্ডোর ছেলে। কিন্তু মেসির ছেলের পায়ের জাদুর ঝলক তেমন দেখা যায়নি। তবে এবার দুরন্ত দুটি গোল করে ইন্টারনেটে ভাইরাল হল মেসির ছোট্ট ছেলে।মাত্র সাত বছর বয়স মেসির বড় ছেলে থিয়াগোর। এরই মধ্যে সে বুঝিয়ে দিল যে ফুটবলে তাঁর ভবিষ্যতউজ্জ্বল। বার্সেলোনা একাডেমির অনূর্ধ-৮ টিমের খেলোয়াড় থিয়াগো। বাবার পথেই এগোচ্ছে মেসির ছেলে। তবে মেসির মতো বাঁ পায়ের ফুটবলার নয় থিয়াগো। কিন্তু স্কিল বা টেকনিকে তার মধ্যে মেসির ছাপ রয়েছে বলে মনে করেন নেটিজেনদের একাংশ। বাবার মতোই থিয়াগো খেলে ১০ নম্বর জার্সি পরে।অবিশ্বাস্য! প্রায় ৭০ গজ দৌড়ে গোল করে তাক লাগিয়ে দিলেন এমবাপেদুই ভাগে ভাগ হয়ে ম্যাচ খেলছিল বারসার বয়সভিত্তিক দলটি। থিয়াগো খেলছিল সার্জিও দলের হয়ে। বারসার ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার সার্জিও বুসকেটসের নামে এই দল। সার্জিও দলটি ৯-২ গোলে জিতেছে। দুটি অনবদ্য গোল করেছে মেসির ছেলে।

মহিলাদের টি-২০ বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারতের সামনে অস্ট্রেলিয়া

সিডনি: এবারের মহিলা টি-২০ বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে যে দু”টি দল খেলেছিল, ফাইনালেও তারাই মুখোমুখি হচ্ছে। আজ বৃষ্টির জন্য প্রথম সেমি-ফাইনাল ম্যাচে এক বলও খেলা না হওয়ায় গ্রুপের শীর্ষে থাকার সুবাদে ইংল্যান্ডকে টপকে ভারতই ফাইনালে পৌঁছে যায় ভারত। বৃষ্টির জন্য ওভার সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হলেও, দ্বিতীয় সেমি-ফাইনাল ম্যাচটি অবশ্য হয়। সেই ম্যাচে ডাকওয়ার্থ লুইস নিয়মে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫ রানে হারিয়ে ফাইনালে চলে গেল ভারত। রবিবার পঞ্চম খেতাবের লক্ষ্যে মাঠে নামবে গতবারের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া। অন্যদিকে, প্রথমবার ফাইনালে ওঠা ভারত অধরা খেতাব দখলে নেওয়ার চেষ্টা করবে।আজ বৃষ্টির জন্য দ্বিতীয় সেমি-ফাইনাল দেরিতে শুরু হয়। টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয় দক্ষিণ আফ্রিকা। অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসের নির্ধারিত ২০ ওভারই খেলা হয়। ৫ উইকেটে ১৩৪ রান করে অস্ট্রেলিয়া। সর্বোচ্চ ৪৯ রান করে অপরাজিত থাকেন অধিনায়ক মেগ ল্যানিং।কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস শেষ হওয়ার পর ফের বৃষ্টি নামে। দীর্ঘক্ষণ বন্ধ থাকে খেলা। শেষপর্যন্ত বৃষ্টি থামার পর ওভার সংখ্যা কমিয়ে ১৩ করার পর ফের খেলা শুরু হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার সংশোধিত টার্গেট হয় ৯৮। লরা ইলভার্ট (৪১ অপরাজিত) জয়ের আশা জাগিয়েছিলেন। কিন্তু ১৩ ওভারে ৫ উইকেটে ৯২ রানেই থেমে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা।

পাকিস্তানে যেতে নারাজ মুশফিক, চটে গিয়ে ছাড়লেন মিটিং

বেশ কয়েক দিন ধরে বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ে তিন ম্যাচ টি-টোয়েন্টি সিরিজ চলছে। এর ফাঁকে টিম হোটেলে মুশফিককে নিয়ে মিটিংয়ে বসেন প্রধান কোচ রাসেল ডমিঙ্গো এবং দুই নির্বাচক মিনহাজুল আবেদীন নান্নু ও হাবিবুল বাশার সুমন। পাকিস্তানে যাওয়া নিয়ে আলোচনা করাই ছিলো তাদের একমাত্র লক্ষ।কিন্তু, পাকিস্তানে যেতে না চাওয়ায় জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে তৃতীয় ম্যাচে মুশফিককে বাদ দিতে হবে বলে জানান ডমিঙ্গো-নান্নুরা। এই কথায় প্রচন্ড অপমানিত এবং ক্ষুব্ধ হয়ে যান মুশি। এই নিয়ে অনেকেই অনেক মন্তব্য করেছে ইতিমধ্যে।

এর আগেই অবশ্য এমন কিছুর ইঙ্গিত দেন প্রধান নির্বাচক মিনহাজুল আবেদীন। তিনি বলেন, আমরা মুশফিককে ডেকেছিলাম। তার সঙ্গে বসেছিলাম। পাকিস্তানে যাবে কিনা, জানতে চেয়েছিলাম। সে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে- যাবে না।প্রসঙ্গত, শেষমেশ তিন পর্বে পাকিস্তান সফরে যেতে রাজি হয় বাংলাদেশ। আর ইতিমধ্যে দুবার সফরও করে ফেলেছেন তারা।ওই দুবারের কোনো বারই দলের সঙ্গে যাননি মুশফিক। নিরাপত্তা অজুহাতে পারিবারিক আপত্তির কারণে সফর থেকে বিরত থাকেন তিনি।

আইপিএল-এর উপর নির্ভর করছে ধোনির ভবিষ্যত জানিয়ে দিলেন দুই নির্বাচক

ফের ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরে প্রশ্ন উঠল মহেন্দ্র সিং ধোনির ভবিষ্যত নিয়ে। পাশাপাশি ভারতীয় দল সামলানো বিরাট কোহলি এবং রবি শাস্ত্রীকে কীভাবে সামলাবেন তা নিয়েও প্রশ্নবানের মুখে পড়লেন জাতীয় নির্বাচক কমিটির নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান সুনীল জোশি এবং সদস্য হরবিন্দর সিং। প্রসঙ্গত, বুধবারই বিসিসিআইয়ের ক্রিকেট অ্যাডভাইজরি কমিটিতে স্থান করে নিয়েছেন তাঁরা।মঙ্গলবার তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন মদন লাল, আরপি সিং ও সুলক্ষণা নায়েকের ক্রিকেট উপদেষ্টা কমিটি। নতুন নির্বাচক বাছাই পর্বের সাক্ষাতকারে এম এস ধোনির ভবিষ্যতের বিষয়ে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি কী এ প্রশ্নের উত্তরে দুজনেই জানিয়েছেন যে তাঁরা ধোনির সঙ্গে কথাবার্তার পথ খোলা রাখবেন এবং আইপিএল-এ তাঁর পারফরম্যান্সের উপর ভবিষ্যতে ভারতের জার্সিতে খেলার বিষয়টি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।বুধবার সাক্ষাতকারের সময় মহেন্দ্র সিং ধোনি বাদেও টিম ম্যানেজমেন্টের বিষয়েও প্রশ্ন তোলা হয়। যদিও কমিটির তরফে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে এক বছর এই নির্বাচন কমিটির পারফরম্যান্সও বিচার করা হবে। তবে এই সাক্ষাতকার পর্বের মূল বিষয় ছিলেন ধোনি। যদিও তাঁরা জানিয়েছেন আসন্ন আইপিএলে ধোনির পারফরম্যান্স বিচার করে তবেই তাঁকে আগামী টি২০ বিশ্বকাপে বিকল্প হিসেবে ভাববেন।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ত্রিপুরা বিদ্যুৎ অনুজ্ঞাপত্র প্রদানকারী পর্ষদ কর্তৃক ২০২০ইং সনের ইলেকট্রিকেল সুপার ভাইজার ও অপারেটিভ ইলেকট্রিকেল ওয়ার্কম্যান এর কেন্দ্রিয় বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ (নিরাপত্তা ও বৈদ্যুতিক সরবরাহ সম্পর্কিত ব্যবস্থা) রেগুলেশন ২০১০ ইং এর ধারা অনুযায়ী মৌখিক ও লিখিত পরীক্ষা আগামী জুলাই ও আগস্ট ২০২০ইং সনে যথাক্রমে গ্রহণ করা হইবে। এত দ্বারা আগ্রহী পরীক্ষার্থীদের জানানো যাইতেছে যে আবেদনপত্র (ফর্ম-এ) এবং সিলেবাস (বুকলেট) আগামী ১৬ মার্চ ২০২০ইং হইতে ১৭ এপ্রিল ২০২০ ইং বেলা ১১টা হইতে বিকাল ২টা পর্যন্ত প্রত্যহ অফিস চলাকালীন যেকোন আগরতলা বৈদ্যুতিক পরিদর্শকের কার্যালয় হইতে ৬০(ষাট) টাকা মূল্যের বিনিময়ে সংগ্রহ করা যাইবে।

উক্ত পরীক্ষার আবেদনপত্র (ফর্ম-এ) ২৪ শে এপ্রিল ২০২০ ইং বিকাল ২টা পর্যন্ত গ্রহণ করা হইবে। উক্ত তারিখের পরে কোন আবেদনপত্র গ্রহণ করা হইবে না।

ইলেকট্রিক্যাল কন্ট্রাক্টর লাইসেন্স এর ফর্ম (ফর্ম-ডি) ১০(দশ) টাকা মূল্যের বিনিময়ে উক্ত তারিখ হইতে সংগ্রহ করা যাইবে এবং আবেদনপত্র ২৪ শে এপ্রিল ২০২০ইং বিকাল ২টা পর্যন্ত গ্রহণ করা হইবে।

ইলেকট্রিক্যাল সুপার ভাইজার ও অপারেটিভ ইলেকট্রিকেল ওয়ার্কম্যান যাহারা ২০১৯ইং সনে পাশ করেছেন তাহাদেরকে ৩১-০৩-২০২০ তারিখ এর মধ্যে গোর্খাবস্তিস্থিত বৈদ্যুতিক পরিদর্শকের অফিস থেকে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে।

বৈদ্যুতিক পরিদর্শক,
পদাধিকার বলে সচিব
ত্রিপুরা ইলেট্রিক্যাল লাইসেন্সিং বোর্ড,
আগরতলা, ত্রিপুরা (পঃ)।

ICA/D-1835/2019-20

বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে বিরাটকে , ভারত পেতে পারে নতুন অধিনায়ক

নিউজিল্যান্ডে হতাশাজনক টেস্ট সিরিজ শেষ করার পর আগামী ১২ মার্চ থেকে ভারতে শুরু হবে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ওয়ান ডে সিরিজ। এই সিরিজে তিনটি ওয়ান ডে ম্যাচ খেলবে দক্ষিণ আফ্রিকা। সিরিজের জন্য এখনও ভারতীয় দল ঘোষণা করা হয়নি। তবে সূত্রের খবর এই সিরিজের জন্য বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে বিরাটকে। সূত্রের খবর যদি ঠিক হয় তাবে এই সিরিজের জন্য এক্ক নতুন অধিনায়ক পেতে পারে ভারতীয় দল।কারন বিশ্রামে যাবেন বিরাট, অপর দিকে সহ-অধিনায়ক রোহিত এখনও চোট থেকে ফিট হতে পারেননি। ফলে নতুন অধিনায়ক বাধ্যতামূলক। কিন্তু কে হবেন নতুন অধিনায়ক? সে ব্যাপারে সূত্র জানাচ্ছে এখানে উঠে আসছে কেএল রাহুলের নাম। কারন নিউজিল্যান্ডের টি-২০ ম্যাচ চলাকালীন রোহিতের চোট লাগার পর অধিনায়কত্ব করেছিলেন রাহুল।যদিও সিনিয়র ব্যাটসম্যান হিসেবে শিখর ধাওয়ান দলে দলে ফিরছেন, কিন্তু তাঁর কথা অধিনায়ক হিসাবে ভাবা হচ্ছেনা বলে সূত্রের খবর। তাই বিরাটকে বিশ্রাম দেওয়া হলে কেএল রাহুলই হতে পারে পরবর্তী অধিনায়ক।

বিজ্ঞপ্তি

ভারতের নির্বাচন কমিশনের আদেশ অনুসারে ১লা জানুয়ারী, ২০২০ইং তারিখকে বয়সের ভিত্তি তারিখ ধরে ত্রিপুরার ৬০টি বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্রের ভোটার তালিকা ধারাবাহিক সংশোধন প্রক্রিয়া চলিতেছে। ১৯৫০ইং সনের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন এবং ১৯৬০ইং সনের নির্বাচক নিবন্ধন নিয়ামাবলী অনুযায়ী ভোটার তালিকায় কোন দাবী ও আপত্তি দাখিল করার জন্য নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিক (মহকুমা শাসক) অফিসে অথবা নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিক কর্তৃক নিযুক্ত দায়িত্ব প্রাপ্ত BLO র নিকট দাখিল করা যাবে।

* যাদের বয়স ১লা জানুয়ারী, ২০২০ইং তারিখে বা তার আগে ১৮ বছর পূর্ণ হয়েছে তারা ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য ৬নং ফর্মে আবেদন করা যাবে। ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির যোগ্য কোন ব্যক্তির নাম বাদ পড়ে থাকলে নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য ৬নং ফর্মে আবেদন করা যাবে।

*প্রকাশিত তালিকায় কোন নামের অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে আপত্তি বা অভিযোগ থাকলে ৭নং (7 No) ফর্মের মাধ্যমে আপত্তি দাখিল করা যাবে।

* প্রকাশিত তালিকায় আপনার ছবি, নাম ও অন্যান্য বিবরণ সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে কিনা দেখে নিন। কোন ত্রুটি থাকলে ৮নং (8 No) ফর্মে আবেদন করা যাবে।

* একই বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্রের মধ্যে ইতিমধ্যে বাসস্থান পরিবর্তন করে থাকলে এবং নতুন ঠিকানায় যদি নাম অন্তর্ভুক্তি করতে ইচ্ছুক হ ন, তবে ৮-ক (8-A) ফরমে আবেদন করতে পারেন। কিন্তু অন্য বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্রে বাসস্থান পরিবর্তন করে থাকলে নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য ৬নং ফর্মে আবেদন করতে হবে।

* ভোটার তালিকা পরিদর্শন এবং বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ফর্ম সংগ্রহের জন্য আপনার এলাকার BLO (Both Level Officer) অথবা সংশ্লিষ্ট মহকুমা শাসকের অফিসে যোগাযোগ করুন।

* ফরম নং ৬, ৭, ৮ ৮ক সঠিকভাবে পূরণ করুন। ফর্ম পূরণ করার নিয়মাবলী সঠিক ভাবে দেখে ফরম পূরণ করুন।

* শুনানির দিনে নির্দিষ্ট স্থানে অর্থাৎ মহকুমা শাসকের অফিসে সাক্ষাৎ প্রমাণ সহ উপস্থিত থেকে আপনার দাবির স্বপক্ষে ব্যাখ্যা প্রদান করুন।

* যারা অনলাইনে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তি /সংশোধন করিতে ইচ্ছুক, তারা ইলেকশন কমিশনের Website(www.nvsp.in) এ লগ ইন করে প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী অনুসরণ করে আবেদন করতে পারেন।

ICA/D-1839/2019-20

গিনিস বুকের রেকর্ডে এখনো উজ্জ্বল তিন ভারতীয় ক্রিকেটারের নাম

গিনিস বুকে অনেকেই নাম লেখাতে চায় কিন্তু সবার পক্ষে সম্ভব হয় না নাম লেখানো। গিনিস বুকে নাম লেখানোর জন্য এমন কিছু করতে হবে যা আগে কেউ করে দেখাতে পারেনি। যদি কেউ কিছু করে গিনিস বুকে নাম লেখায় তাহলে তার চেয়ে আরও ভালো করলে তবেই গিনিস বুকে নাম লেখানো যাবে। বিভিন্ন ব্যক্তি তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের জন্য নিজেদের নাম গিনিস বুকে তুলেছেন। সেই তালিকা থেকে বাদ যায়নি ক্রিকেটারদের নামও।এমন অনেক ক্রিকেটার আছেন যারা তাদের অসাধারণ প্রতিভার জন্য গিনিস বুকে নাম লিখিয়েছেন। এমনকি তাদের সেই রেকর্ড আজ পর্যন্ত কেউ ভাঙতে পারেনি। সেই সব ক্রিকেটারদের মধ্যে রয়েছে তিন ভারতীয় ক্রিকেটারের নাম। যারা তাদের অসাধারণ কাজের জন্য গিনিস বুকে নাম লিখিয়েছেন।রাজা মহারাজ সিং এমন একজন ক্রিকেটার যিনি সবচেয়ে বেশি বয়সে ভারতীয় ক্রিকেটে ডেবিউট করেন। ১৯৫০ সালে ৭২ বছর বয়েছে তিনি কমনওয়েলথ একাদশের বিপক্ষে ভারতের গভর্নরের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন। এত বয়েসে এখন পর্যন্ত কোন ক্রিকেটার ডেবিউট না করায় তার নাম রয়ছে গিনিস বুকে।মহেন্দ্র সিং ধোনি তার গিনিস বুকে আছে কারণ ২০১১ সালে বিশ্বকাপের ফাইনালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে যে রিবক উইলো ব্যাট দিয়ে তিনি শেষ বলে ছয় মেরে ম্যাচ জিতিয়ে ছিলেন সেই ব্যাটটি লন্ডনে ‘ইস্ট মিটস ওয়েস্ট’ ইভেন্টে আর কে গ্লোবাল ১৬১,২৯৫ ডলারে কিনে নেয়। এখন পর্যন্ত কারো ব্যাট এতো দামে বিক্রি না হওয়ায় তার নাম গিনিস বুকে আছে।বিরাগ মারে যিনি টানা ৫০ ঘন্টা ব্যাট করে গিনিস বুকে নাম তুলে নেন। এই ৫০ ঘন্টা ব্যাট করার জন্য তাকে ২৪৪৭ টা বল খেলতে হয়েছিল।

করোনা-সংক্রমণে চিনে মৃত বেড়ে ৩,০১২, অস্ট্রেলিয়ায় দ্বিতীয় মৃত্যু

চিন, ৫ মার্চ (হি.স.): মৃত্যু-মিছিল থামছেই না! কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসের প্রকোপে চিনে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত আরও ৩১ জনের মৃত্যু হয়েছে চিনে। নতুন করে ৩১ জনের মৃত্যুর পর চিনে করোনা-সংক্রমণে মৃত্যুর সংখ্যা ৩ হাজার ০১২-তে গিয়ে ঠেকেছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে চিনে আরও ১৩৯ জন আক্রান্ত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার সকালে ন্যাশনাল হেল্‌থ কমিশন জানিয়েছে, সমগ্র চিনে এখনও পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ৮০,৪০৯ জন। সুস্থ হওয়ার পর ৫২,০৪৫ জনকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৩,০১২ জনের। করোনাভাইরাসের সংক্রমণে চিনের পাশাপাশি

বিশ্বের অন্যান্য দেশেও মৃত্যু-মিছিল অব্যাহত। অস্ট্রেলিয়ায় করোনা-সংক্রমণে মৃত্যু হল আরও একজনের। সিডনিতে মৃত্যু হয়েছে ৯৫ বছর বয়সী একজন বৃদ্ধার। অস্ট্রেলিয়ায় এখনও পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ৪১। স্বাস্থ্য মন্ত্রী গ্রেগ হান্ট জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সিডনির বৃদ্ধাশ্রমে ৯৫ বছর বয়সী একজন বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। ওই বৃদ্ধাশ্রমেই সংক্রমিত আরও ৩ জনের চিকিৎসা চলছে। ওই বৃদ্ধার মৃত্যুর পর অস্ট্রেলিয়ায় কোভিড-১৯ সংক্রমণে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে।

দক্ষিণ কোরিয়ায় করোনা-সংক্রমণে মৃত্যু বেড়ে ৩৫ গোটা বিশ্বে আক্রান্ত ৯৩ হাজার

সিওল, ৫ মার্চ (হি.স.): দক্ষিণ কোরিয়ায় করোনাভাইরাস-এর সংক্রমণে প্রাণ হারালেন আরও ৩ জন। আরও ৩ জনের মৃত্যুর পর দক্ষিণ কোরিয়ায় মৃত্যুর সংখ্যা গিয়ে ঠেকেছে ৩৫-এ। নতুন করে ৪৩৮ জনের শরীরে করোনাভাইরাস ধরা পড়েছে। সবমিলিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা ৫ হাজার ৭৬৬।

বৃহস্পতিবার সকালে কোরিয়া সেন্টার ফর ডিজিস কন্টোল এন্ড প্রিভেনসন-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ায় নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৪৩৮ জন। গোটা দেশে সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা ৫,৭৬৬ জন। প্রাণ হারিয়েছেন আরও ৩ জন, মৃতের সংখ্যা ৩৫-এ পৌঁছেছে।

গোটা বিশ্বে হুহু করে ছড়িয়ে পড়ছে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাস। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) জানিয়েছে, গোটা বিশ্বে বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ৯৩,০০০। চিন, দক্ষিণ কোরিয়া-সহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে মৃতের সংখ্যা ৩,১৯৯।

ভারতে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত ২৯ জন হর্ষ বর্ধন

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ (হি.স.): কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসের হানায় ইতিমধ্যেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যেউ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে সংক্রমণউ বুধবার সংক্রমণের সংখ্যা ছিল ২৮, বৃহস্পতিবার তা বেড়ে হয়েছে ২৯উ চিন, দক্ষিণ কোরিয়া, আমেরিকা, ইতালি-বিশ্বের বিভিন্ন দেশে থাবা বসিয়ে এবার কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাস ক্রমশই ছড়াচ্ছে ভারতেওউ এমতাবস্থায় বৃহস্পতিবার করোনাভাইরাস নিয়ে সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় বিবৃতি দিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড: হর্ষবর্ধনউ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-র পরামর্শের আনেক আগেই, গত ১৭ জানুয়ারি থেকে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল ভারতউ...৪ মার্চ পর্যন্ত ভারতে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছে ২৯ জন।

বৃহস্পতিবার পাচ দিবসীয় ফাউন্ডেশন কোর্সের উপর আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী। ছবি- নিজস্ব।

রাজ্য সরকারগুলিকে অস্থির করে গণতন্ত্রের অবসান ঘটাতে চাইছে বিজেপি : কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ (হি. স.) : দেশে গণতন্ত্রের অবসান চায় ভারতীয় জনতা পার্টি এমনটাই অভিযোগ তুলল কংগ্রেস । মধ্যপ্রদেশের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত কংগ্রেস সরকারকে ফেলতে চায় বিজেপি। আরও অন্যান্য বিরোধী দলগুলির দাবি বিজেপি অন্য কাউকে সরকার গঠন করতে দেয় না। কংগ্রেসও এই বিষয়টি সংসদে উত্থাপন করবে।

বৃহস্পতিবার সংসদ ভবন কমপ্লেক্সে এক সংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা গুলাম নবী আজাদ, অধীর রঞ্জন চৌধুরী, বিবেক তনখা এবং রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা বলেন, রাজ্য সরকারগুলিকে অস্থির করছে বিজেপি। তারা বলেছিলেন যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে একই রকম কার্যক্রম করে চলেছে।

মধ্যপ্রদেশ সরকারকে ফেলার এটাই প্রথম চেষ্টা ছিল না। এর আগে রাজস্থানেও এই উদাহরণ দেখা গিয়েছিল। মহারাষ্ট্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেয়েও বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী রাতারাতি শপথ নিয়েছিলেন।

তিনি আরও বলেন , কাশ্মীর থেকে কর্ণাটক এবং অরুণাচল থেকে মহারাষ্ট্র পর্যন্ত বিজেপি ছাড়া অন্য কোনও দল সরকার গঠন করতে পারবে না।

আজাদ বলেন, সংসদে এই বিষয়টি কংগ্রেস অবশ্যই উত্থাপন করবে এবং ব্যাখ্যা করবে যে কীভাবে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার রাজনৈতিক দলগুলির নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার চেষ্টা করছে। তিনি বলেন , কংগ্রেস সরকার মধ্যপ্রদেশে কোটি কোটি টাকার লোভ দেখিয়ে বিধায়কদের কেনার ষড়যন্ত্র বিজেপি করছে।

এই প্রসঙ্গে, বিবেক তনখা মধ্য প্রদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে দুঃখজনক বলে বর্ণনা করেন এবং বলেন, এটি গণতন্ত্রের জন্য বিপজ্জনক। সরকারি সংস্থাগুলির শক্তিতে ছত্তিশগড়ের কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধেও একই রকম প্রচেষ্টা করা হয়েছিল।

তিনি বলেন, যে বিজেপির যতই চেষ্টা করুক না কেন মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেস সরকার স্থিতিশীল। তাদের বিধায়করা বিক্রয়ের জন্য নয়। কংগ্রেসের মুখপাত্র রণদীপ সুরজেওয়ালা বিজেপিকে আক্রমণ করে বলেন, , কংগ্রেসের ১৪ জন বিধায়কের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছিল, কিন্তু কাজ না হওয়ায় আবারও চেষ্টা করা হয়।

করোনা রোধে নেওয়া হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ : ডাঃ হর্ষবর্ধন

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : করোনাভাইরাস মোকাবিলায় নেওয়া হচ্ছে সমস্ত রকমের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বৃহস্পতিবার সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভায় দাঁড়িয়ে এমনই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রী ডাঃ হর্ষবর্ধন। এদিন তিনি বলেন, প্রতি মুহূর্তে পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে। বিভিন্ন বিভাগের সকল আধিকারিকদের এবং রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসনকে সতর্ক করা হয়েছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা হু-এর সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখে চলেছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক। ৪ মার্চ পর্যন্ত গোটা বিশ্বে ৮০,২৭০ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। যার মধ্যে ২৯৮১ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। বিশ্বের ৭৮টি দেশে এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে। যার মধ্যে ৩০টি দেশে লোকান ট্রান্সমিশনের কারণে হয়েছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংগঠন ৩০ জানুয়ারি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছিল। গোটা দেশে এখনও পর্যন্ত ২৯জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। পরিস্থিতির উপর নজর রেখে চলেছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় সচিবদের সঙ্গে রাজ্যগুলির সচিবদের বৈঠক হয়েছে।

পাশাপাশি তিনি আরও জানিয়েছেন, ইরানের তেহরানে যে সকল ভারতীয় আটকে পড়েছে। তাদের ফিরিয়ে আনার কাজ চলছে।

করোনাভাইরাস পরীক্ষার শংসাপত্র দেখাতে হবে ভারতে ঢুকতে গেলে

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ (হি.স.) : এবার থেকে ইতালি এবং দক্ষিণ কোরিয়া থেকে ভারতে প্রবেশ করতে গেলে দেখাতে হবে করোনাভাইরাস পরীক্ষার সার্টিফিকেট। ১০ মার্চ থেকে এই নির্দেশিকা চালু হবে। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফে জারি করা নতুন নির্দেশিকায় বলা হয়েছে যে যতক্ষণ না পর্যন্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই নির্দেশিকা জারি থাকবে। ইতালি, দক্ষিণ কোরিয়া এবং ইরান থেকে আসা যাত্রীদের সে দেশের কোনও প্রতিষ্ঠিত ল্যাব থেকে করোনাভাইরাস পরীক্ষা করানোর সার্টিফিকেট দেখাতে হবে এবং সেটি অবশ্যই নেগেটিভ হতে হবে আর তবেই পাওয়া যাবে ভারতে প্রবেশের ছাড়পত্র। উল্লেখ করা যেতে পারে ইতালি এবং দক্ষিণ কোরিয়ার নাগরিকদের জন্য আগেই ই-ভিসা বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল।

করোনা-আতঙ্ক! ২১ তম এশিয়ান সুরক্ষা সম্মেলন স্থগিত

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ (হি.স.): আগামী ১২ এবং ১৩ মার্চ দিল্লিতে আয়োজিত হওয়ার কথা ছিল ২১ তম এশিয়ান সুরক্ষা সম্মেলনউ কিন্তু, দিল্লি-সহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসের হানায় আপাতত ১২ এবং ১৩ মার্চ দিল্লিতে আয়োজিত ২১ তম এশিয়ান সুরক্ষা সম্মেলন স্থগিত করা হয়েছেউ বৃহস্পতিবার ভারত সরকার এমনই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। চলতি মাসের ১২ এবং ১৩ মার্চ দিল্লিতে আয়োজিত হওয়ার কথা ছিল বার্ষিক এশিয়ান সুরক্ষা সম্মেলনউ কিন্তু, ভারতে দ্রুত গতিতে ছড়াচ্ছে করোনাভাইরাস।

ছয়ের পাতায় দেখুন

পুর নিগমের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মিছিল বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ ঃ আগরতলা পুর নিগমের কাজকর্মের বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে শুরু করেছে শাসকদল বিজেপি। বামফ্রন্ট পরিচালিত আগরতলা পুর নিগম প্রশাসনকে কোণঠাসা করতে লাগাতার আন্দোলনের পথেই এগোচ্ছে বিজেপি। বৃহস্পতিবার বিজেপি সদর জেলাকমিটির পক্ষ থেকে গৃহ সম্পত্তি ক্রোক করার অমানবিক হুমকির প্রতিবাদে রাজপথে মিছিল ও ডেপুটেশান প্রদান করা হয়েছে। মিছিল ও ডেপুটেশানে অংশ নিয়ে বিজেপির সদর জেলা সভাপতি অলক ভট্টাচার্য বলেন, সম্পত্তি কর আদায়ের নামে জমিদারতন্ত্র কায়েম করা চলবে না। ট্যাক্স না দেওয়ায় সম্পত্তি ক্রোক করা যাবে না, এ ধরনের অমানবিক হুমকি প্রত্যাহার করে নেয়ার জন্য তিনি দাবি জানিয়েছেন। অন্যথায় আগরতলা পুর নিগমের বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলেও বিজেপির জেলা সভাপতি হুশিয়ারী দিয়েছেন।

শহরে হকারদের দোকানপাট নষ্ট করল দুস্কৃতিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ ।। রাজধানী আগরতলা শহরের কামান চৌমুহনিতে ফুটপাত ব্যবসায়ীদের অস্থায়ী দোকানগুলি প্রায় সময়ই রাতে কতিপয় সমাজদ্রোহী ক্ষতিগ্রস্ত করে চলেছে। বিশেষ করে ৫টি ঠেলা রিক্সা প্রায়ই উল্টে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। এইসব ঠেলা রিক্সা করে ফল, ফুল ইত্যাদি বিক্রি করে হকাররা। এসব বিষয় ইতিপূর্বেও স্থানীয় বিধায়ক আশিস সাহা এবং পশ্চিম থানার পুলিশকে জানানো হয়েছে। পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয়নি। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা জানান, কামান চৌমুহনিতে সিসি ক্যামেরা রয়েছে। সিসি ক্যামেরা খতিয়ে দেখলেও সমাজদ্রোহীদের চিহ্নিত করতে পারে পুলিশ। বৃহস্পতিবার ক্ষতিগ্রস্ত হকাররা পশ্চিম থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

জনকল্যাণমূলক এবং সামাজিক প্রকল্পগুলির সঠিক রূপায়ণের মাধ্যমেই আদর্শ গ্রাম গঠন সম্ভব : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ।। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি নিজ নিজ এলাকায় রূপায়ণের ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণদের সদর্থক ভূমিকা নেবার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। জনকল্যাণমূলক এবং সামাজিক প্রকল্পগুলির সঠিক রূপায়ণের মাধ্যমেই আদর্শ গ্রাম গঠন সম্ভব বলে দাবি করেন তিনি।

বৃহস্পতিবার আগরতলার পঞ্চায়েতরাজ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের পাঁচ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় জনপ্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, মডেল রাজ্য গঠনের পরিকল্পনা গ্রাম থেকেই আসে। সশক্ত গ্রামই সশক্ত রাজ্য গঠনে সক্ষম। গ্রাম পঞ্চায়েতগুলো সঠিকভাবে কাজ করলেই রাজ্যের উন্নয়ন নিশ্চিত করা যাবে। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং সদস্যদের মিলিতভাবে গ্রামোন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তিনি বলেন, গ্রাম উন্নয়নে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং উপপ্রধানরা যেন অধিক পরিমাণে সময় ব্যয় করতে পারেন সেজন্য রাজ্য সরকার তাদের বেতন ভাতা বৃদ্ধি করেছে। ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের পাশাপাশি আগরতলা পুর নিগম, বিভিন্ন পুর পরিষদ ও নগর পঞ্চায়েতের পদাধিকারীগণেরও বেতনভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যে পঞ্চায়েত মনিটরিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। প্রযুক্তির সহায়তায় পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন তথ্য বর্তমানে অল্প সময়ের মধ্যেই উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে যায়। এর ফলে গ্রামের উন্নয়ন কাজ তরান্বিত হচ্ছে।

তিনি বলেন, জনজাতি এলাকায় এমজিএনরেগায় প্রায় ৭১ শ্রমদিবসের কাজ হয়েছে এবং রাজ্যে গড়ে প্রায় ৫৬ শ্রমদিবসের কাজ হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী গ্রাম পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে বলেন, তাঁরা তাঁদের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলিতে কতজন রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধার অন্তর্ভুক্ত, এলাকায় কতজন নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি-সহ কতজন সামাজিক বিভিন্ন দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত ইত্যাদি বিষয়ে তাদের অবগত থাকতে হবে। এছাড়াও পঞ্চায়েত সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত এলাকার গর্ভবতী মহিলারা সঠিক সুবিধা পাচ্ছেন কি না, শিশুর মৃত্যুর কারণ নির্ধারণ, ম্যালেরিয়ার প্রভাব ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে সচেতন থাকলে এবং এই সমস্যাগুলি থেকে মুক্তি সম্পর্কে সচেতন করতে পারলে সহসাই মডেল রাজ্য গঠন করা যাবে।

তিনি বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে রাজ্যের কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করতে মৌমাছি পালন অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে। সেই লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের খাদি গ্রামোদ্যোগ পর্ষদ চাষিদের মৌমাছি পালনে উৎসাহিত করতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। মাছ চাষের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে তিনি জলের তিনস্তরে মাছ চাষ করার কথা ব্যক্ত করেন। মুখ্যমন্ত্রী এদিন ক্লাস্টার পদ্ধতিতে চাষাবাদের ওপরও গুরুত্ব আরোপ করেন। সবশেষে তিনি বলেন, কাজের ক্ষেত্রে নতুনত্ব আনতে হবে। আত্মবিশ্বাস এবং দৃঢ়তার সঙ্গে সবাইকে এগিয়ে যেতে হবে। কোনও প্রকার মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া চলবে না। সার্বিকভাবে সকলের উন্নয়নে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা সরকার দেব বলেন, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সহ অন্যান্য নির্বাচিত সদস্যদের মিলিতভাবে গ্রামের উন্নয়নের কাজে এগিয়ে আসতে হবে। জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির সুবিধা প্রকৃত সুবিধাভোগীরা যেন পায় সেই দিকে নজর দেওয়ার ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে গ্রামোন্নয়ন দফতরের সচিব সৌম্য গুপ্তা বলেন, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য প্রকল্পগুলির সম্পর্কে সঠিকভাবে অবহিত হওয়ার জন্য এ ধরনের প্রশিক্ষণ সহায়ক। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন পঞ্চায়েত দফতরের অধিকর্তা রাজেন্দ্র কুমার নোয়াতিয়া।

মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সভাপতি সকাশে এনএসইউআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ ।। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে ২ মার্চ থেকে। কিন্তু পরীক্ষা শুরুকালীন সময়েই বিভিন্ন গাফিলতির কারণে ছাত্রছাত্রীদের অসুবিধায় পড়তে হয়। বিশেষ করে জিরানিয়ায় একটি পরীক্ষা কেন্দ্রে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ইংরেজি প্রশ্ন পত্রের স্থলে উচ্চমাধ্যমিকের ইংরেজি প্রশ্ন ছাত্রছাত্রীদেরকে দেওয়ার ফলে ছাত্রছাত্রীরা চরম ভোগান্তির শিকার হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এনএসইউআই রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদে এক ডেপুটেশান প্রদান করা হয়। ডেপুটেশান প্রদান শেষে এনএসইউআই রাজ্য সভাপতি রাকেশ দাস জানান ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া নিয়ে কোন রাজনীতি না করে এই মুহূর্ত থেকে এ ধরনের গাফিলতির জন্য যারা দায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে।

পর্যটন ক্ষেত্রকে দেশ-বিদেশে পৌঁছাতে রাজ্যে ইউটিউব চ্যানেলের কর্মকর্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ ।। ত্রিপুরার পর্যটন ক্ষেত্রকে দেশ ও বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরার জন্য ইউটিউব প্রচার মাধ্যমের সহযোগিতা চেয়েছে রাজ্য সরকার। আহ্বানে সাড়া দিয়ে গত তিনদিন ধরে এক ইউটিউভ চ্যানেলের কর্ণধার সস্ত্রীক ত্রিপুরার পর্যটন ক্ষেত্রগুলি পরিদর্শন করে চলেছেন। বৃহস্পতিবার সকালে হেরিটেজ পার্কে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ ত্রিপুরার পর্যটন শিল্পের বিকাশে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব প্রচার মাধ্যমের সার্বিক সহযোগিতা চেয়েছেন। ইউটিউভ বর্তমানে অন্যতম প্রচার মাধ্যম। মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বহির্রাজ্যের খ্যাতনামা একটি ইউটিউভ চ্যানেলের কর্ণধার রাজ্য সফরে এসেছেন। তারা গত তিনদিন ধরে নীরমহল, ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির, বিভিন্ন পার্ক সহ অন্যান্য পর্যটন ক্ষেত্রগুলি সফর করে চলেছেন। বৃহস্পতিবার হেরিটেজ পার্কে তাদেরকে শুভেচ্ছা জানানো হয়। এ উপলক্ষ্যে সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে অসংখ্য মানুষের ভীড় পরিলক্ষিত হয়। ত্রিপুরার পর্যটন শিল্পকে তুলে ধরার পাশাপাশি ত্রিপুরার উৎপাদিত ত্রিপুরেশ্বরী চা প্রচারের আলোয় নিয়ে আসার উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়। অনুষ্ঠানে এসব বিষয়ে বিস্তারিত বিষয় তুলে ধরা হয়। ত্রিপুরায় আমন্ত্রিত ইউটিউভ চ্যানেলের কর্মকর্তারা ত্রিপুরার অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করে রীতিমতো মোহিত। এই সৌন্দর্য ও পর্যটন ক্ষেত্রগুলিকে ইউটিউভের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী তুলে ধরার আশ্বাসও দিয়েছেন তারা।

নারী দিবস পালন করবে সিআইটিইউ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ ঃ আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে অধিকার রক্ষা ও আত্মমর্যাদার দিবস হিসেবে পালন করতে চায় সিআইটিইউ। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে ৬মার্চ গোটা দেশব্যাপী জেল ভরো আন্দোলনের ডাক দিয়েছে সংগঠন। নারীদের উপর ক্রমবর্ধমান নির্যাতন ও হিংসার প্রতিবাদেই এই আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছে। এরই অঙ্গ হিসেবে রাজ্যেও ৬ মার্চ জেল ভরো আন্দোলন সংগঠিত করা হবে। সিআইটিইউ অফিসের সামনে থেকে মিছিল করে আইন অমান্যের উদ্দেশ্যে এগিয়ে যাবেন নারীরা।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।